আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

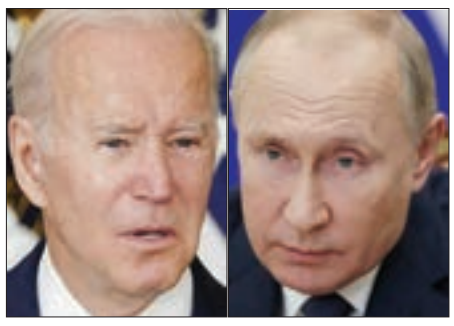
‘রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেয়াই ছিল আমার জীবনের বড় ভুল’

সাইফুল আলম: প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতনের পর তিনদলীয় জোটের রূপরেখার আলোকে ও **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ২৫ || সোমবার || চৈত্র ৭ || ১৪২৮ || শাবান ১৭ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 25 || 21 March || 2022 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



যুদ্ধের ভয়াবহতায় শংকিত যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যে দেশটি এ শতাব্দীতে একটি নয় দু দুটো দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে, ইউক্রেনে যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান বিভীষিকার পরও সেই দেশ এখনো মুখে যুদ্ধে জড়ানোর কথা বলছে না। যে দেশ ইরাকে যুদ্ধের সময় শক অ্যান্ড অ্ব অর্থাৎ রক্ত পানি করা হামলার চালানোর হুমকি এবং সে মত কাজ করেছিল তারাই এখন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে সতর্ক আচরণ করছে। বিকল্প কোনো পথ কি আমেরিকার কাছে আছে যেটা তাদের স্বার্থ হাসিল করবে? নিজে উদ্যোগ নিয়ে শুক্রবার চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের সাথে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দুঘণ্টা ধরে কথা বলার ভেতর দিয়ে প্রমাণ হয় ইউক্রেনে যুদ্ধ থামানো আমেরিকার জন্য কতটা কঠিন। চীনের ওপর আমেরিকার **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

চীনে জুরাসিক যুগের নতুন ডাইনোসর প্রজাতির সন্ধান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চীনের দক্ষিণাঞ্চলে মিললো জুরাসিক যুগের এক নতুন ডাইনোসর প্রজাতির সন্ধান। মঙ্গলবার ইলাইফ জার্নালে প্রকাশিত একটি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সাবেক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আর নেই

বনানী কবরস্থানে দাফন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট,প্রথম অন্তর্বর্তীকালিন সরকার প্রধান এবং সাবেক বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ (৯২) আর নেই। শনিবার সকাল সোয়া ১১টার দিকে সম্মিলিত সামরিক **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



হজের ভিসা পাবেন শতভাগ বাংলাদেশি -সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঢাকায় সফরে এসে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান আল সাউদ বলেছেন, এবার হজে বাংলাদেশিদের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ড, সব থেকে অসুখী আফগানিস্তান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ড। আর সবচেয়ে অসুখী দেশ আফগানিস্তান। এমনটাই বলছে জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট। বিশ্বের প্রায় ১৫০ দেশের মধ্যে জরিপ চালিয়ে প্রতি বছর এই রিপোর্ট **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বিদায় ঘণ্টা বাজল ইমরান খানের?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তীব্র রাজনৈতিক সংকটের মুখে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নাজিব হারুন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হচ্ছে না সহসাই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আমেরিকান পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড বলেছেন, র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি জটিল। এই নিষেধাজ্ঞা সহসাই উঠছে না এমন ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, এ নিয়ে **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

স্মার্টফোনের বিকল্প আসছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্মার্টফোনের বিকল্প কি হতে পারে তা নিয়ে এতদিন প্রশ্ন ছিলো। এবার সেই প্রশ্নের **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

Amnesty International UK
MEDIA AWARDS

অ্যামনেস্টি অ্যাওয়ার্ডস পাচ্ছে ‘অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস ম্যান’

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এ বছরের মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস এর জন্য ফাইনালিস্ট বা চূড়ান্ত তালিকায় স্থান প্রাপ্তদের নাম প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
Software Testing with Selenium
& Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

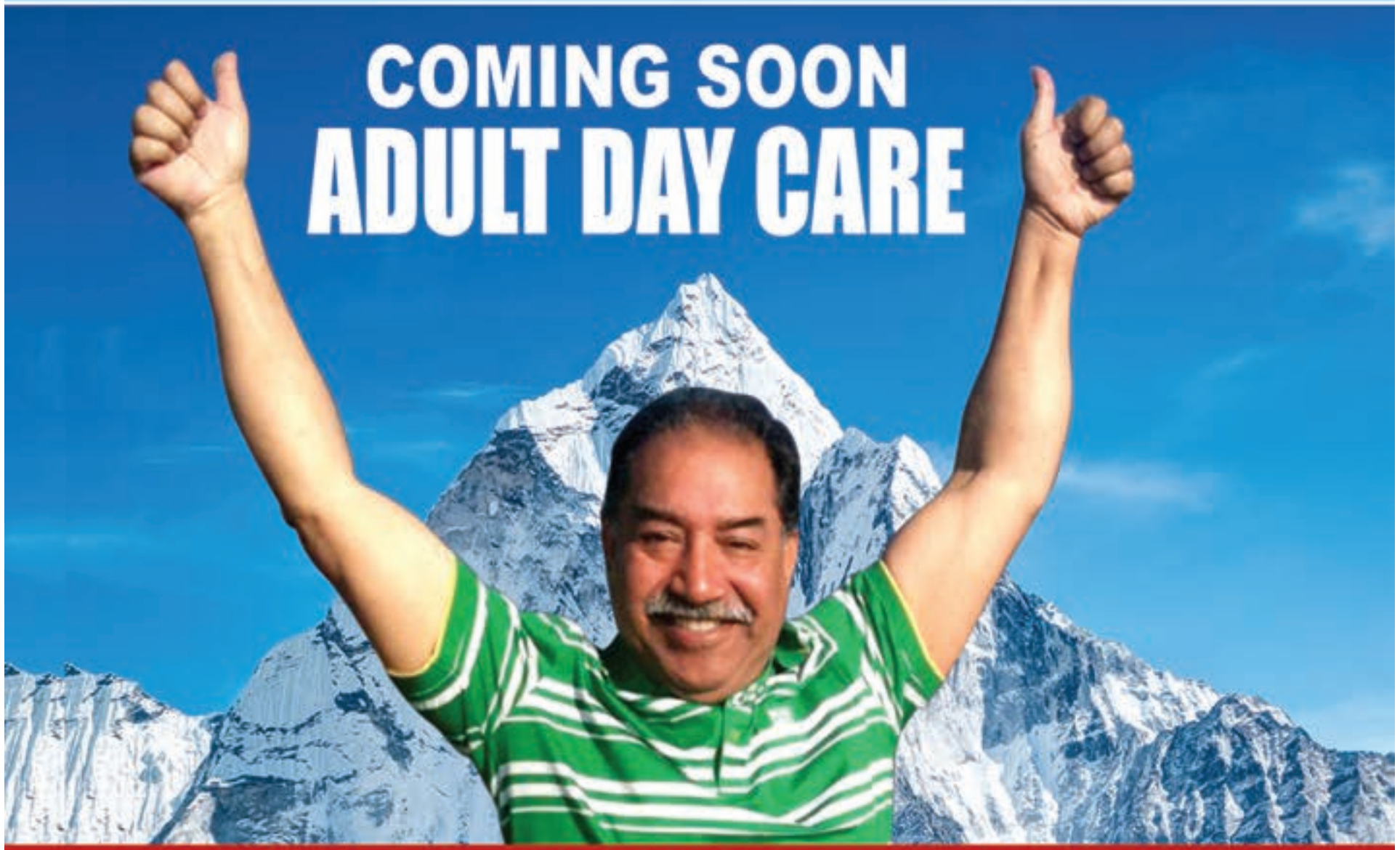
হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....



72-28 BROADWAY, JACKSON HTS, NY 11372
TEL: 718-708-9751 | FAX: 718-424-2603

হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal

HHA CERTIFICATE COURSE AVAILABLE



Abu Zafar Mahmood
CEO & President
Cell: 646-769-0966

Special Benefits
OTC CARD
$170 Monthly
(FREE OF COST)

544 MCDONALD AVE. BROOKLYN, NY 11218
TEL: 718-675-0209 | FAX: 347-365-4218

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // March 7 // 2022

মিস ওয়ার্ল্ডের মুকুট পোলিশ সুন্দরীর



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মিস ওয়ার্ল্ডের মুকুট জিতলেন পোল্যান্ডের সুন্দরী ক্যারোলিনা বিয়েলাওস্কা। মুকুট জিতে মঞ্চেই তিনি প্রতিবেশী ইউক্রেনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করলেন। এবারের আয়োজনে প্রথম রানার আপ হয়েছেন মিস ইউএসএ সাইরিন। দ্বিতীয় রানার আপের খেতাব জিতেছেন আইভরি কোস্টের অলিভিয়া ইয়েস। ক্যারিবীয় দ্বীপ পুয়ের্তো রিকোর রাজধানী সান হুয়ানে গত বুধবার ৭০তম মিস ওয়ার্ল্ড আয়োজনের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রায় ৯০টি দেশের প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে খেতাব জিতলেন ক্যারোলিনা। তিনি মডেল হিসেবে বেশি (বাকি অংশ ৯ পাতায়)







প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'মিট এন্ড গ্রিট' অনুষ্ঠানে কংগ্রেসম্যান মিকস

আমরা দেখছি কারা গণতন্ত্রের পক্ষে আর কারা নয়

বিশেষ প্রতিনিধি: রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যুতে জাতিসংঘে আনীত রেজুলশনে বাংলাদেশের ভোটদানে বিরত থাকা প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিকস বলেন, জাতিসংঘের এ ভোটদানের মাধ্যমে পরিস্কার হয়েছে কারা গণতন্ত্রের পক্ষে আর কারা নয়। আমরা অবশ্যই বিষয়টি নজরে নিয়েছি। প্রসঙ্গত তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র, ভোট এবং মানবাধিকার ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের অবস্থানে অনড়। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে আমাদের নজর থাকবে।

সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ মতিন রেষ্টুরেন্টে গত ১৫ মার্চ মঙ্গলবার প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্যোগে আয়োজিত 'মিট এন্ড গ্রিট' অনুষ্ঠানে উপরোক্ত কথা বলেন কংগ্রেসম্যান মিকস। অনুষ্ঠানের শুরুতে গ্রেগরি মিকস-কে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও কমিউনিটি নেতা মিজানুর রহমান ভুইয়া মিল্টনের সভাপতিত্বে এবং বিশিষট ব্যাবসায়ী ও কমিউনিটি নেতা শাহ নেয়াজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওয়াশিংন ভিত্তিক অধিকার সংস্থা রাইট টু ফ্রিডমের নির্বাহী পরিচালক, হোয়াইট হাইজ ও জতিসংঘের স্থায়ী সংবাদদাতা এবং সাবেক প্রধামন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার তৎকালীন সহকারী প্রেস সচিব মুশফিকুল ফজল আনসারী, বিশিষ্ট রাজনীতিক জি-লুর রহমান জিল্লু, গিয়াস আহমেদ, জসীম উদ্দীন ভুইয়া, মোহাম্মদ রশিদ, নাহিদুল খান সাহেল, আব্দুস সবুর, মোশাররফ হোসেন সবুজ, মাকসুদুল হক চৌধুরী, এবাদ চৌধুরী, আতিকুল হক আহাদ, সাইফুর খান হারুন, ফয়েজ চৌধুরী এবং বদিউল আলম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশসহ আরও কিছু দেশের ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন সমর্থন প্রসঙ্গে কংগ্রেসম্যান মিকস বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং আমি পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করেছি। সতর্কভাবে এটা দেখেছি যে জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশ কীভাবে তাদের ভোট দিয়েছে। ১৪৪ টি দেশ রাশিয়ার বর্বর আগ্রাসনের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। চারটি দেশ রাশিয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছে। ৩৬ টি দেশ ভোটদানে বিরত থেকেছে। এ ভোটের মাধ্যমে পরিস্কার কারা গণতন্ত্রের পক্ষে আর কারা নয়। আমরা বিষয়টি নজরে নিয়েছি।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র হল গণতন্ত্রের দেশ। আপনারা যারা বাংলাদেশীরা আছেন তারা যুক্তরাষ্ট্রে ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করতে অবদান রাখছেন। এটি যুক্তরাষ্ট্রকে তার অবস্থান দৃঢ় করতে সহায়তা করছে। তিনি বলেন, সবাই যেটা প্রত্যাশা করে, সেটা হচ্ছে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এটাই পরিবর্তনের সূচনা বয়ে নিয়ে আসে, নিয়ে আসে মানবাধিকারের মুক্তি। আপনারা যদি পৃথিবীর দিকে তাকান তাহলে দেখবেন মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা চলমান। এ অভিযোগগুলো নিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে।

ইউক্রেন প্রসঙ্গে মিকস বলেন, ইউক্রেনে এখন যা ঘটছে তা আমার বিচারে মানবাধিকারের লংঘন। নিরীহ মহিলা, শিশুসহ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে ইউক্রেনকে আত্মরক্ষায় সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রসঙ্গে মিকস বলেন, বাংলাদেশে আমরা দেখছি একটি পক্ষ মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা চালিয়ে যাচ্ছে। একি চিত্র আমরা দেখতে পাই দক্ষিণ আফ্রিকাসহ অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে। যেসকল ব্যক্তিরা এসব মানবাধিকার লংঘনের পেছেন রয়েছেন তাদের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু সুস্পস্ট বার্তা রয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তেই আমরা চাই অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হউক। নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিষয়টা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বিনিয়োগের বড় অংশীদার। এরি ধারাবাহিকতায় দেশটির অর্থনীতি গতিশীল রয়েছে, নিম্ন আয় থেকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশে আরোপ করা যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে মিকস বলেন, বাইডেন প্রশাসন যখন দেখতে পেলো বাংলাদেশে কিছু অংশ ভুল কাজে জড়িয়ে পড়েছে। তখনি মানবাধিকার লংঘনের দায়ে বিশেষায়িত বাহিনীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। গণতন্ত্রে বাংলাদেশ কিছু ক্ষেত্রে অধঃপতনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গে গ্রেগরি মিকস বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কিছু চ্যালেঞ্জ থেকেই যায়। আমি রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্রেও এ চ্যালেঞ্জ দেখেছি। বাংলাদেশেও গণতন্ত্রের উত্তরণে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, ভোট গ্রহণ হবে অবাধ এবং নিরপেক্ষ। এটি আমরা যুক্তরাষ্ট্রে যেমন চাই তেমনি বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সব জায়গায় তা দেখতে চাই।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসটেন্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ কোনেব্রিজ এভিনিউ, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

৯৩৮৯ ক্যানেলহিল এভিনিউ, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

অনুসৃত হোক তাঁর আদর্শ বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

বাংলাদেশের আইনের অঙ্গনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। গণতান্ত্রিক উত্তরণে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। গতকাল ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। জাতির এক ঘোর অসময়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তাঁর ওপর।

নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনের পর বাংলাদেশের গণতন্ত্রে ফেরার প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। গণ-অভ্যুত্থানে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে জেনারেল এইচ এম এরশাদ সরকারের পতনের পর পঞ্চম সংসদের নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিন মাসের অন্তবর্তীকালীন বা অস্থায়ী একটি সরকার গঠন করা হয়েছিল। সে সময় আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ আন্দোলনকারী সব দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে সেই অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল। প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি, এরপর তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিন মাস দায়িত্ব পালন করলেও বঙ্গভবনে ছিলেন না সাহাবুদ্দীন আহমদ।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর নির্বাচন শেষে তিনি প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই ফেরার জন্য দেশের সংবিধানেও পরিবর্তন আনতে হয়েছিল। চাকরির মেয়াদ শেষে ওই পদ থেকেই অবসরে যান তিনি। এই দুটি বিষয়ে বৈধতা দেওয়া হয়েছিল সংবিধানের একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এই দলের প্রার্থী হিসেবে সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সাহাবুদ্দীন আহমদ। ২০০১ সালের ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি সেই দায়িত্বে ছিলেন। ২০০১ সালে বঙ্গভবন থেকে বিদায় নেওয়ার পর ঢাকার গুলশানের বাড়িতে অনেকটা নিভৃত জীবন যাপন করছিলেন সাহাবুদ্দীন আহমদ।

নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার পেমই গ্রামে ১৯৩০ সালের ১ ফেব্রুয়ারী তাঁর জন্ম। ১৯৪৫ সালে নান্দাইলের চন্ডীপাশা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৪৮ সালে কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ থেকে আইএ পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে অর্থনীতিতে বিএ (অনার্স) এবং ১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন তিনি। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কর্মজীবন শুরু হয় তাঁর। ১৯৬০ সালে প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগে বদলি হন তিনি। ১৯৬৭ সালে ঢাকা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ পান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ পান তিনি। ১৯৮০ সালে আপিল বিভাগে বিচারকের দায়িত্ব পান। ১৯৯০ সালের জানুয়ারীতে প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন তিনি।

সাবেক রাষ্ট্রপতি ও সাবেক প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন ছিলেন অন্য রকম এক ব্যক্তিত্ব। সাধারণত পাদপ্রদীপের আলো যাঁদের ওপর পড়ে তাঁরা সব সময় সেই আলোয় থেকে যেতে চান। কিন্তু সাহাবুদ্দীন আহমদ সব সময় সেই আলো এড়িয়ে চলতে চেয়েছেন। তাঁর মতো নিভৃতচারী মানুষ আজকের দিনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর আদর্শ অনুসৃত হোক জাতীয় জীবনে।

পশ্চিমা ভ্রান্তনীতি বিভ্রান্ত ইউক্রেন এবং অনিশ্চয়তায় বিশ্ব

ড. ফরিদুল আলম

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী থেকে রুশ আক্রমণে একের পর এক ভেঙে পড়ছে ইউক্রেনের অবকাঠামো, নিহত হচ্ছে বেসামরিক নাগরিকসহ হাজার হাজার মানুষ। এরই মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। একটি প্রত্যাশিত শান্তি আলোচনার জন্য যখন দুই দেশই কিছুটা নমনীয়, এমন অবস্থায় পশ্চিমা শক্তিগুলোর দিক থেকে ইউক্রেনে সামরিক বিমানসহ যুদ্ধাস্ত্র এবং অর্থায়নে অনেকটাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। ইউক্রেনকে উপলক্ষ করে রাশিয়ার সঙ্গে স্পষ্টতই এক প্রক্সি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ তার ইউরোপীয় মিত্ররা।

আর অনেকটা এই কারণেই রাশিয়া শুরুতে যেমনটা ভেবেছিল তেমন সহজে এবং স্বল্পতম সময়ে ইউক্রেনে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। এদিকে গত ১৫ মার্চ পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে নিরাপত্তার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কিয়েভে যান পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রীত্রয়। পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হতে যাচ্ছে কিয়েভে। কী সেই ইতিহাস? অনেকের মনেই যে সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে তা হলো সম্ভবত ইউক্রেনকে দ্রুতই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হতে পারে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে সরকারপ্রধানত্রয়ের এই সফর কেবল তিনজনের সিদ্ধান্তের ফল নয়, এখানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে।

একদিকে যখন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি রাশিয়ার সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের অপেক্ষায় মুখিয়ে আছেন, যার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ইউক্রেন আর কখনোই ন্যাটোতে যোগ দেবে না। ক্ষেত্রবিশেষে নিরস্ত্রীকরণ এবং সেখানে অবস্থানরত রুশভাষীদের প্রতি সদয় আচরণ প্রদানেও সম্মত আছেন। এমন পরিস্থিতিতে এই সফরের মধ্য দিয়ে কার্যত জেলেনস্কিকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করাই মূল উদ্দেশ্য, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর যেহেতু তারা এই মুহূর্তে একটা প্রক্সি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, সে ক্ষেত্রে রাশিয়ার কাছে ইউক্রেনের নতি স্বীকারের অর্থ কার্যত একের বিরুদ্ধে অনেকের একত্র পরাজয়ের বিষয়টিকেই স্পষ্ট করে তুলবে।

এ কথা ঠিক সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়ার জন্যও যুদ্ধটা অনেকটা কঠিন হয়ে পড়েছে। খোদ রাশিয়ার পক্ষ থেকে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, ২ মার্চ নাগাদ তাদের ৪৯৮ জন সামরিক সদস্য এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। ২ মার্চের পর কী হয়েছে তা নিয়ে অবশ্য তাদের দিক থেকে এখন পর্যন্ত কিছুই স্পষ্ট করা হয়নি। ইউক্রেনের দাবি, ১২ হাজারের বেশি রুশ সেনা প্রাণ হারিয়েছে এই যুদ্ধে। অবশ্য এর সপক্ষে তারাও সে রকম কোনো অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেনি। তবে এত কিছুর পরও ইউক্রেনের পক্ষে এক পর্যায়ে রাশিয়ার সঙ্গে টিকে থাকার কথা নয়, এটাই বাস্তবতা। এরই মধ্যে বন্দরনগরী মারিওপোল অনেকটা রুশ সেনাদের দখলে চলে এসেছে। আর পরিস্থিতি জটিলতর হলে রাশিয়ার দিক থেকে কী করণীয় থাকবে সে হুমকি তো প্রেসিডেন্ট পুতিন আগেই দিয়ে রেখেছেন।

এই মুহূর্তে পশ্চিমা শক্তিগুলোর সবচেয়ে মাথা ব্যথার নাম চীন। গত ১৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং প্রেসিডেন্ট শি চিনপিংয়ের মধ্যে এক ঘণ্টা ৫০ মিনিট ভিডিও কলে কথা হয়। এই ভার্চুয়াল বৈঠকটি সম্প্রতি রোমে চীনের সবচেয়ে প্রভাবশালী কূটনীতিক ইয়াং জেয়েচির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রধান নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সালিভানের মধ্যকার বৈঠকের ফলে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে এই যুদ্ধে রাশিয়া চীনের কাছে অস্ত্র, অর্থ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম চেয়ে অনুরোধ পাঠিয়েছে। আর এ নিয়ে ইতালির রাজধানীতে কূটনীতিক ইয়াং জেয়েচির সঙ্গে এক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রধান নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সালিভান স্পষ্ট করেই হুমকি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, নিষেধাজ্ঞা ভেঙে রাশিয়াকে কোনো সহযোগিতা করা হলে কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে চীনকে।

বাইডেন-শি বৈঠক নিয়ে স্পষ্ট কিছু জানা না গেলেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রক্সি যুদ্ধকে প্রলম্বিত করতে এটা যে যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে নতুন প্রচেষ্টা সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। অবশ্য চীনের দিক থেকে এখন পর্যন্ত এই যুদ্ধে রাশিয়ার প্রতি সরাসরি সহযোগিতা করার কোনো সিদ্ধান্ত নেই। নীতিগতভাবে অপর রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ তারা সমর্থন না করলেও রাশিয়ার পক্ষ থেকে ইউক্রেনে এই হামলাটিকে তারা দেখছে রাশিয়ার একটি 'বৈধ নিরাপত্তা উদ্বেগ' হিসেবে, আর এর জন্য তারা বরাবরই দায়ী করে আসছে যুক্তরাষ্ট্রকে। বর্তমান বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতিতে রাশিয়ার মতো চীনকেও কোণঠাসা করে রাখার যে পশ্চিমা প্রবণতা সে জায়গায় রাশিয়া ও চীন যৌথ অংশীদার।

> **এ ছাড়া এশিয়া ও ইউরোপে ক্রমাগত পশ্চিমা প্রভাব বৃদ্ধিতে তাদের শঙ্কার বিষয়টিও অভিন্ন। চীনের ভবিষ্যৎ বিশ্বশক্তিতে পরিণত হতে তাই দরকার রাশিয়ার সহযোগিতা, সেই সঙ্গে তাইওয়ান বিষয়ে পশ্চিমা চাপ মোকাবেলায় তাদের ভরসাও রাশিয়া।**

এ ছাড়া এশিয়া ও ইউরোপে ক্রমাগত পশ্চিমা প্রভাব বৃদ্ধিতে তাদের শঙ্কার বিষয়টিও অভিন্ন। চীনের ভবিষ্যৎ বিশ্বশক্তিতে পরিণত হতে তাই দরকার রাশিয়ার সহযোগিতা, সেই সঙ্গে তাইওয়ান বিষয়ে পশ্চিমা চাপ মোকাবেলায় তাদের ভরসাও রাশিয়া। এত কিছুর পরও তাদের জন্য যে ভাবনার বিষয়টি সবচেয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় তা হচ্ছে রাশিয়াকে এই যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন করে যাওয়া কার্যত তাদের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'কে (বিআরআই) হুমকির মধ্যে ফেলে দেওয়া। এরই মধ্যে এই বিআরআইতে যুক্ত হয়েছে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ৭০টির বেশি দেশ এবং এর আওতায় রেল, সড়ক ও নৌ অবকাঠামো উন্নয়ন বাবদ তারা কয়েক শ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। এই যুদ্ধের যে পরিসংখ্যান তাতে দেখা যায়, এই বিআরআইভুক্ত দেশগুলোর বেশির ভাগেরই সমর্থন রয়েছে পশ্চিমা দেশগুলোর অবস্থানের প্রতি। অর্থনৈতিকভাবে তারা চীনের সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহী, রাজনৈতিকভাবে ততটাই পশ্চিমাদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পশ্চিমা দেশগুলোর এই রাজনৈতিক চাপের মারপ্যাঁচের মধ্যে অনেকটা ধুঁকছে উন্নয়নশীল দেশগুলো। ধারণা করা যাচ্ছে, ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের সমন্বয়ে গঠিত কোয়াড্রিলেটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ বা কোয়াডে সম্পৃক্ত হতে নতুন করে চাপ সৃষ্টি করা হতে পারে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে নৌচলাচল অবাধ ও স্বাধীন রাখার যুক্তিতে এই চতুর্পক্ষীয় জোটকে চীনের তরফ থেকে বরাবরই তাকে ঘায়েল করতে এই অঞ্চলে ন্যাটোর আদলে একটিও সামরিক জোট হিসেবে দেখা হচ্ছিল। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশসহ এই অঞ্চলের অপরাপর দেশগুলোকে এই জোটে ভেড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে নানামুখী তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে চীনকে ঠেকানোর মার্কিন কৌশলে পা দিতে চাচ্ছে না কোনো দেশই।

এদিক দিয়ে বাংলাদেশ কৌশলগত অবস্থান বিবেচনায় ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে ক্রমাগত চাপ মোকাবেলায় কূটনৈতিকভাবে বরাবরই কৌশলী আচরণ করে যাচ্ছে। অবশ্য এসব কৌশল যে কোয়াডভুক্ত দেশগুলোকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না, তার প্রমাণ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্বার্থসংশিষ্ট বিষয়ে চীনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নতির মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে। আর এর সাম্প্রতিক সময়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক অবস্থান। যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা পূরণ করে সরকারের পক্ষে বর্তমান উন্নয়নের গতি যে ধরে রাখার জো নেই, সেটাও একরকম প্রতিষ্ঠিত সত্য। বিষয়টি কিছুদিন ধরে একটি জায়গায় থেমে থাকলেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমা শক্তি এখন বেশ মরিয়া হয়ে উঠেছে তাদের সমর্থনের পাল্লা ভারী করতে। তারা এখন আমাদের মতো দেশের অবস্থানকে স্পষ্ট করে জানতে চায়। আর সে জন্যই ১৯ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কা সফরে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনীতিবিষয়ক আন্ডারসেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড। জানা গেছে, নুল্যান্ডের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধিদলটি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর যৌথ অংশীদারির বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের সঙ্গেও আলোচনা করবেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, ভারত কোয়াডের সদস্য হলেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে তাদের অবস্থান চীনের মতোই, অর্থাৎ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এবং পরবর্তী সময়ে সাধারণ পরিষদে রাশিয়াকে নিন্দা জানানোর ক্ষেত্রে বিরত ছিল। এ ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান পরিষ্কার করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে চাপ আসতে পারে। একই সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের দিক থেকে যে নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছে সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সফরে কোনো প্রস্তাব আসে কি না এবং নতুন করে শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশকে কোয়াডভুক্ত করতে যুক্তরাষ্ট্র কোনো চাপ দেবে কি না সেটাও বিবেচ্য। এই যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ ইউক্রেনের দিক থেকে এই মুহূর্তে জেলেনস্কির হাতে নেই এবং যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্ররা চাইছে একে দীর্ঘায়িত করতে, যার ফলে ক্রমাগত অর্থনৈতিক চাপে পর্যুদস্ত হবে রাশিয়া। আর সে জন্য চীনের প্রভাববলয় থেকে কিছু রাষ্ট্রকে বের করে আনতে পারলে তাদের দিক থেকে সার্বিক বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যাবে। সেই দিক দিয়ে দেখলে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বাস্তবে একধরনের অজানা অনিশ্চয়তায় গোটা বিশ্ব।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

নামাজের সময়-সূচী

মার্চ	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
ফজর	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৬	৫.৩৪	৫.৩২	৫.৩২	৫.২৯
সূর্যোদয়	৬.৫৬	৬.৫৪	৬.৫৩	৬.৫১	৬.৪৯	৬.৪৮	৬.৪৬
জোহর	১.০৩	১.০৩	১.০২	১.০২	১.০২	১.০১	১.০১
আসর	৫.২২	৫.২২	৫.২২	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬
মাগরিব	৭.১০	৭.১১	৭.১২	৭.১৩	৭.১৪	৭.১৬	৭.১৭
এশা	৮.২৫	৮.২৬	৮.২৮	৮.২৯	৮.৩০	৮.৩১	৮.৩২

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

রাশিয়া কি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে?

একেএম শামসুদ্দিন

সময় যতই যাচ্ছে, ইউক্রেন সংকট যেন আরও জটিল আকার ধারণ করছে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল সহজেই কিয়েভ দখল করবে রাশিয়া; কিন্তু সময় গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা মার দিয়ে যাচ্ছে ইউক্রেনীয় সেনারা। কিয়েভ দখল করতে মস্কোর আরও কিছুদিন সময় লাগবে বলে মনে হয়। বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তেমনই মনে হচ্ছে, রাশিয়ার কিয়েভমুখী অগ্রাভিযান ঠেকাতে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে ইউক্রেনীয় সেনা। তবে সময় একটু বেশি লাগলেও ইউক্রেনে রাশিয়া পরিকল্পনামাফিকই এগিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া অবশ্য ইউক্রেনে রুশপন্থি সরকার গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। ইউক্রেনের মেলিটোপোল ও ডিনিপ্রোরুডনের বর্তমান মেয়রকে সরিয়ে দিয়ে রুশপন্থি মেয়রদের বসিয়ে এ প্রক্রিয়াটি শুরু করে দিয়েছে তারা। যদিও সংশিষ্ট শহর দুটোর নাগরিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছে; তাতে রাশিয়ার মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়বে বলে মনে হয় না। বলাই বাহুল্য, কিয়েভ দখল না করা পর্যন্ত রাশিয়া তাদের মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারছে না। এজন্য তাদের আরও অস্ত্র, অর্থ ও জনবল খোয়াতে হবে।

কিয়েভ শহরের নাগরিকরা ইতোমধ্যে ইউক্রেন সেনাদের সহযোগিতায় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বেসামরিক নাগরিকদের পাশে পেয়ে ইউক্রেন সেনারা দ্বিগুণ আত্মবিশ্বাসী হয়ে রাজধানী কিয়েভে অগ্রসরমান রুশ সেনাদের ঠেকাতে শেষ চেষ্টা চালাবে সন্দেহ নেই। যদিও রাজধানীর প্রায় অর্ধেক অধিবাসী ইতোমধ্যেই অন্যত্র সরে পড়েছেন। তারপরও এখনো যারা শহরটিতে রয়ে গেছেন, তারা নানাভাবে যতটা সম্ভব সাহায্য করে যাচ্ছে ইউক্রেন সেনাসদস্যদের। রাশিয়ার সেনারা কিয়েভের আশপাশের এলাকা দখল করে নিলেও কিয়েভ দখল করতে পারেনি। রাশিয়ার সেনাবাহিনী যে টাইম এবং স্পেস অর্থাৎ সময় ও ভূমি দখলের হিসাব ধরে কিয়েভ অভিমুখে অভিযান চালিয়ে এসেছে, সে হিসাব অনুযায়ী কিয়েভকে তাদের আয়ত্তে আনতে পারেনি। অপরদিকে রাজধানীর চারপাশে, এমনকি শহরের অভ্যন্তরেও শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে ইউক্রেন সেনারা। এমন পরিস্থিতিতে কিয়েভ দখলে কী পরিমাণ যে রক্তপাত ঘটবে তা এ মুহূর্তে কল্পনা করা যাচ্ছে না।

২৪ ফেব্রুয়ারী অভিযান শুরুর পর রাশিয়া ভেবেছিল ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হয়তো অতি সহজেই ভেঙে পড়বে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। অভিযান শুরুর পর রাশিয়া নিজেও ভাবেনি, ইউক্রেন এভাবে এতদিন ধরে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেও রুশ বোমাবর্ষণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি শহর। কিয়েভও এ বোমাবর্ষণের বাইরে নয়। দিন দিন তারা যেভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে তা এক প্রকার দৃশ্যমান। দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির শত অনুরোধেও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাটোভুক্ত গোষ্ঠীর কোনো দেশ সেভাবে এগিয়ে আসেনি, যেভাবে জেলেনস্কি ও তার দেশের জনগণ আশা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তো স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো যুদ্ধে যাবে না তারা। কিছু অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম পাঠিয়ে দিয়ে তারা তাদের সমর্থন জানিয়েছে কেবল। কিয়েভ যখন মস্কো বাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছে, এমন সময় জেলেনস্কি ন্যাটো গোষ্ঠীর কাছে আবারও ইউক্রেনের আকাশ সীমাকে 'নো ফ্লাই জোন' ঘোষণার আরজি জানিয়েছেন। ২০ দিন মস্কোকে ঠেকিয়ে রাখলেও পরিস্থিতি ক্রমেই যে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে জেলেনস্কি অনুরোধ করে বলেছেন,'আমি আবারও বলছি, যদি ইউক্রেনের আকাশপথ বন্ধ না করা হয়, তাহলে ন্যাটো ভূখন্ডে রুশ মিসাইল আছড়ে পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ন্যাটোর নাগরিকদের বাড়িতে বোমা পড়বে।' কয়েকদিন আগেও একই আরজি জানিয়েছিলেন জেলেনস্কি। সে আবেদন খারিজ করে দেয় ন্যাটো। জেলেনস্কির অনুরোধ খারিজ করার পক্ষে ন্যাটো জোটের যুক্তি ছিল, 'নো ফ্লাই জোন' ঘোষণা করলে রাশিয়ার সঙ্গে পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।' সে সময় জেলেনস্কি ক্ষোভ ঝেড়ে বলেছিলেন, 'আজ থেকে সব মৃত্যুর দায় ন্যাটোর।' যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর প্রলোভনে জেলেনস্কি ন্যাটো জোটে যোগদানের সীদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখনো কি তিনি একবারের জন্যও ভেবেছিলেন, বন্ধু রাষ্ট্রগুলো এমন বিপদের মুহূর্তেও তার ডাকে সাড়া দেবে না! জেলেনস্কির অনুরোধে সাড়া দেওয়া ন্যাটো জোটের জন্য দুরূহ। এর কারণ, ইউক্রেনের আকাশ নো ফ্লাই জোন ঘোষণা করলে ন্যাটো জোটের দেশ থেকে যুদ্ধবিমান পাঠাতে হবে। শুধু কি তাই? প্রয়োজনে রুশ ফাইটার বিমানকে গুলি করে নামাতে হবে। এমন যদি হয়, তাহলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে ন্যাটোর, যা তাদের কাম্য নয়। রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্ব পরিস্থিতি দিন দিন জটিল হয়ে পড়ছে। রাশিয়ার আগ্রাসনে ইউরোপীয় দেশগুলো উদ্বিগ্ন; যদিও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহায়তা করা ছাড়া এখন পর্যন্ত ইউক্রেনকে সাহায্য করতে অন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়নি ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলো। তবে চূড়ান্ত পর্বে গিয়ে তারা কী করে তা এখনই অনুমান করা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে, আগামী সপ্তাহে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে জরুরি বৈঠকে বসতে পারে ন্যাটো জোটের দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও সে সময় ইউরোপ সফরে থাকবেন। তিনিও বৈঠকে যোগ দেবেন। সে বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত হয়, তার ওপর নির্ভর করছে ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি। প্রশ্ন হচ্ছে, ইউক্রেনের ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে পরাশক্তির দেশগুলো কি 'ঠান্ডাযুদ্ধ'র সেই যুগেই ফিরে যাচ্ছে? আগের মতোই সেসব দেশের মধ্যে শক্তির ভারসাম্যের নতুন কোনো সমীকরণ রচিত হবে না তো? ১৯৯০ সালে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্টের ঘোষণার মধ্য দিয়ে 'ঠান্ডাযুদ্ধে'র অবসান হলেও বিশ্বজুড়ে শক্তির লড়াই শেষ হয়নি। সে সময় ঠান্ডাযুদ্ধ অবসানের পূর্বশর্ত হিসাবে 'ওয়ারশ প্যাক্ট'ভুক্ত দেশগুলোর জোট ভেঙে গেলেও ন্যাটো জোট ভাঙেনি। ঠান্ডাযুদ্ধের অবসানের পর যুক্তরাষ্ট্রের একক মেরুকরণ শক্তির প্রদর্শন হতে দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের লেজুড় হয়ে ব্রিটেনসহ ন্যাটো জোটভুক্ত ইউরোপীয় কিছু দেশের শক্তি প্রদর্শনের মহড়া বিশ্ববাসী দেখেছে। ইরাক-কুয়েত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে 'গালফ ওয়ার' হয়েছে, ইরাক ও আফগানিস্তান আক্রমণ করে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আরও কত লাখ মানুষকে যে ঘরছাড়া করেছে সে হিসাব কে রাখে? এবার বুঝি যুক্তরাষ্ট্রের একক শক্তির মেরুকরণের অবসান হতে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক'র কেউ কেউ ইতোমধ্যেই বলতে শুরু করে দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একক শক্তি প্রদর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। পুতিনের সাম্প্রতিক উত্থান যেন গত তিন দশকের যুক্তরাষ্ট্রের একক শক্তির ভাসাম্যের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।

ইউক্রেন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের বাড়াবাড়ি রাশিয়া ও চীনের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। এ দুটো দেশ জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যও বটে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চীন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। ইউক্রেন ইস্যুতে যদিও চীন প্রকাশ্যে রাশিয়াকে সমর্থন জানায়নি, তবে এটি সহজে অনুমান করা যায়, প্রয়োজনে চীন রাশিয়ার পাশেই থাকবে। রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার পর জাতিসংঘে যে কয়টা ইস্যুতে ভোটাভুটি হয়েছে, তাতে চীনের ভূমিকা লক্ষ করলেই এটি বোঝা যাবে। যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে চীনের পেছনে লেগে আছে, তাতে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্বই শুধু বাড়েনি, চীনকে রাশিয়ার দিকে ঠেলেও দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপীয় দেশগুলো রাশিয়ার ওপর যে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করছে, তাতে রাশিয়ার জন্য সাময়িকভাবে সমস্যার সৃষ্টি হলেও তা তারা কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে মনে হয়। অর্থনৈতিক অবরোধকালীন চীন রাশিয়াকে সহযোগিতা করে যাবে, এটি প্রায় নিশ্চিত। তাছাড়া রাশিয়া থেকে ইউরোপে যে গ্যাস সরবরাহ করা হতো তা যদি বন্ধও হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে রাশিয়ার নতুন মার্কেট খুঁজে পেতে সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। রাশিয়া থেকে চীন ছাড়াও সাশ্রয়ী মূল্যে গ্যাস ক্রয় করার বিষয়ে ভারত ইতোমধ্যেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

ইউক্রেন পরিস্থিতির দ্রুতই পরিবর্তন হচ্ছে। কখন যে কী হয়ে যায় বলা মুশকিল। প্রায় প্রতিদিনই প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হচ্ছে। ইউক্রেন সংকটে ইউরোপীয় দেশগুলো যে রাশিয়াকে সহজে ছাড় দেবে না তা লক্ষণীয়। কিয়েভ দখলের ঠিক আগ মুহূর্তে ইউরোপের দেশগুলো মনে হয় নড়েচড়ে বসেছে। এরই মধ্যে ইউরোপের তিনটি দেশ পোল্যান্ড, চেক রিপাবলিক ও স্লোভেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী কিয়েভ সফর করেছেন। ইউক্রেনকে কীভাবে আরও বেশি সাহায্য করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেছে বলে সূত্র জানিয়েছে। ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যে আগামী সপ্তাহে মিটিং হবে, তার ঠিক পূর্বক্ষণে তাদের এ সফর গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই। তবে তাদের এ মিটিং রাশিয়ার মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে হয় না।

এ কথা ঠিক, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বের সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, ইউরোপের কোনো কোনো দেশের সাদা চামড়ার মানুষ মুখে যত মানবতার কথা বলুক, আদতে তারা আজও বর্ণবাদী রয়ে গেছে। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর এযাবৎ ২০ লাখ ইউক্রেনীয় নাগরিক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এসব মানুষ পোল্যান্ডসহ আশপাশের ইউরোপীয় দেশে আশ্রয় নিয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলো এ উদ্বাস্তুদের সাদরে গ্রহণ করে নিলেও অতীতে অশ্বেতাঙ্গদের বেলায় ঠিক উল্টো কাজটি করেছিল তারা। অতীতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী সিরিয়া-আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণ করে যখন দেশ দুটোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, তখন সে দেশের বাস্তুচ্যুত মানুষদের আশ্রয় দিতে ইউরোপীয় এ সাদা চামড়ার মানুষদের ছিল যত আপত্তি। রাশিয়ার আক্রমণের পর ইউক্রেনের নাগরিকদেরও বর্ণবাদী আচরণ করতে দেখা গেছে। ভারতীয় শিক্ষার্থীসহ এশিয়া-আফ্রিকা মহাদেশের নাগরিকদের শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ইউক্রেনীয়দের যে বর্ণবাদী আচরণের শিকার হয়েছে, তার ভিডিও এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভেসে বেড়াচ্ছে। সাদা চামড়ার মানুষ ছাড়া এশিয়ান ও আফ্রিকার মানুষের বাস, ট্রেন এবং অন্য কোনো পরিবহনে উঠতে বাধা দেওয়া হয়েছে। তাদের বর্ণবাদী এ আচরণ ছিল মর্মান্তিক ও অমানবিক।

রাশিয়া ইউক্রেনের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল মিটিংয়ে সর্বশেষ ছয়টি প্রস্তাব দিয়েছে, এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলো হলো-ইউক্রেনের কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠনে যোগ না দেওয়া, অস্ত্র ত্যাগ করা, লুহানস্ক ও দোনেস্ক অঞ্চলের স্বাধীনতা এবং রুশ ভাষাকে ইউক্রেনের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া। এ প্রস্তাগুলোর মধ্যে 'অস্ত্র ত্যাগ' করা ও 'লুহানস্ক ও দোনেস্ক অঞ্চলের স্বাধীনতা' মেনে নেওয়া ইউক্রেনের জন্য কঠিন হবে। রাশিয়ার প্রস্তাব মেনে না নিলে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় সেটাই এখন দেখার বিষয়। রাশিয়া যে কোনো মূল্যেই হোক কিয়েভ দখল করে সেখানে রুশপন্থি সরকার বসাবে। কিয়েভ যদি হাতছাড়া হয়ে যায় এবং প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি যদি রাশিয়ার কাছে ধরা না দেন, তাহলে হয়তো তিনি দেশ ছেড়ে ইউরোপের কোনো একটি দেশে আশ্রয় নিয়ে প্রবাস থেকে সরকার চালানোর চেষ্টা করবেন। ইউক্রেন সেনাবাহিনী তখন জেলেনস্কির সাপোর্টারদের সঙ্গে নিয়ে ঈড়হাবহঃরড়হধষ ধিৎ ছেড়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে Unconventional warfare বা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করবে; অর্থাৎ ইউরোপের বুকে ইউক্রেন বসনিয়া-হার্জেগোবিনার মতো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। রাশিয়া জড়িয়ে পড়বে আফগানিস্তানের মতো আরও একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা

রাশিয়া ইউক্রেনের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল মিটিংয়ে সর্বশেষ ছয়টি প্রস্তাব দিয়েছে, এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলো হলো-ইউক্রেনের কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠনে যোগ না দেওয়া, অস্ত্র ত্যাগ করা, লুহানস্ক ও দোনেস্ক অঞ্চলের স্বাধীনতা এবং রুশ ভাষাকে ইউক্রেনের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া। এ প্রস্তাগুলোর মধ্যে 'অস্ত্র ত্যাগ' করা ও 'লুহানস্ক ও দোনেস্ক অঞ্চলের স্বাধীনতা' মেনে নেওয়া ইউক্রেনের জন্য কঠিন হবে। রাশিয়ার প্রস্তাব মেনে না নিলে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় সেটাই এখন দেখার বিষয়।



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

সরকারকে পদে পদে বিব্রত করা হচ্ছে



আবদুল মান্নান

চারদিকে যা ঘটছে তা দেখে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন জেগেছে–প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া পুরো সরকার বা বাংলাদেশের বৃহত্তম দল আওয়ামী লীগ কি এখন ঘুমের ঘোরে রয়েছে? যাঁরা বাংলাদেশের রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করেন, তাঁরা স্বীকার করবেন একজন শেখ হাসিনা ঘুমের ঘোরে নেই। তবে তাঁকে কি দেশের প্রকৃত রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানতে দেওয়া হচ্ছে? প্রধানমন্ত্রীকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি জানানো যাঁদের দায়িত্ব, তাঁরা কি প্রকৃত অর্থে তাঁদের সেই দায়িত্ব পালন করছেন? এককথায় এর উত্তর, 'না'। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন না।

ব্যতিক্রম যে নেই তা বলা যাবে না। তবে তাঁদের সংখ্যা হাতে গোনা। প্রধানমন্ত্রীকে কিভাবে জনবিচ্ছিন্ন করা যায় এখন সেই প্রতিযোগিতা চলছে। এই কর্মে লিপ্তদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। তাঁরা বহুলাংশে সফল। অভিযোগ আছে, তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছের মানুষ। দল বা সরকারে যাঁরা প্রকৃত অর্থে প্রধানমন্ত্রীর শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁদের বেশ সূক্ষ্মভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা চলছে। এ যেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পূর্ববর্তী সময়ের একটি রিহার্সাল চলছে। আশা করি, আমার মন্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। হলে ক্ষমাপ্রার্থী।

দেশে এখন বিরোধী দলের তেমন কোনো তৎপরতা নেই। কিছুদিন বিএনপি তাদের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে বেশ হৈচৈ করেছে। বাংলাদেশের চিকিৎসকরা প্রমাণ করেছেন, বিদেশে না গিয়েও এ দেশে অনেক কঠিন রোগের চিকিৎসা সম্ভব। কয়েক দিন আগে একজন দক্ষ চিকিৎসক একজন রোগীর দেহে কৃত্রিম হৃৎপিন্ড লাগিয়ে দেশের মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

বিএনপি ছাড়াও দেশে আরো বেশ কিছু প্যাডসর্বস্ব রাজনৈতিক দল আছে, যাদের রাজনৈতিক মেয়াদ অনেক আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাদের মাঠ গরম করার সক্ষমতা নেই। বাংলাদেশের বাম দলগুলো দেশের রাজনীতিতে বেশ গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারত। কিন্তু বাম দলগুলো এখনো পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি। তার একটি বড় উদাহরণ দেশে শেখ হাসিনা সরকারের কোনো ভালো কাজকে প্রশংসা করলে এখনো কোনো কোনো বাম দলের বড় নেতার সদস্য পদও স্থগিত করা হয়। কোনো অবস্থায়ই শেখ হাসিনার কোনো কাজের প্রশংসা করা যাবে না। তারা ভুলে গেছে এই দেশে তাদের নিজ নামে বাংলাদেশে রাজনীতি করার অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন শেখ হাসিনার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একসময় যে বাম দলগুলো ভারতের একাধিক রাজ্য শাসন করত, তারা এখন অনেকটা বিলুপ্তির পথে। সেখানকার মানুষ বলে রামপন্থী আর বামপন্থী এক হলে এমনটাই হওয়ার কথা।

দেশের রাজনীতিতে এখন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বমূল্য এক কঠিন বাস্তবতা। দুই বছর করোনাকাল অতিক্রম করার কারণে অনেক মানুষ তাদের আয়ের উৎস হারিয়েছে। দেশে এই সময়ে দারিদ্র্যের হার মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর কমিয়েছে। তাতেও প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়েছে। তিনি এরই মধ্যে ঘোষণা করেছেন দেশের এক কোটি মানুষকে টিসিবির পণ্য কেনার জন্য রেশন কার্ড দেওয়া হবে। এই কার্ড দেওয়া শুরু হলে তখন আবার জানা যাবে নানা অনিয়মের খবর। কিন্তু রাতের টিভির টক শোগুলোতে আওয়ামী লীগের নেতারা দ্রব্যমূল্য নিয়ে যেসব কথা বলেন তাতে মনে হয় বাজারে যা হচ্ছে তা স্বাভাবিক। আর যখন সরকারি কর্মকর্তারা কথা বলেন তখন মনে হয় আর কয়েক দিন পর সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। বাঙালির নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অন্যতম হচ্ছে সয়াবিন তেল। ছাত্রলীগের সভাপতিসহ একাধিক ব্যক্তি হিসাব করে দেখিয়েছেন চট্টগ্রাম বন্দরে খালাস হওয়া সয়াবিন তেল ঢাকার বাজারে লিটারপ্রতি ১২৫ টাকায় বিক্রয় হলেও ব্যবসায়ীদের লিটারপ্রতি পাঁচ থেকে সাত টাকা লাভ হয়। সরকারি কর্মকর্তা বলি আর আওয়ামী লীগের দলীয় নেতা বলি, সবার একটি অভিন্ন বাক্য–'এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী এই অপকর্মগুলো করছেন।' তাহলে দেশে এক ধরনের সাধু ব্যবসায়ীও আছেন। তাঁরা কোথায় অবস্থান করেন তা জানলে সাধারণ মানুষ খুশি হতো। এসব নেতা বা কমকর্তারা বলে থাকেন সামনের রমজানের আগেই সব ঠিক হয়ে যাবে। দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসবে। এটা কোন জাদুমন্ত্র বলে হবে তা তো মানুষ জানতে চায়।

গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে, দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি ১৯ থেকে ১২ জন আমদানিকারকের হাতে। তাঁদের নামও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের বেশির ভাগই সব সময় সরকা-রঘনিষ্ঠ। যে সরকার ক্ষমতায় থাকুক না কেন, তাঁদের কোনো অসুবিধা হয় না। তাঁদের বেশির ভাগই দেশে থাকেন না। কেউ থাকেন সিঙ্গাপুরে, কেউ বা কুয়ালালামপুরে। এতে দেশে তাঁদের কোনো অসু-বিধা হয় না। নিয়মিত তাঁদের ব্যবসার লভ্যাংশের হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। কানাডার বেগমপাড়ার কথা না-ই বা উল্লেখ করলাম।

কয়েক দিন আগে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'স্বাধীনতা পদক'প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশিত হলো। এ বছর সাহিত্যে এই পদক দেওয়া হয়েছে কোনো এক আমির হামজাকে, যিনি জীবনে তিনটি বই লিখেছেন। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী তিনি খুনের মামলার আসামিও ছিলেন। তবে আমির হামজার বড় পরিচয় তিনি একজন উপসচিব পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তার পিতা।

আমাকে নিয়মিত ঢাকার বেড়ি বাঁধের রাস্তা দিয়ে কর্মক্ষেত্রে যেতে হয়। মোহাম্মদপুর থেকে যে সড়কটি বেড়ি বাঁধে উঠেছে সেখানে একদল চাঁদাবাজ হাতে লাঠি নিয়ে নিয়মিত বাস-ট্রাক থামিয়ে চাঁদা আদায় করে স্থানীয় বড় ভাইয়ের নামে। লেগে যায় ভয়াবহ ট্রাফিক জ্যাম। তা দেখার কেউ নেই। এটি মাত্র একটি উদাহরণ। এই যে ঢাকা বা অন্যান্য শহরে ফুটপাত দখল করে যাঁরা নানা কিসিমের ব্যবসা করেন তাঁদের কাছ থেকে কতজন আর কী হারে চাঁদা আদায় করেন তা কি কারো অজানা। আমার এক পরিচিতজন গ্রাম থেকে ঢাকায় এসে ধানমণ্ডির এক শাখা সড়কে একটি ছোট চায়ের দোকান দিয়েছিলেন। বছর না ঘুরতেই তিনি দোকান গুটিয়ে গ্রামে ফিরে গেছেন, কারণ তাঁর দেয় চাঁদা প্রতি মাসে জ্যামিতিক হারে বাড়ছিল। বেচারা দেশের বাড়িতে এখন লঞ্চঘাটে কুলির কাজ করেন।

লক্ষ্মীপুরের এক নির্বাচিত চেয়ারম্যান সম্প্রতি তাঁর এলাকায় ফতোয়া জারি করেছেন কোনো মেয়ে বোরকা না পরে স্কুলে যেতে পারবে না, আর স্কুলে যাওয়ার সময় মোবাইল ফোন নেওয়া যাবে না। কোথাও যদি উচ্চৈঃস্বরে গান-বাজনা হয়, তাহলে ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। তিনি কি দেশের ভেতর আরেকটি দেশ চালু করলেন? দেশে আইন-কানুন নেই? এসব দেখার জন্য তো সরকারের স্থানীয় প্রশাসন আছে। তারা কোথায়?

কয়েক বছর ধরে দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার নিয়ে নানা অপ্রীতিকর বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। সম্ভবত ২০২০ সালের কথা। একুশে পদকপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। একজন আমাকে ফোন করে জানতে চাইলেন এই ধরনের পদক পেতে কত টাকা চাঁদা দিতে হয়? আমি তো অবাক। বলে কী? রাষ্ট্রীয় পদক পেতে চাঁদা? তালিকা দেখে ভদ্রলোকের কথায় অবাক হলাম না। আওয়ামী লীগ-ঘনিষ্ঠ এহজনকে একজনের পদক পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করায় তিনি অকপটে স্বীকার করলেন এটি 'কোটায়' পেয়েছেন, কারণ যিনি পদক পেয়েছেন তিনি ক্ষমতার একজন ঘনিষ্ঠ মানুষের স্বজন। প্রায় রাতে তাঁকে টেলিভিশনে জনগণকে নসিহত করতে দেখা যায়।

কয়েক দিন আগে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'স্বাধীনতা পদক'প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশিত হলো। এ বছর সাহিত্যে এই পদক দেওয়া হয়েছে কোনো এক আমির হামজাকে, যিনি জীবনে তিনটি বই লিখেছেন। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী তিনি খুনের মামলার আসামিও ছিলেন। তবে আমির হামজার বড় পরিচয় তিনি একজন উপসচিব পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তার পিতা। আর কী চাই!

দেশটি যে এক শ্রেণির ধান্দাবাজ আমলার খপ্পরে পড়েছে তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? কিভাবে সরকারকে বিব্রত করা যায় সেই প্রচেষ্টায় তারা সবাই এখন একজোট হয়েছে। তারা অনেকাংশে সফল। নানা বিতর্কের জন্ম দিয়ে অবশেষে শুক্রবার আমির হামজার নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

এর আগে ২০২০ সালে সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়ার জন্য নাম প্রকাশ করা হয়েছিল এই রকম এস এম রইস উদ্দিন নামের এক ব্যক্তির, যাঁকে কেউ চিনত না। পরে এ নিয়ে চারদিকে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হলে তাঁর নামও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এতে বিব্রত হয় সরকার। সরকারের জন্য এসব বিব্রতকর পরিস্থিতি যাঁরা সৃষ্টি করেন তাঁরা তা জেনেশুনেই করেন। তাঁরা চান না শেখ হাসিনা বর্তমানে নিজে যে উচ্চতায় উঠেছেন বা দেশকে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তার বেশি তিনি বা দেশ যেন আর না ওঠে। বলার আরো অনেক কিছু ছিল; কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে বেশি দূর যাওয়া যাচ্ছে না। তবে এটি সত্য যে এমনটি চলতে থাকলে সামনের দিনগুলো খুব স্বস্তিদায়ক না-ও হতে পারে। ঘুমের ঘোর কাটতে বেশি সময় না-ও লাগতে পারে। সময় থাকতে সাধু সাবধান। শেখ হাসিনা আর কত দিন এই দেশকে একা নিজের কাঁধে বয়ে বেড়াবেন?

লেখক: বিশেষক ও গবেষক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের ভিসা নিয়ে এদেশে বসবাস করতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

মিস ওয়ার্ল্ডের মুকুট পোলিশ সুন্দরীর

(৪ পাতার পর)

পরিচিত। বর্তমানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনাও করছেন। সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এ আয়োজনে ইউক্রেনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে প্রতিযোগী ও আয়োজকরা। অনুষ্ঠানের এক অংশে সংগীতশিল্পী সেলিন ডিওন ও আন্দ্রেয়া বচেলির 'দ্য প্রেয়ার' গানটি পরিবেশন করেন ২০১৯ সালের মিস ওয়ার্ল্ড বিজয়ী জ্যামাইকার সুন্দরী টনি অ্যান সিং। এ সময় মঞ্চে এবং দর্শক সারিতে থাকা সবাই প্রজ্বলিত মোমবাতি তুলে ধরেন।



প্রতিযোগিতার আগে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মিস ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী জুলিয়া মোরলে বলেন, 'আমাদের কিছু করা উচিত...আমরা সবাই যদি একটি করে মোম জ্বালাই, তাহলে আমরা একত্রে পৃথিবীকে বদলে দিতে পারব।' বিশ্বব্যাপী মানুষকে 'ইউক্রেনের জন্য আলো জ্বালানোর' এবং ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করার আহ্বান জানান মোরলে।

এ সপ্তাহের শুরুতে মিস ওয়ার্ল্ড আয়োজকরা ২০১৬ সালের মিস ইউক্রেন ওলেকসান্দ্রা কুচেরেংকোর এক ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে। বিশ্বের সব দেশকে ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি ইউক্রেনের আকাশসীমা সুরক্ষিত করা এবং পারমাণবিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষার কথা বলেন তিনি। কুচেরেংকো বলেন, 'আমাদের শান্তিই তোমাদের শান্তি।' আয়োজকরা জানিয়েছে, কুচেরেংকো ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে আছেন।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমাদের কোন শাখা নেই

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের বাংলাদেশের 'স্বাধীনতা দিবসের' শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে হেলাল রহমানের প্রশ্নঃ

আমার স্ত্রী একজন ইউএসসিটিজেন। আমি আমার স্ত্রীর করা আবেদনের গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছি। তবে আমার ঐ গ্রিনকার্ড হচ্ছে কন্ডিশনলে গ্রিনকার্ড। আর আমার এই কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডের মেয়াদ কিছু দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে এখন আমার করণীয় সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে আগ্রহী। এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

হেলাল রহমানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী। তবে আপনার ঐ গ্রিনকার্ড হচ্ছে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড। আপনি যদি ম্যারেজ কেসের ভিত্তিতে আপনার গ্রিনকার্ড পেয়ে থাকেন এবং আপনাদের বিয়ের ২ বছরের মধ্যে যদি আপনার গ্রিনকার্ড ইস্যু হয়ে থাকে হবে সেটা হচ্ছে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড। নিয়ম হচ্ছে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডের অবশ্যই ইমিগ্রেশনে ঐ কন্ডিশন রিমুভ করার জন্য এবং পারমানেন্ট গ্রিনকার্ড ইস্যু করার জন্য আবেদন জানাতে হবে। যা ১০ বছরর জন্য ভেলিড।

পারমানেন্ট গ্রিনকার্ড ইস্যু করার জন্য আপনাকে আই-৭৫১ ফরম ফাইল করতে হবে। সেখানে আপনাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই সই দিতে হবে। আই-৭৫১ ফরমের জন্য যথাযথ ফিস দিতে হবে এবং সেই সাথে বায়োমেট্রিক ফিসও দিতে হবে। আপনারা যে একত্রে বসবাস করেন তার স্বপক্ষে নিম্নে উল্লেখিত তথ্যপত্র সংযোগ করে দিতে হবেঃ

বাড়ির লীজ অথবা মালিকানার ডকুমেন্ট,
ইউটিলিটি বিল, ক্রেডিট কার্ডবিল এবং ডাকযোগে প্রাপ্ত জিনিস যা আপনারা একত্রে পেয়ে থাকেন,
ইন্স্যুরেন্স পলিসি অথবা হেলথ ইন্স্যুরেন্স কার্ড,
ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ব্যাংক কার্ড,
যৌথ ট্যাক্স রিটার্ন,
গাড়ির ইন্স্যুরেন্স, রেজিস্টেশন কার্ড এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স,
বাচ্চা থাকলে তাদের বার্থ সার্টিফিকেট,
পরিবারের সাথে ছবি,
একত্রে ভ্রণের ডকুমেন্ট ইত্যাদি।

ইউএস সিআইএস এ আই-৭৫১ করার পর পারমানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস ১ বছরের জন্য বাড়ানো হয়। ১ বছরের মধ্যে যদি পারমানেন্ট গ্রিনকার্ড ইস্যু না হয় তবে আপনার গ্রিনকার্ড আরো ১ বছরের জন্য বাড়বে। আই-৭৫১ আবেদনের প্রক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা নেই। আপনার জন্য যদি ইন্টারভিউ দরকার হয় তবে তার জন্য হয়তো কিছু সময় লাগবে।

এ ব্যাপারে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার আর তাহলো যে ইমিগ্রেশনে কোন বিষয় আড়াল করা ঠিক নয়। এটা এক ধরনের ক্রাইম। এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আপনারা বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে আলোচনা করবেন। তিনি



আপনার তথ্যপত্র দেখে আপনার জন্য যথাযথ পরামর্শ দিতে পারবেন।

নিউইয়র্ক থেকে হাসান আলীর প্রশ্নঃ

আমি টুরিস্ট ভিসা নিয়ে এদেশে এসেছিলাম। তারপর একজন ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করি এবং সে আমার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করেছিলো। আমি ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছি।

কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে এখন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে। এরপর আমি একজন এটর্নীর সাথে সাথে কথা বলে আরেকটি কেসের জন্যে ফাইল করে রাখি এবং ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে এই অবস্থায় আমি যদি আবার কাউকে বিয়ে করি তবে আমার নতুন স্ত্রী কি আমার জন্যে ফাইল করতে পারবে? দ্বিতীয়বার বিয়ের জন্যে কোন সমস্যা হতে পারে কিন?

হাসান আলীর প্রশ্নের উত্তরঃ

স্পাউস যদি ইউএস সিটিজেন হন তখন যে কোন সময় স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য ফাইল করা যায় এর কারণ হচ্ছে এক্ষেত্রে ভিসার জন্য অপেক্ষা করতে হয়না। আপনার স্পাউস যদি ইউএস সিটিজেন হন তখন আপনার জন্য প্রয়োজন হবে শুধুমাত্র এদেশের বৈধ প্রবেশ- বৈধ স্ট্যাটাস নয়। আপনার এদেশের প্রবেশ বৈধ ভিসায় আর আপনার স্ত্রী যদি ইউএস সিটিজেন হন তবে আপনাদের বিয়ের পরেই তিনি স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য ফাইল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনার আগের কেস এবং এবারের বিয়ের সব কিছুই সত্যি। কোন কেসই শুধুমাত্র গ্রিনকার্ড পাবার জন্যে নয়।

ইমিগ্রেশন অফিসার আপনার যুক্তিতে একমত না হলে এবং তার জন্য কেস অস্বীকৃত হলে তখন আপনার স্ত্রী আপনার এসব থেকে ওয়েভারের জন্য ফাইল করতে পারবেন। কেস অস্বীকৃত হবার চাইতে উইথড্র করা আপনার জন্য ভালো। আপনার যার সাথে বিয়ে হবে আপনি হয়তো জানেন না যে তিনি সিটিজেন না গ্রিনকার্ডধারী। সিটিজেন স্পাউস সম্পর্কে লিখেছি এবারে গ্রিনকার্ড স্পাউস সম্পর্কে কিছু লিখছি।

গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করলে তখন শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশন ফাইল করা যাবে। আই-১৩০ এখানকার বৈধ স্ট্যাটাস প্রদান করবে না। তখনই স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য ফাইল করা যাবে যখন কারো বৈধ স্ট্যাটাস থাকবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শুধু বৈধ প্রবেশ হলেই চলবে না। স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট হওয়া পর্যন্ত তার বৈধ স্ট্যাটাস থাকতে হবে।

এ ব্যাপারে আমরা সবসময় যে প্রয়োজনবোধে ইমিগ্রেশন বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীও সাথে আলোচনা করা উত্তম।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউ-ইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ইউক্রেন সংকট

রাশিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘ অবরোধ বুমেরাং হতে বাধ্য

ক্রিস হেজেস

তবে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে দীর্ঘ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার এ মার্কিন প্রয়াস বুমেরাং হতে বাধ্য। সামরিক আধিপত্য দিয়ে মার্কিন অর্থনীতির অব্যাহত পতন ঠেকানোর এ চেষ্টা সফল হওয়ার নয়। রাশিয়া ও চীন যদি একটা বিকল্প আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা তৈরিতে সফল হয়, যে ব্যবস্থায় বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ডলার ব্যবহৃত হবে না, তাহলে তা মার্কিন সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা করবে।

রাশিয়ার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করে ২০ শতকের শেষদিকে নেওয়া আমেরিকান সিদ্ধান্তটি ছিল সবচেয়ে জঘন্য অপরাধগুলোর একটি। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন বিলুপ্ত হয়, তখন রাজনৈতিক এলিটদের প্রায় সবাই এটা বুঝেছিলেন- রাশিয়ার সঙ্গে উস্কানিমূলক আচরণ বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। সেসব এলিটের মধ্যে যেমন ছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার তেমন ছিলেন জর্জ এফ কেনান, যারা মধ্য ইউরোপে ন্যাটোর সম্প্রসারণকে ওসমগ্র স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তর আমেরিকান পলিসির সবচেয়ে মারাত্মক ভুল বলে অভিহিত করেছিলেন।

এ উস্কানিমূলক আচরণটি করা হয়েছিল পশ্চিমা সামরিক জোটে পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, আলবেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, মন্টেনেগ্রো ও উত্তর মেসিডোনিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটা করা হয়েছিল ন্যাটোকে একীভূত জার্মানির সীমানা ছাড়িয়ে সম্প্রসারণ না করার রাশিয়াকে দেওয়া মার্কিন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। এ বিশ্বাসঘাতকতা আরও জটিল রূপ ধারণ করেছিল, যখন পূর্ব ইউরোপে হাজার হাজার মার্কিন সেনাসহ বিপুল ন্যাটো সেনা নিয়োজিত করা হয়েছিল। ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন, যা সম্ভবত পাশ্চমা জোটও চেয়েছিল, বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। কারণ এ সুযোগে উজ্জীবিত ন্যাটো নিজেকে আরও সম্প্রসারিত করার প্রয়াস চালাবে। এর ফলে একটা ব্যাপক ও নিয়ন্ত্রণ-অযোগ্য সমরবাদের সূচনা ঘটবে। যুদ্ধের মোড়লরা এতে উল্লসিত হতে পারে; তবে এর সম্ভাব্য পরিণতি হবে ভয়ংকর। এই যে শান্তিকে বলি দেওয়া হচ্ছে, তা ঘটেছে বিশ্বব্যাপী মার্কিন আধিপত্য বজায় রাখার স্বার্থে। এটা করা হয়েছে সমর শিল্পের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মুনাফা অর্জনের পথ করে দেওয়ার লক্ষ্যে। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে ওই রাষ্ট্রীয় সম্পদ হয়তো জনগণকে নিয়ন্ত্রণের চেয়ে তাদের কল্যাণে ব্যয় করা হতো। এটা হয়তো আমাদের জলবায়ুজ-নিত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলত। কিন্তু আমরা শান্তি শান্তি বলে চিৎকার করলেও শান্তি দূরঅস্ত। দেশগুলো উন্মাদের মতো সশস্ত্র হচ্ছে। আর এর মাধ্যমে পারমাণ-বিক যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। তারা সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে এবং এর মাধ্যমে এটা নিশ্চিত হচ্ছে যে, ওই খারাপ পরিস্থিতিটি আসলেই আসতে চলেছে।

তবে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে দীর্ঘ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার এ মার্কিন প্রয়াস বুমেরাং হতে বাধ্য। সামরিক আধিপত্য দিয়ে মার্কিন অর্থনীতির অব্যাহত পতন ঠেকানোর এ চেষ্টা সফল হওয়ার নয়। রাশিয়া ও চীন যদি একটা বিকল্প আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা তৈরিতে সফল হয়, যে ব্যবস্থায় বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ডলার ব্যবহৃত হবে না, তাহলে তা মার্কিন সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা করবে। তখন ডলারের দাম পড়ে যাবে; মার্কিন ট্রেজারি বন্ড যা দেশটির বিপুল ঋণের জন্য তহবিল গঠনে কাজে লাগে, তা অনেকাংশেই মূল্যহীন হয়ে যাবে। আমার মনে হয়, রাশিয়াকে পঙ্গু করার জন্য যেসব আর্থিক অবরোধ দেওয়া হচ্ছে, তা উল্টো আমাদের হত্যা করবে যদি না তার আগেই থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধে আমরা নিজেদের পুড়িয়ে ফেলি।

ওয়াশিংটন ইউক্রেনকে চেচনিয়া বা আফগানিস্তানে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে, যেখানে কার্টার প্রশাসন ব্রেজনস্কির মতো জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার প্রভাবে চরমপন্থি জেহাদিদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তালেবান ও আল কায়দা রূপে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ব্রেজনস্কি ছিলেন ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত জর্জ দু মরিয়েরের উপন্যাস ট্রিলবির স্বেনগালি চরিত্রটির মতো, যে নিজের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ট্রিলবিকে প্রলুব্ধ করে কাছে টেনে বড় গায়িকা বানিয়েছিল। তবে মার্কিন এ পলিসি রাশিয়ার জন্য তো বটেই, তার নিজের জন্যও ভালো হবে না। ইউক্রেনের জন্য এটা ভালো কিছু বয়ে আনবে না। কারণ রুশদের রক্ত ঝরাতে গিয়ে বিপুল ইউক্রেনীয় রক্ত ঝরাতে হবে। মোদ্দাকথা, রুশ অর্থনীতিকে ধ্বংস বা ইউক্রেনকে রাশিয়ার জন্য একটা চোরাবালিতে রূপান্তরিত করা বা পুতিনকে ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত অনেক মন্দের এক প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেবে। আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া বা ভিয়েতনামের দিকে তাকিয়ে এটা উপলব্ধি করা যায় যে, ব্যাপক সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নিজস্ব একটা কেন্দ্রবিমুখ বল থাকে। এটা খোদার ওপর খোদকারীকে ধ্বংস করে।

যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলারের সামরিক ও মানবিক সাহায্য দেবে বলে ঠিক করেছে। দ্রুত নিয়োগের জন্য ৫০০০ সেন-াবিশিষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাহিনী তৈরি, ইউক্রেনসহ সব পূর্ব ইউরোপীয় দেশকে ন্যাটোভুক্ত করা এবং সাবেক সোভিয়েত শিবিরের সমর শক্তিকে ন্যাটো সমরাস্ত্র ও প্রযুক্তিতে রূপান্তরের কাজটি খুব দ্রুত সারার চেষ্টা চলছে। জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথমবারের মতো নিজের ব্যাপক সামরিকায়ন ঘটাচ্ছে। দেশটি একদিকে অস্ত্র রপ্তানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে, আরেকদিকে সামরিক বাজেট জিডিপির ২ শতাংশে নিয়ে সামরিক শক্তিতে বিশ্বে নিজেকে বর্তমান সপ্তম স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে- যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরে-তোলার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। এমনকি সুইডেন ও ফিনল্যান্ড নিজেদের নিরপেক্ষ অবস্থান ঝেড়ে ফেলে ন্যাটোতে ঢোকার চিন্তা করছে। এটা একটা বিশ্বযুদ্ধের রেসিপি। ইতিহাসের পাশাপাশি আজ পর্যন্ত আমি রিপোর্টার হিসেবে যত যুদ্ধ কভার করেছি; সেগুলোর শিক্ষা হলো এই যে, যখন সামরিক হম্বিতম্বি শুরু হয় তখন চিতার মঞ্চও আর দূরে থাকে না।

পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত আমেরিকান সাংবাদিক ক্রিস হেজেসের লেখা আমেরিকান ম্যাগাজিন মিয়ারপোস্টে ছাপা হয়েছিল। সেখান থেকে সংক্ষেপে ভাষান্তর করেছেন সাইফুর রহমান তপন

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বিচারক বা কমিশনাররা যখন সবাই দেশপ্রেমিক!



গৌতম দাস

গত সপ্তাহে ১০ মার্চ ছিল ভারতের পাঁচ রাজ্য নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের দিন। এক পাঞ্জাব ছাড়া বাকি চার রাজ্যে নির্বাচন কমিশন বিজেপিকে বিপুল বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ বিজেপি এখন ওসব রাজ্যে সরকার গড়বে। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, গোয়া ও মনিপুর এই পাঁচ রাজ্যে এবার নির্বাচন হলো। তাতে এরা সবাই রাজ্যের মর্যাদার হলেও জনসংখ্যা বা রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলো কোনোভাবেই অন্য রাজ্যের সমান নয়। কেন সমান নয়? এটা বুঝবার একটা দিক-পদ্ধতি হতে পারে পার্লামেন্ট বা লোকসভায় কোন রাজ্যের কার কতটা আসন তা দিয়ে। কেন্দ্রে কম আসনের রাজ্য মানে ছোট রাজ্য। এই হিসাবে ভারতের কেন্দ্রীয় সংসদ বা পার্লামেন্ট নির্বাচন যেটাকে তারা লোকসভা বলে তাতে মোট ৫৪৩ আসন। আর তাতে উত্তরপ্রদেশ (৮০), উত্তরাখণ্ড (৫), পাঞ্জাব (১৩), গোয়া (২) ও মনিপুর (২)- এভাবে পাশের ব্রাকেটে তাদের লোকসভার আসন বা কনষ্টিটুয়েন্সি কয়টা তা দেখানো হয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নির্বাচন হয়ে গেছে গত বছর ২০২১ সালে; তবু কৌতূহল মিটানো আর তুলনা করে বুঝবার জন্য এখানে জানানো হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ লোকসভা আসন ৪২টা আর এর মোট জনসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি। তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা কম করে ধরলেও ১৬ কোটি।

তাহলে ফর্মুলাটা হলো, ভারতের কোন রাজ্য কত বড় বা গুরুত্বের তা বুঝবার সোজা তরিকা হলো ওই রাজ্যের জন্য বরাদ্দ লোকসভায় আসন সংখ্যা জেনে নেয়া। এই গুরুত্বের বিচারে যেখানে ভারতে কেন্দ্রে সরকার গড়তে লাগে লোকসভায় ন্যূনতম ২৭২ আসন, সেখানে একা উত্তরপ্রদেশ যা একমাত্র বড় রাজ্য তা দিতে পারে একাই ৮০ আসন। ফলে উত্তরপ্রদেশ গুরুত্বে এখানেই। এ ছাড়া সারা ভারতের উপর যেটাকে বলে হিন্দি বলয়ের শাসন-আধিপত্য, এর কেন্দ্র বুঝাতে উত্তরপ্রদেশকে দেখানো হয়। আবার এটাই 'আর্য' বা ব্রাহ্মণ আধিপত্যের কেন্দ্র, এই

ভূগোলের পাঠ শেষ এখন রাজনীতি বা রাজনৈতিক ক্ষমতা মানে নির্বাচনের প্রসঙ্গে আসি। এবার এই পাঁচ রাজ্য নির্বাচন চলেছিল কয়েক পর্বে এক মাস ধরে ৭ মার্চ পর্যন্ত; যার গণনা, ফলাফল এক সাথে ১০ মার্চ প্রকাশিত হয়েছে। উপরে দেখানো উত্তরপ্রদেশের গুরুত্বের কারণে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন হলেও সবাই আসলে তাকিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের দিকে।

হিসেবে উত্তরপ্রদেশ। আবার এর বিপরীত হল দ্রাবিড়ীয় দক্ষিণী চার রাজ্য আর এ দিকে আংশিকভাবে বাংলা প্রদেশ। এ ছাড়া শেষে একটা 'নোক্তা' হিসেবে বলা যায়, ভারতের নেহেরু-গান্ধী ডায়নেস্টি সেটিও এই উত্তরপ্রদেশের; সুনির্দিষ্ট করে বললে এলাহাবাদ শহরে যেটা উত্তরপ্রদেশ রাজ্য হাইকোর্টের শহর। আর এখানেই নেহেরুর বাবা মতিলাল নেহেরু ব্রিটিশ আমলে এলাহাবাদে ওকালতি প্র্যাকটিস করবেন বলে পাশের কাশ্মির থেকে এক কাশ্মিরি ব্রাহ্মণ- তিনিও উত্তরপ্রদেশেই এককালে খুঁটি গেড়েছিলেন।

ভূগোলের পাঠ শেষ এখন রাজনীতি বা রাজনৈতিক ক্ষমতা মানে নির্বাচনের প্রসঙ্গে আসি। এবার এই পাঁচ রাজ্য নির্বাচন চলেছিল কয়েক পর্বে এক মাস ধরে ৭ মার্চ পর্যন্ত; যার গণনা, ফলাফল এক সাথে ১০ মার্চ প্রকাশিত হয়েছে। উপরে দেখানো উত্তরপ্রদেশের গুরুত্বের কারণে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন হলেও সবাই আসলে তাকিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের দিকে। যেকোনো নির্বাচনে কিসের ভিত্তিতে ভোট বিভিন্ন প্রার্থীর বাক্সে যাবে, ভাগ হবে, এমন নানা নির্বাচনী ইস্যু হাজির হতে দেখা যায়। সেই বিচারে ভারতের বিভিন্ন মিডিয়ায় গত এক মাস ধরে যেসব নির্বাচনী ইস্যুর কথা বলা ও আলোচনা করে হয়েছিল সেগুলো হলো- ১৫ মাস ধরে চলা কৃষক আন্দোলনের শেষে মোদির হার স্বীকার করে তিন আইন প্রত্যাহার, কোভিডের 'দ্বিতীয় ঢেউ' সামলাতে মোদির ব্যর্থতা- সৎকার, হাসপাতাল বেড, অক্সিজেন ইত্যাদি সব সিস্টেম ভেঙে পড়া, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ও কাজ সৃষ্টিতে অভাব মানে কোভিডের আগে যা ছিল তা একেবারেই ভেঙে পড়া, ইত্যাদি। বিজেপির দলীয় বা সমর্থক মিডিয়া ছাড়া বাকি সব মিডিয়ায় এসব ইস্যুতে বিজেপির পক্ষ থেকে জবাব-সাফাই নাই, দেখে নাই এই ভিত্তিতে বিজেপি ভোট হারাবে এই ছিল তাদের সবারই রিপোর্টিংয়ের লাইন। যেমন "উত্তর প্রদেশের ভোটে বিজেপিকে শায়েস্তায় 'মিশন ইউপি" অথবা "উত্তর প্রদেশের ভোট যে কারণে মোদির জন্য জনপ্রিয়তার পরীক্ষা"- এমন ছিল সেসব রিপোর্টের শিরোনাম। এ ছাড়া "গোরক্ষা ইস্যু" কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে মানে বুড়া গরু মাংসের জন্য বেচতে না পেরে মালিক সে গরুর মালিকানা ত্যাগ করে ছেড়ে দিয়েছে; আর সেই ছাড়া গরু এবার গৃহস্থের জন্য ফসল নষ্টের সমস্যা, তাতে রাতজেগে পাহারা বসানোর সমস্যা হয়ে হাজির হয়েছে। এককথায়, ভারতের উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে গরুর আক্রমণ কেন বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে এটা তুলে ধরেছিল বিবিসিসহ বিভিন্ন মিডিয়া। এমনকি আমেরিকান ক্ষমতাসীনদের থিংকট্যাংক "আটলান্টিক কাউন্সিল", তারাও মোদির জন্য 'ক্রিটিক্যাল টেস্ট' বলে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে রিপোর্ট করেছিল। অন্য দিকে বিশেষ করে ইংরাজি দ্য-প্রিন্ট এ নিয়ে নিয়মিত রিপোর্ট করে গেছে। আর কলকাতার আনন্দবাজার ছিল আরো সরেস। সে অনিন্দ্য জানা নামে এক রিপোর্টারকে সারা মাস উত্তরপ্রদেশে রেখেই নিয়মিত সিরিজ রিপোর্ট ছাপিয়ে গেছে; যার প্রতিটা খন্ড ছিল উত্তরপ্রদেশে বিজেপির দুঃসহ শাসনের বিভিন্ন নজির। যেমন 'হাতরাস' এর কাহিনী যেটা আসলে এক দলিত কিশোরীকে রেপ করে, হত্যা করে উঁচুজাতের লোকেদের কাহিনী। এরপর পুলিশ-বিজেপি মিলে ওই কিশোরীর সৎকারের নামে মা-বাবার অনুমতি বা তাদের উপস্থিতি ছাড়াই সেই লাশ পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর সেই কিশোরীর বাড়ি এখন আদালতের নির্দেশে আর্মি ক্যাম্প বানিয়ে পাহারা দিচ্ছে। অর্থাৎ কোনো মিডিয়া রিপোর্টই বিজেপির পক্ষে জিতবার আশা জাগানোর মতো রিপোর্ট ছিল না। এর মধ্যে আরেক সংযোজন হলো দুই কথিত সাধুর (যারা বিজেপি-আরএসএস অ্যাফিলিয়েটেড) প্রকাশ্য সভা থেকে মুসলমান গণহত্যা শুরুর আহবান, হাতে অস্ত্র তুলে নেয়ার আহবানের বক্তৃতা দেয়া হয়। অথচ পুলিশ, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন অথবা সুপ্রিম কোর্ট নির্বিকার। সবার সময় ক্ষেপণ চলতেই থাকে। প্রায় এক মাস পরে কথিত সাধুর একজনকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু মামলা দেয়া হয় মেয়েদের প্রতি অশালীন উক্তির। এমন মামলা জামিনযোগ্য বলে ক'দিনের মধ্যেই তার জামিনও হয়ে যায়। এ ছাড়া ক'দিনের মধ্যেই হিজাব নিয়ে প্রায় জোর করে ব্যাপক এক সামাজিক বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। উদ্দেশ্য হলো, যত বেশি ধর্মীয় মেরুকরণ ততই বেশি বিজেপি ভোট বাড়বে, এই অনুমান। এখানে যে বয়ান তৈরির দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে তা হলো, যেন মুসলমানদের অত্যাচারেই হিন্দু জনগোষ্ঠী অতিষ্ঠ। এমন একটা ভাব তৈরি করা হয়। আর এই 'নিপীড়িত' হিন্দুদেরই ত্রাতা হিসেবে এবার হাজির হয় মোদি ও দল বিজেপি। অতএব বয়ান শেষে হিন্দুরা একজোট হয়ে বিজেপিকে ভোট দাও!!

মোদির এই তৎপরতা এবার প্রমাণ করেছিল যে, মোদিও নির্বাচনের ভোট (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক যোগ না বিয়োগ

মুহাম্মাদ গোলাম রব্বানী ইসলামাবাদী

পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দু'টি দেশ। একসময় পাকিস্তান আর সাবেক পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ মিলে ছিল পাকিস্তান নামে একটি পূর্ণরাষ্ট্র, যা ১৯৪৭ সালের দেশভাগে জন্মলাভ করে। ১৯৭১ সালে সেই পাকিস্তান ভেঙে টুকরো হয়ে জন্ম নেয় নতুন রাষ্ট্র- বাংলাদেশ। চিরদিনের জন্য মুছে যায় 'পূর্ব পাকিস্তান' নামটি। রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হলেও বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ঢাকায় লালগালিচা সংবর্ধনা দিয়ে সম্পর্ক ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করেন। সেদিনের বাস্তবতায় একটি নতুন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের সময় ঘটনাটিকে অনেকেই সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করেছিলেন। আবার সফরের পক্ষেও যুক্তি উপস্থাপিত হয়। একই বছর শেখ মুজিবুর রহমান তাজউদ্দীন আহমদসহ ভারত-সরকারের আপত্তি অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের পথ উন্মুক্ত করেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পরের সরকারগুলো পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক আরো এগিয়ে নিয়ে যায়, তবে সেটি সীমিত পরিসরে। সেই সূত্রে ১৯৮০ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছে এফ-৬ জঙ্গিবিমান ও কিছু ট্যাঙ্ক বিক্রি করে।

বর্তমান সরকারের সময় পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি নতুন মাত্রা লাভ করে। যেহেতু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বরাবরই পাকিস্তান বিরোধিতার রাজনীতি করে এসেছে, তাই তার আমলে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক তৈরির একটা আলাদা আবেদন থাকা স্বাভাবিক। গত ২০২০ সালের ২৯ জানুয়ারি পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত জং পত্রিকার উর্দু সংস্করণে বাংলাদেশে বিনিয়োগে পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানানোর একটি খবর প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার তারিক আহসানের বরাতে খবরটিতে বলা হয় : আমরা চাই, পাকিস্তান বাংলাদেশে উত্তরোত্তর বিনিয়োগ করুক। বাংলাদেশের গার্মেন্ট খাতে পাকিস্তানিদের জন্য বিনিয়োগের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। ২০২০ সালের ২০ জুলাই সাউথ এশিয়ান মনিটরের বাংলা সংস্করণে 'বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসে পাকিস্তানের কূটনৈতিক উদ্যোগ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়- বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক পুনর্বিন্যাস করার লক্ষ্যে নীরবে প্রয়াস শুরু করেছে পাকিস্তান। এই অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট কিছু ঘটনার প্রেক্ষাপটে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর সাথে পরিচিত কূটনৈতিক সূত্রগুলো মনে করছে, বর্তমান আঞ্চলিক পরিবেশ ইসলামাবাদ ও ঢাকার মধ্যে নতুন করে সম্পর্কোন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। একই বছরের ২৩ জুলাই এশিয়ান মনিটরে 'নীরব কূটনীতি : পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর বিরল ফোনালাপ' শীর্ষক আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়- পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নিজেদের মধ্যে নীরব কূটনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু করেছে। কূটনৈতিক সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, বর্তমান আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিবেশের কারণে দু'পক্ষ তাদের সমস্যাদায়ক সম্পর্ক শুধরে নেয়ার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী ঢাকায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের সাথে বৈঠকে বসেন, যে উদাহরণ খুবই বিরল। এই বৈঠক নয়াদিল্লিতে অনেকের ভ্রু কুঁচকে দিয়েছে এবং সন্দেহের চোখে তারা ঘটনাপ্রবাহের ওপর নজর রাখছে। বাংলাদেশ সরকার এই বৈঠককে 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' হিসেবে বর্ণনা করে। কিন্তু সূত্র জানিয়েছে, এর পেছনে আরো অনেক বিষয় রয়েছে। অনেকের বিশ্বাস, ইমরান-হাসিনার যে টেলিফোন আলাপ হয়েছে, সেটি এ বৈঠকেরই ফল। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দুই প্রধানমন্ত্রী টেলিফোনে কথা বলেছেন। দুই দেশের কূটনীতির ক্ষেত্রে এটি বিরল অগ্রগতি, বিশেষ করে যখন দুই দেশই নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন, 'পারস্পরিক আস্থা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সাথে ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক গভীর করার ব্যাপারে পাকিস্তান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' প্রধানমন্ত্রী খানের অফিস থেকে দেয়া বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এ সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানান।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের ভূমিকা। বিষয়টি দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গলার কাঁটা হয়ে আছে আজ অবধি। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, বিষয়টি তো প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের আমলেই নিষ্পত্তি হয়ে গেছে ১৯৭৪ সালে যখন ভুট্টো বাংলাদেশ সফরে আসেন।

১৯৭৪ সালের ২৯ জুন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত নিউ ইয়র্ক টাইমস ইযঁঃঃড় জবমৎবংঃ 'ঈৎরসবং' ড়ভ ১৯৭১ ১৯৭১ শিরোনামে একটি সংবাদ ছাপে। পরের দিন অর্থাৎ ৩০ জুন তারা Bhutto Apologizes bv‡g Av‡iKwU Lei Qv‡c| †mLv‡b ejv nq Prime Minister Zulfikar Ali bhutto of Pakistan last week asked forgiveness from the Bengali people for atrocities commited by the Pakistani Army during the struggle for independence. (পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো গত সপ্তাহে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত নৃশংসতার জন্য বাঙালি জনগণের কাছে ক্ষমা চান।) খবরের পরের দিকে লেখা হয় : 'In a dinner speech tonight Sheikh Mujib said, ÔLet us forget the enmity and bitterness of the past and inaugurate a new chapter of hope and prosperity for our peoples.' (আজ রাতে এক নৈশভোজের ভাষণে শেখ মুজিব বলেন, 'আসুন আমরা অতীতের শত্রুতা ও তিক্ততা ভুলে যাই এবং আমাদের জনগণের জন্য আশা ও সমৃদ্ধির নতুন অধ্যায়ের সূচনা করি') ভিন্নমতের কেউ কেউ বলছেন, এভাবে নয়, পাকিস্তান সরকারকে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাইতে হবে। আমাদের মনে হয়, বৃহত্তর স্বার্থে এবং বাংলাদেশের কৌশলগত দিক বিবেচনায় এ বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পাশাপাশি সম্পর্কের গুরুত্ব বুঝতে হবে আমাদের। কারণ সাবধান থাকতে হবে, তরকারি বেশি সিদ্ধ কি কম সিদ্ধ- সেই বিতর্কের ছায়ায় ধান্ধাবাজ তৃতীয় শক্তি যেন সব আত্মসাৎ করতে না পারে।

মনে রাখা প্রয়োজন, বর্তমান রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সে জাতীয় হোক বা আন্তর্জাতিক, কৌশলগত কারণে অনেক অগ্রসর এবং বাস্তবভিত্তিক। পেছনকে আঁকড়ে থাকার সংস্কৃতি এখনকার দিনে অচল। জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে যারা অধিকতর কুশলী ও কৌশলী থেকে দ্রুত কূটনৈতিক পথে চলতে সক্ষম- তারাই নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলতে সমর্থ। ঠিক এখানটায় বলা যায়, পাকিস্তানের কূটনীতি ভারতের চেয়ে অধিক প্রাগ্রসর। ভারত যেখানে তার পশ্চাৎপদতার বেড়া ডিঙ্গাতে ব্যর্থ; জটিল আমলাতান্ত্রিক বাধা পেরুতে অক্ষম, সেখানে পাকিস্তান বেড়া ডিঙ্গিয়ে এগোনোতে সফল। তাই আজ পাকিস্তান জড়তা ভেঙে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক গড়তে উদগ্রীব; বাংলাদেশ সেখানে দূরে থাকতে পারেনি। ভারত যদি বিষয়টিকে বুঝতে সক্ষম না হয়, সাদামাটাভাবে বলা যায়, সে পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের মাঠে টিকতে পারবে না। ভারত আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী; তাদের সাথে সম্পর্ক স্থায়ীভাবে গরমিল থাকবে- তা মোটেও আমাদের কাম্য নয়। তাদেরকে বড় ভাইসুলভ আচরণ ও ক্ষুদ্র প্রতিবেশীকে গিলে খাবার নেহরু তত্ত্ব (Nehru Doctrine) থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তবেই ভারত আধুনিক কূটনৈতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হবে। নিঃসন্দেহে পাকিস্তান বাংলাদেশের সাথে এবং বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টায় যে অধ্যায়ের সূচনা করতে যাচ্ছে- তা সফল হলে অবধারিতভাবে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে উদার ও বাস্তববাদী রাজনীতির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হবে। উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীরা অন্তত এ বিষয়ে ধন্যবাদ আদায় করতে পারেন। অন্তত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলতে পারবেন, তার মরহুম বাবা ১৯৭৪ সালে যে সম্পর্ক স্থাপনের সূচনা করে গেছেন, তিনি সেটিকে এগিয়ে নেয়ার গুরুদায়িত্ব বহন করছেন।

বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের স্বাভাবিক বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কি একান্তই দরকার? প্রশ্নটি বাস্তববাদীরা করতে পারেন না। কারণ পিপাসায় যখন ব্যক্তি কাতর হয়, তখন পানি কি একান্তই দরকার- এমন প্রশ্ন অবান্তর বৈকি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রমূল্য বুঝতে প্রয়োজন দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের ভূরাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের গুরুত্ব উপলব্ধিতে নেয়া। বাংলাদেশের জন্য এখন পাকিস্তান-চীন-আফগানিস্তান-তুরস্ক সংযোগ বা কানেকশন খুবই জরুরি। বলাবাহুল্য, তালেবানের ক্ষমতায় আসায় কানেকশনটির গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। আফগানিস্তানে ঢুকতে হলে পাকিস্তানের প্রয়োজন। সবাই একমত, আগামীর আফগানিস্তান হবে বিদেশীদের জন্য বিশাল শ্রমবাজার ও বিনিয়োগক্ষেত্র। এখানে আগেভাগে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে আমাদেরকে কঠিন মূল্য দিতে হবে। এরপর আছে চীন ও তুরস্ক। চীন তো আছেই, তুরস্ক হতে পারে আমাদের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও উন্নয়ন সহযোগী বা পার্টনার। সর্বোপরি ভাবতে হবে, পাকিস্তান এখন সামরিক শিল্পে উদীয়মান একটি দেশ; রফতানি করছে ভারী অস্ত্রশস্ত্র বিশেষত- আধুনিক যুদ্ধবিমান ও ট্যাঙ্ক। সব কিছু মিলিয়ে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক গড়া এখন বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পাস পয়েন্ট।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

বিচারক বা কমিশনাররা যখন সবাই দেশপ্রেমিক!

(১২ পাতার পর)

তার বিরুদ্ধে যাবে এটা তার ও দলেরও অনুমান ছিল। তাই এত মরিয়া হয়ে সুনির্দিষ্ট করে এথনিক-ধর্মীয় কোনো জনগোষ্ঠী-বিরোধী প্রপাগান্ডা, সরাসরি খুন করতে বলা, ঘৃণা করতে বলার উদ্বীপ্তকরণ; এসব অ্যান্টি-মুসলমান প্রচারণা, ইসলামবিদ্বেষের কোনো কিছুই তিনি বাদ রাখেন নাই।

এরপরেই ছিল বিজেপির আরেক শেষ অস্ত্র। সারা ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে এসব প্রপাগান্ডার পরে পয়লা মার্চ থেকে মোদি-অমিত একেবারে ড্রাইভিং সিট নিয়ে সরাসরি বসে যান। অমিতশাহ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় পয়লা মার্চ এক লম্বা সাক্ষাৎকার দেন। সেখানে তিনি ঘোষণা করে দেন, নির্বাচনে বিজেপি বিপুল ভোটে বিজয়ী হচ্ছে। এই ঘোষণায় একটা মিলের দিক হলো, গত ২০১৯ সালের নির্বাচনের সময়ও তিনি একইভাবে শেষ সপ্তাহে বিজেপি কেন্দ্রের কত আসনে জিতে যাবে, তা ঘোষণা করেছিলেন। এবারও তাই দেখা গেছে। তিনি খুব করে রিপোর্টারকে বুঝিয়ে দেন যে, দিল্লির ক্ষমতায় মানে কেন্দ্রে সরকার গড়তে গেলে উত্তরপ্রদেশ হয়ে তবেই দিল্লিতে যেতে হয়। তাই তারা উত্তর প্রদেশে জিতে যাচ্ছেন। মানে ২০২৪ সালে কেন্দের নির্বাচনেও জিতে যাচ্ছেন।

কিন্তু প্রশ্ন যেখানে উত্তরপ্রদেশের এই নির্বাচনে বিজেপির জন্য এত নেগেটিভ ইস্যু আর অসংখ্য জনদুর্ভোগ থাকার পরেও কেন বিজেপি জিতবে- এ নিয়ে কোনো প্রসঙ্গ কোনো কথার জবাব অমিত শাহ দেন নাই। বারবার বলেছেন এবার (২০২২) তারা উত্তরপ্রদেশে জিতে যাচ্ছেন, তাই ২০২৪ সালেও কেন্দ্রে জিতবেন। এ ছাড়া কিসের ভিত্তিতে এ কথা বলছেন এ ব্যাপারে তিনি নিরুত্তর থেকেছেন।

পরে ১০ মার্চ ফলাফল ঘোষণার দিনও অমিত শাহের বর্ণনা মতো ফলাফল আসতে থাকে। আর তাতে নিজেদের বিজয় ঘোষিত হয়েছে বলে মোদি মিছিল বের করেন গুজরাটে। সেখান থেকেও তার একইকথা তারা ২০২৪ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রে জিতে যাচ্ছেন।

তামাশা দিকটা হলো, কোনো মিডিয়ার মনে প্রশ্ন নাই যে, কেন তাদের গত এক মাস ধরে যা কিছু রিপোর্ট এর কোনো প্রতিফলন ফলাফলে নাই? কেন? এর ব্যাখ্যা কী? এটা আসলেই খুবই মজার যে, অনেক সময় মিডিয়া নিজের আলোচনা-রিপোর্টের প্রতিফলন ভোটের ফলাফলে না-ও থাকতে পারে। কিন্তু কেন থাকল না এর ব্যাখ্যা কী? সেটা নিয়ে কথা বলা, তালাশ করা কী তাদের কাজ নয়? কিন্তু এখানেই সব 'কবি' নীরব দর্শক মাত্র!! আসলে, মোদির হাতে এমন কী আছে যে মোদি বা বিজেপির বিরুদ্ধে যত নেগেটিভ দিক তার অযোগ্যতা থাক না কেন, ভোট-াররা ক্ষুব্ধ ও সাফারার হোকনা কেন এর কোনোটারই প্রতিফলন ভোটের ফলাফলে থাকে না কেন?

না, মিডিয়া এ দিকে তাকানোকে যেন নিষিদ্ধ মনে করে!

বরং সেদিক থেকে মনোযোগ সরাতে এখন তারা অনেকে রিপোর্ট করেছে, কংগ্রেস কেন এত খারাপ ফল করল? যেন কংগ্রেস ক্রমেই সব হারানো দলে পরিণত হচ্ছিল না! যেন সবাই আশা করছিল কংগ্রেস এবার বিরাট কিছু ফলাফল দেখাবে!

দেখা যাচ্ছে ভারতের লিগ্যাল প্রফেশনের কেউ অথবা মিডিয়া যেন প্রধানমন্ত্রী বা নির্বাহী বিভাগের কোনো আইনভঙ্গের বিরুদ্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করা দেশের বিরুদ্ধে কাজ মনে করা শুরু করেছে। যেমন ধরা যাক নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা যিনি নিয়মিত মোদির নির্বাচনী আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে একাই সোচ্চার থাকতেন; আর অন্য কমিশনারেরা নির্বাহী ক্ষমতার সাথে সঙ্গাতে যাওয়া বা আইনি-নিরপেক্ষ জায়গায় দাঁড়িয়ে যেকোনো বেআইনি কাজের প্রশ্ন তোলাকে দেশ-বিরোধী কাজ মনে করেছেন। তাই তারা সবাই নির্বাহী ক্ষমতার পক্ষের লোক হয়ে থাকাই তাদের ভূমিকা মনে করছেন। কিন্তু কেন?

সেই যে এককালে ১৯৭৫ সালে জুনে জরুরি আইনের শাসন দেখেছিল ভারত, সেই স্মৃতি তারা কাঁধে নিয়ে ফিরছে।

তারা আজও বিভ্রান্ত যে, সিটিং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে আইনত শাস্তির রায় দিয়ে কি তারা ঠিক করেছিল? তারা মনে করা শুরু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বা নির্বাহী ক্ষমতা যদি ট্যারা হয়- আগ্রাসী আচরণের হয়;, আইন মানতে, চলতে না চায়, বাড়তি সুবিধা চায়, বিরোধীদের বিরুদ্ধে আদালতকে ব্যবহার করতে চায়- তবে বিচার বিভাগ বা নির্বাচন কমিশনের কাজ-ভূমিকা যেন হলো নির্বাহী বিভাগের পক্ষে দাঁড়ানো বা নির্বাহী বিভাগের জন্য পথ ছেড়ে দেয়া। এককথায় যত আগ্রাসী এক্সিকিউটিভ প্রধানমন্ত্রী, নিয়ম-আইন ভাঙতে চাওয়া নির্বাহীর মুখোমুখি তারা হবেন ততই তাদেরকে যেন আপসে প্রধানমন্ত্রীর জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। এই হলো সেই নীতি! কেন?

এটাই তারা সেসময় উলটা ভুল শিক্ষা নিয়েছিলেন; আদালতের দেয়া সাজা ও সিদ্ধান্ত মানতে না চাওয়া প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষেত্রে! যেন আদালত ইন্দিরাকে সাজা দিয়েছিল বলেই ভারতে জরুরি আইন এসেছিল। অতএব, লিগ্যাল প্রফেশনের মানুষের কাজ ও ভূমিকাই হচ্ছে অ্যাগ্রেসিভ প্রধানমন্ত্রীর সাথে খাপ খাইয়ে চলা। এতে দেশ ভালো থাকে- তাই এটাই দেশপ্রেমিকতা। বিচারকের হাতে ন্যায়দণ্ড নয়; কথিত দেশপ্রেমিকতা দেখিয়ে দোষী প্রধানমন্ত্রী হলে তাকে মাফ বা তাঁর দোষ মাফ করা বা এড়িয়ে চলাই বিচারকের কাজ!!

সেই থেকে আইন প্রফেশন, বিচারকেরা হয়ে গেছেন- ন্যায়দণ্ডের বাহকের চেয়েও সবার আগে "দেশপ্রেমিক"। যেন দেশপ্রেমিকতা দেখানো শেষ হলে এরপর বিচার-আচারে বসা যেতে পারে। এ জন্যই কি ভারতের নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসাকে কমিশনের চাকরি ছেড়ে যেতে হলো? অথচ কোনো মিডিয়ায় এ নিয়ে কোনো আলোচনা নাই!

অথচ অশোক লাভাসা ক্যাডার বদল করে নির্বাচন কমিশন আগাম ছেড়ে দিয়েছেন আর তিনি এখন মোদি প্রশাসনের তরফে সরকারিভাবে এডিবি (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক) ম্যানিলাতে নিয়োগ পেয়েছেন। তিনি নির্বাচন কমিশনে থাকলে ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার থাকতেন। মানে এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন তার অধীনে হতো। তাহলে অবস্থা দাঁড়াল এই যে এখন থেকে আইন না মানতে না চাওয়া অ্যাগ্রেসিভ প্রধানমন্ত্রীকে জায়গা করে দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। এভাবেই ভারতের আদালত আর কমিশন চলবে। আর এমন দুর্দমনীয় ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রী মোদি এরপরে মুসলমান গণহত্যার হুমকি দিয়ে হিন্দু ভোট নিজ বাক্সে নিতেই থাকবেন! আর এভাবেই আগামী ২০২৪ সাল তো বটেই, আগামী ভারতে সব নির্বাচন জিতে চলবেন! আর নিশ্চয় এতে দেশপ্রেমিক ভারত অনেক উন্নতি করে এগিয়ে যাবে!

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক









প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

নির্বাচন কমিশন ২০২২
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক

নির্বাচনী তফসিল
কার্যকরী কমিটির নির্বাচন ২০২২

১। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক এর আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে নিম্নলিখিত পদ সমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি পদের জন্য প্রযোজ্য মনোনয়ন ফি পদসমূহের পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত হলো ঃ

নং	পদের নাম	সংখ্যা	ধার্যকৃত মনোনয়ন ফি (জন প্রতি)
০১	সভাপতি	১ জন	$ ২৫০০.০০
০২	সহ-সভাপতি (প্রত্যেক জেলা থেকে ১ জন করে), সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ	৪ জন	$ ১৭০০.০০
০৩	সাধারণ সম্পাদক	১ জন	$ ২০০০.০০
০৪	সহ-সাধারণ সম্পাদক	১ জন	$ ১৫০০.০০
০৫	কোষাধ্যক্ষ	১ জন	$ ১২০০.০০
০৬	সাংগঠনিক ও সাদস্যিক সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
০৭	প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
০৮	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
০৯	ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
১০	আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
১১	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
১২	মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা	১ জন	$ ১২০০.০০
১৩	কার্যকরী সদস্য (প্রত্যেক জেলা থেকে ১ জন করে), সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ	৪ জন	$ ১০০০.০০

মনোনয়ন পত্রের সাথে উল্লিখিত মনোনয়ন ফি নির্বাচন কমিশনের নিকট নগদ জমা দিতে হবে। মনোনয়ন ফি সর্বাবস্থায় অফেরতযোগ্য।

২। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক-এর তালিকাভূক্ত সদস্যগণ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে যুক্তরাষ্ট্রের (গঠতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৬, ধারা-১২) বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। এসব প্রার্থীদেরকে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণ নির্বাচন কমিশনের কাছে অবশ্যই মনোনয়ন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে। অন্যান্য পদে এসোসিয়েশনের তালিকাভূক্ত যে কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৩। নির্বাচনে যে কোন সদস্য একাধিক পদে মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে পারবেন, তবে একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটির অধিক মনোনয়ন পত্রগুলি প্রত্যাহার না করলে দাখিলকৃত সকল মনোনয় পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থনকারীদেরকে অবশ্যই এসোসিয়েশন বৈধ সদস্য হতে হবে।

৫। প্রত্যেক প্রার্থী নিজে অথবা প্রতিনিধি মারফত ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো (ফটোর পেছনে স্পস্টাক্ষরে নাম লিখতে হবে) ও মনোনয়নপত্র স্পস্টাক্ষরে ভোটার তালিকার নাম ও নম্বর অনুযায়ী পূরণ করে জমা দিতে পারবেন। প্রার্থী, প্রার্থীর প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী নিজ নিজ হাতে মনোনয়ন পত্রে দস্তখত করতে হবে। মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের দিন বা পরে উল্লেখিত ব্যক্তিত্রয়ের কারো দস্তখতে সন্দেহ হলে কিংবা আপত্তি উত্থাপিত হলে, ঐ ব্যক্তি উপযুক্ত ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র সহকারে কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে দস্তখতের সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় প্রাথীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলয়া গণ্য হবে।

৬। প্রার্থীকে শুধু নির্বাচন কমিশনের সীলমোহরকৃত মনোনয়ন ফরম দ্বারা আবেদন করতে হবে।

৭। নির্বাচন কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে কোন প্রকার প্রচার পোষ্টার লাগানো বা লিফলেট বিতরণ করা যাবে না। নির্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রকার মাইক, রেডিও অথবা শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নির্বাচন কেন্দ্রের সংলগ্ন চারদিকের ফুটপাতকেও নির্বাচন কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা হবে।

৮। প্রত্যেক প্রার্থী ভোট কেন্দ্রে পালাক্রমে একজন করে এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন, তবে দুই জনের বেশী এজেন্ট মনোনীত করিতে পারবেন না। নির্বাচনের ৭ দিন পূর্বে বিকাল ৫টার পূর্বে প্রত্যেক প্রার্থী তাঁর এজেন্টগণের দুই কপি কর পাসপোর্ট সাইজ ফটো সহ নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করয়া নির্বাচন কমিশনের নিকট জমা দিতে হবে। অবাধ ও সুন্দর নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীর এজেন্টগণকে নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

৯। ভোট প্রদানকালে ফটোযুক্ত পরিচয়পত্র যেমনঃ ড্রাইভিং লাইসেন্স, স্টেট আই.ডি., পাসপোর্ট (বাংলাদেশি/আমেরিকান), গ্রীণকার্ড, ওয়ার্ক অথরাইজেশন কার্ড ইত্যাদির যে কোন একটি নির্বাচন কমিশনের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। উল্লিখিত পরিচয়পত্রগুলোর যে কোন একটি ছাড়া কোন অবস্থাতেই কেউ ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

১০। বর্তমান কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোটার তালিকার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে কোন আপত্তি করা যাবে না।

১১। ভোট দানে অক্ষম বা নিরক্ষর ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য ভোটারদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন এই ধরণের নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে ভোটার যে কোন একজনকে মনোনীত করতে পারবেন। মনোনীত ব্যক্তি তাঁর নিজের ভোট ও যাকে সাহায্য করবেন, এই দুই ভোট ব্যতিত আর কাউকে সাহায্য করতে পারবেন না।

১২। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে বেসরকারীভাবে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণাদী সহ নির্বাচন কমিশনের নিকট দুই হাজার (২০০০) ডলার জামানত সহ আবেদন করতে হবে। অভিযোগ প্রাপ্তির পর দুই তৃতীয়াংশের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং ঐ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অভিযোগ প্রমানিত হলে জামানতের দুই হাজার (২০০০) ডলার ফেরত প্রদান করা হবে। অন্যথায় তা ফেরত দেওয়া হবে না।

১৩। নির্বাচন কেন্দ্রে কেউ কোনো প্রকার বিশৃংখলার সৃষ্টি করলে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় আইনরক্ষাকারী সংস্থার আশ্রয় নিতে পারবে।

১৪। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বা ততোধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সমান হলে সেক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে।

১৫। মনোনয়ন পত্র সহ নির্বাচনী বিধিমালা সম্বলিত প্যাকেজ ১৫০.০০ ডলার (অফেরতযোগ্য) নগদ প্রদান করে প্রার্থীগণ নির্বাচন কমিশনের নিকট থেকে আগামী **৩ এপ্রিল, ২০২২, রবিবার, বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত** সংগ্রহ করতে পারবেন। স্থানঃ গুলশান টেরাস, (৫৯-১৫ ৩৭ এভিনিউ, উডসাইড, এন্‌ওয়াই ১১৩৭৭)।

১৬। নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ আগামী **৮ মে, রবিবার, ২০২২ তারিখ** নিজ নিজ মনোনয়নপত্র সঠিকভাবে পূরণ করে নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্ধারিত ফি সহ জমা দিতে পারবেন। (স্থান ঠিকানা ও সঠিক সময় পরে জানান হবে)। উল্লেখ্য যে, মনোনয়নপত্রে কোন ভুল (ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ নাম, ঠিকানা ও জন্ম তারিখ) অথবা অসম্পূর্ণ হইলে বাতিল বলে গণ্য করা হবে। নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যাচাই করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গৃহীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করবেন।

১৭। প্রার্থীগণ আগামী **১১ মে, ২০২২, বুধাবর** সশরীরে উপস্থিত থেকে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে তাদের নিজ নিজ প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন। (স্থান ঠিকানা ও সঠিক সময় পরে জানান হবে)।

১৮। কোন ভোটারের ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ নাম, জন্মসাল, ঠিকানার সাথে ছবিযুক্ত পরিচয়পত্রের যে কোন দুইটির ব্যতিক্রম হলে নির্বাচন কমিশন উক্ত ভোটারকে ভোট প্রদান থেকে বিরত রাখবেন।

১৯। অবাধ, সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন আয়োজন করার জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। অতএব নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে - নির্বাচনী তফসিল অথবা জালালাবাদের গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই বা অসম্পূর্ণ অথবা পরস্পর বিরোধী, এমন কোন ধারা উপধারার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে পরিস্থিতি বিবেচনা করে কমিশন যে কোন আইনের সংশোধন ও সংযোজন করার ক্ষমতা রাখে।

পরিশেষে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক এর আসন্ন সাধারাণ নির্বাচনকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য আপনাদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

আগামী ৫ জুন, ২০২২, রবিবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। স্থান ও সময় পরে জানানো হবে

শুভেচ্ছান্তে

আতাউর রহমান সেলিম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (৯১৭) ২৯৪-০৯৭০

মোশাররফ হোসেন
নির্বাচন কমিশনার (৯৭৩) ৬২৯-২৪৩৪

সাব্বির হোসেন
নির্বাচন কমিশনার (৩৪৭) ৯৯৩-৫৭০৬

আহমেদ এ. হাকিম
নির্বাচন কমিশনার (৫১৬) ৮৫১-৩৭১৫

মিনহাজ আহমদ
নির্বাচন কমিশনার (৯১৭) ৫৬৭-৯৪৫০

MANAGEOLOGY
HOLDINGS

YOU OWN, WE MANAGE!

প্রবাসী বাংলাদেশীদের বাংলাদেশে তাদের প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের
জন্য নির্ভরযোগ্য একটি প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান

আমাদের দক্ষতা

এপার্টমেন্ট রেন্ট | প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট | ক্রয় এবং বিক্রয়

সেবাসমূহঃ

- এপার্টমেন্টের ফ্ল্যাট সম্পূর্ণভাবে ভাড়ার উপযোগী করে তৈরি করা, যেমনঃ রঙ করানো, ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক, গ্যাস, বাথরুম সংযোগ পরীক্ষা করে দেখা এবং ঠিক করা।
- উপযুক্ত এবং যোগ্য ভাড়াটিয়া যাচাই বাছাই করে খুঁজে বের করা।
- সম্ভাব্য ভাড়াটিয়ার জন্য হটলাইনে কল করে এপার্টমেন্ট এবং ভাড়া সংক্রান্ত তথ্য নেবার সুব্যাবস্থ।
- এপার্টমেন্ট ঘুরে দেখানোর জন্য সু-ব্যাবস্থ।
- ভাড়ার চুক্তিপত্র তৈরি করে স্বাক্ষর দলিল সংরক্ষণ।
- প্রতি মাসের ভাড়া সংগ্রহ করা এবং ফ্ল্যাট মালিকের নির্দেশিত অ্যাকাউন্টে জমা করা।
- এপার্টমেন্ট প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা ।
- মালিকের পক্ষ হয়ে, এপার্টমেন্ট সম্পর্কিত সকল প্রকার বিল এবং ট্যাক্স সময়মত প্রদান করা ।
- ভাড়া সম্পর্কিত লেনদেনের স্বচ্ছ হিসাব প্রদান করা। বিশেষ করে প্রবাসে ঘরে বসে এপার্টমেন্ট মালিককে ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে ভাড়া এবং বিল সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ও রশিদ দেখার সুযোগ প্রদান।
- এছাড়াও বাংলাদেশে অবস্থিত ফ্ল্যাটবাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে থাকবে পূর্ণ সহযোগিতা।

আস্থার কারণঃ

- উৎসব একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান, বিগত ১৭ বছর ধরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে কাজ করে চলেছে, বিশ্বস্ততে উৎসবের তুলনায় নেক্সাসিক সহজেই গ্রাহক।
- উৎসব গ্রুপের এই নতুন সংযোজিত প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত হওয়ায়, দায়িত্ববোধ এবং জবাবদিহিতা অনেক বেশি।
- গ্রাহকদের জন্য থাকছে, অনলাইনে নিবন্ধনের সুযোগ, যেখানে গ্রাহক নিজের অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে বাড়িভাড়া সংক্রান্ত সকল রশিদ, ইউটিলিটি এবং ট্যাক্স সংক্রান্ত রশিদপত্র, রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত সকল রশিদের স্ক্যানকপি দেখতে পারবেন।
- উৎসব এমন একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান, বিগত ১৭ বছরে উত্তর আমেরিকাতে কোন প্রকার অভিযোগ বা দুর্নাম নেই।

Address

1 (917) 485-2179 tanjila@utshob.com www.manageologyholdings.com

168-25A Hillside Ave#2nd Floor,Jamaica NY 11432

৯ মিনিটের জিয়া হত্যার মিশন

ঢাকা ডেস্ক: মনজুর তাঁর দল নিয়ে হাঁটছেন। গ্রামের কয়েকটা বাচ্চা ছেলে তাদের কিছুটা এগিয়ে দিল। যাওয়ার সময় তারা টাকা চাইল। মনজুর তাদের ৫০ টাকা দিলেন। তারপর আবার হাঁটা। তাদের সঙ্গী গ্রামের আরেকটি লোক। বাচ্চাগুলো টাকা নিয়ে সোজা চলে গেছে থানায়। সেখানে গিয়ে বলছে, এ রকম কয়েকটা লোক যাচ্ছে।

তাদের টাকা দিয়েছে। রেডিওতে বারবার ঘোষণা হচ্ছে- মেজর জেনারেল মনজুরকে জীবিত বা মৃত ধরতে পারলে পাঁচ লাখ টাকা এবং মেজর মোজাফফর ও মেজর খালেদকে ধরিয়ে দিতে পারলে তিন লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

রেজা বুকপকেটের ওপর থেকে নেমপ্লেট খুলে পকেটে রাখলেন। মনজুর নেমপ্লেটটি খোলেননি। সবারই খিদে পেয়েছে। সঙ্গের লোকটি তাঁদের এক জায়গায় বসিয়ে একটা কাঁঠাল খাওয়ালেন। রানা মনজুর বললেন, মনজুর, তুমি ইন্ডিয়ার সঙ্গে ২৫ বছরের চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিলে কেন? এখন তো ইন্ডিয়া তোমাকে শেল্টার দেবে না।

ওরা বলে আমি নাকি ইন্ডিয়ার দালাল! অ্যাম আই অ্যান ইন্ডিয়ান এজেন্ট? আই অ্যাম নট অ্যান ইন্ডিয়ান এজেন্ট। আই অ্যাম আ প্যাট্রিয়ট। তাঁরা হাঁটছেন। সঙ্গে দুজন স্থানীয় লোক। তাঁরা এক জায়গায় থামলেন।

মনজুর তাদের খাবার কেনার জন্য টাকা দিলেন- কলা, মুড়ি, যা পাওয়া যায়। লোক দুজন চলে যাওয়ার জন্য তৈরি।

কাছেই ছিলেন প্রবীণ এক ব্যক্তি। তিনি বললেন, ওরা তো দুষ্ট লোক,

টাকা নিয়ে ভেগে যাবে।

রেজা লোক দুজনকে ডেকে বললেন, ঠিক আছে, কিছু আনতে হবে না। আপনি আমাদের সন্দেহ করেন? ঠিক আছে, আপনাদের টাকা ফেরত নেন।

মনজুর বললেন, না না, তোমরা যাও, খাবার নিয়ে আসো। কিছুক্ষণ পর ওরা মুড়ি আর কলা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ফিরল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, তাড়াতাড়ি চলেন।

কী হয়েছে?

আর্মি নাইমা পড়ছে। দুইটা লোককে বাইন্ধা নিয়া যাইতেছে। তাদের চোখ বান্ধা। তাড়াতাড়ি ভাগেন।

মনজুর আর রেজার বুঝতে বাকি রইল না, কর্নেল ফজলে হোসেন আর

ক্যাপ্টেন জামিল ধরা পড়েছেন। আবার হাঁটা। লোক দুজন তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। বেশ কিছু দূর গিয়ে তারা থামলেন। সামনে একটা পাহাড়ের ঢাল। সেখানে চা-বাগানের এক কুলির কুঁড়েঘর। লোক দুজন বলল, এখন আর যাওয়া যাবে না। এখানেই বিশ্রাম নেন। আমরা কাছাকাছি আছি। রাত হলে আবার রওনা দেব। লোক দুজনকে আরও টাকা দিলেন মনজুর। খাবার জোগাড় করতে হবে, রান্না হবে।

কুলি তার ঘরে যা আছে তাই খেতে দিল। সবাই কিছু কিছু খেল। রেজার ঘুম নেই দুরাত। তিনি কিছুই খেলেন না।

মাটির ঘর। সামনে বারান্দা। রেজা সেখানে স্টেনগান হাতে নিয়ে বসে থাকলেন। লোক দুজন বলল, স্যার, আপনার জুতা ভিজে গেছে। জুতা খুলে একটু আরাম করেন। আর আপনার আর্মসটা আমার কাছে রাখেন। সাবধান, কাছে আসবে না।

আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে ।

সময় পেরিয়ে যায়। একেকটা মিনিট মনে হয় অনন্তকাল । হঠাৎ কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ । একটু অস্বাভাবিক মনে হলো। ঘরের ভেতর থেকে মনজুরের গলা শোনা গেল, রেজা, কুকুর ঘেউ ঘেউ করে কেন?

জানি না, স্যার।

ভেতরে আসো।

মনজুর আর রেজা ঢাল বেয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠলেন। এরপর আবার ঢাল। তার ওপরে আরেকটা পাহাড়। দূর থেকে আবছা দেখা যায়, কিছু লোক এদিকে তাকিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। পরনে খাকি পোশাক। রেজা বুঝতে পারলেন, এরা পুলিশের লোক এবং তাদের টার্গেট জানা আছে।

যে দুজন লোক তাঁদের এখানে নিয়ে এসেছিল, তারা কিছু দূর গিয়েই পুলিশের দেখা পেয়েছে। পুলিশকে তারা বলেছে যে এখানে তিনজন লোক পরিবার নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

মনজুর রেজার উদ্দেশে বললেন, ওরা মনে হয় পুলিশের লোক। ঠিক আছে, আমি সারেন্ডার করব। রানা মনজুর বললেন, মনজুর, তুমি রেজা ভাই আর গিয়াস ভাইকে নিয়ে পালাও। আমরা ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যতক্ষণ পারি আটকে রাখব।

তোমরা তিনজন পালাও।

মনজুর বললেন, নো, আমরা পালাব না। মেজর গিয়াস বললেন, রেজা, তুমি যাবে?

না স্যার, আমি যাব না। জেনারেল মনজুরের দায়িত্ব আমার। উনি যদি না যান, আমি যাব না। উনি সারেন্ডার করলে আমিও সারেন্ডার করব। উনি পালালে আমিও পালাব।

তুমি থাকো। আমি যাই। মেজর গিয়াস চলে গেলেন।

তাহলে রেজা মনজুরের উদ্দেশে বললেন, স্যার, পুলিশ আসুক। আমরা ওদের বিহ্যাভিয়ার দেখব। যদি খারাপ দেখি, তাহলে গুলি করব। যদি ভালো দেখি, তাহলে সারেন্ডার করব।

পাহাড়ের পেছনে একটা ঝোপ। পাশ দিয়ে জলের একটা ধারা চলে। গেছে। পাহাড়ি ঝিরি। মনজুর সেখানে বসলেন। তাঁর হাতে একটা পিস্তল। রেজা আচমকা পাহাড়ের ওপর থেকে লাফ দিলেন। পড়লেন ঝিরির জলে। ডুবসাঁতার দিয়ে কিছু দূর গিয়ে মাথা তুললেন। সেখানে কোমরসমান পানি। আশপাশে ঝোপঝাড়। তাঁকে ধরতে হলে ঝোপঝাড় ভেঙে পানির মধ্যে আসতে হবে।

পানির মধ্যে হেঁটে হেঁটে রেজা ঝিরির কিনারায় এলেন। স্টেনগানের নলে পানি ঢুকেছে। ঝাঁকি দিয়ে পানি ঝাড়লেন। কক করে একটা গুলি ফেলে দিলেন। তারপর পজিশন নিলেন। এমনভাবে বসলেন, যেন বিপদ এলে গুলি করতে পারেন।

ওপরে লতা-পাতায় খসখস শব্দ হচ্ছে। জেনারেল মনজুরের গলা শোনা যাচ্ছে। চেঁচিয়ে বলছেন, এই যে বাবারা, তোমরা সামনে আসিবে না। সামনে আসিলে অসুবিধা হইবে। আমি আসিতেছি।

রেজাকে মনজুর আগেই বলেছিলেন, তিনি সারেন্ডার করবেন ৬উই শ্যাল

নট ফায়ার আ সিঙ্গেল বুলেট।

মনজুর গুলি করতে চাননি। পুলিশ গুলি করুক এটাও তিনি চাননি। একটু সামনে গিয়ে মনজুর দেখলেন, কয়েজন পুলিশের লোক। তিনি সারেন্ডার করলেন।

রেজা কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছেন না। ঝোপের আড়ালে থাকায় কিছুই দেখছেন না। একটু ওপরে উঠে দেখলেন,



জেনারেল মনজুর একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে আছেন, সিগারেট খাচ্ছেন। তাঁর দুটি বাচ্চা মাঠের ওপর বসে ঘাস ছিঁড়ছে। পুলিশ চেঁচিয়ে বলছে, ভাই, আপনি কোথায় আছেন? আপনার কমান্ডার সারেন্ডার করছে। আসেন।

রেজা আরেকটু সামনে গিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে বললেন, এই যে। পুলিশ রেজাকে দেখেছে। কিন্তু সামনে এগোচ্ছে না। হ্যান্ডস আপ বলছে না।

এই যে গেরাই, আসেন।

সামরিক বাহিনীতে গেরাই শব্দটি চালু আছে। এর মানে হলো 'দেশ্বি,

অর্থাৎ আপনজন।

রেজা স্টেনগানটা আস্তে করে মাটিতে রাখলেন। পুলিশ এগিয়ে এলো। তাঁকে দেখে বলল, আপনি কি মেজর খালেদ?

না।

আপনি কি মেজর মোজাফ্ফর?

না।

আপনি কে?

আমি মেজর রেজা।

স্যার স্যার স্যার! আপনার কাছে অস্ত্র আছে?

আমার স্যার সারেন্ডার করেছেন। আমিও সারেন্ডার করব। আমি যদি চাইতাম, আগেই আপনাদের গুলি করতে পারতাম। আমি সেটা করি নাই। এই যে আমার অস্ত্র। এটা নিয়া যান।

না স্যার, না স্যার, আপনি আসেন।

মনজুর এসব খেয়াল করেননি। তিনি আপনমনে সিগারেট খেয়ে চলেছেন। কাছেই বসে থাকা মেয়েটা বলে উঠল, পাপা, দেখো, রেজা আঙ্কেল সারেন্ডার করেছে। মনজুর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন। বললেন, রেজা, হোয়াই হ্যাভ ইউ সারেন্ডারড মাই বয়? ওরা তো আমাকে মেরেই ফেলবে। তোমরা যদি

একে একে সবাই সারেন্ডার করো, তাহলে আমার কথা দেশবাসীকে কে

বলবে?

স্যার, আপনার মতো একজন ভেটারান ফ্রিডম ফাইটার বীর উত্তমকে যদি ওরা মেরে ফেলে, তাহলে আমার মতো ক্ষুদ্র একটা লোকের মরতে আপত্তি নাই। আই ওয়ান্ট টু ডাই উইথ ইউ।

ও মাই কমরেড!

এ কথা বলেই মনজুর জড়িয়ে ধরলেন রেজাকে। হাত থেকে সিগারেটটা রেজার ঠোঁটে চেপে ধরে বললেন, স্মোক দিস।

দুই টান দিয়ে রেজা সিগারেটা ফেলে দিলেন।

যে কয়েকজন পুলিশ এসেছিল, তাদের নেতৃত্বে ছিল একজন হাবিলদার। তাদের ঊর্ধ্বতন অফিসার রয়ে গেছেন তিন কিলোমিটার দূরে।

মনজুর তাদের বললেন, আর দেরি কেন? চলো আমরা যাই। সবাই নিচে নামলেন। হেঁটে হেঁটে গেলেন কিছু দূর। সামনে অপেক্ষমাণ সার্কেল ইন্সপেক্টর মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস। হাবিলদারকে উদ্দেশ করে রেজা বললেন, হাবিলদার সাহেব, রাস্তায় কোনো থামাথামি নাই। মুভ।

রেজা আশঙ্কা করছেন, পথে তাঁদের থামিয়ে কেউ গুলি করে মেরে ফেলতে পারে।

সিআই কুদ্দুস সবাইকে গাড়িতে তুললেন। গাড়িবহর রওনা হলো। কিছু পর যেতেই দেখা গেল, রাস্তার দুপাশে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুর খবর শুনে অনেকেই উত্তেজিত। রেজা প্রমাদ গুনলেন, হাবিলদার সাহেব, এদের ধমকে দেন। কেউ যেন গাড়ির ধারে-কাছে না আসে। কেউ কাছে আসলে আমি কিন্তু আপনার অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ওদের গুলি করব।

হাবিলদার চেঁচিয়ে বললেন, সবাই সরে যাও। কেউ কাছে আসবে না। রেজার মনে হলো, মানুষের একটা ভিড় বানিয়ে তাদের মধ্যে ওদের ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। পরে গল্প বানাবে- উন্মত্ত জনতার পিটুনিতে পলাতক সেনা কর্মকর্তা নিহত। আশপাশে অনেক লোক। সবাই স্লোগান দিচ্ছে- জিয়া হত্যার বিচার চাই, খুনি মনজুরের ফাঁসি চাই।

পথে আর কোনো ঝামেলা হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িবহর ঢুকল হাটহাজারী থানার গেটের ভেতরে। সবাইকে নিয়ে সিআই কুদ্দুস ঢুকলেন ওসির কামরায়। বন্দিদের বসানো হলো। তাঁদের কোল্ড ড্রিংক আর ডানহিল সিগারেট দেওয়া হলো। মনজুরের বড় মেয়েটা চিৎকার করে বলল, আপনারা সব রাজাকার। রাজাকার না হলে আমার বাবাকে কেন ধরে আনলেন?

রেজা পুলিশকে লক্ষ্য করে বললেন, রাগ করবেন না। বাচ্চা মেয়ে। এত বড় একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। ওর তো খারাপ লাগবেই।

এ সময় ওসির কামরায় ঢুকলেন চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি এএইচএস শাহজাহান। তিনি মনজুরের পরিচিত। চট্টগ্রামে বেশ কয়েকটি মিটিংয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ও কথা হয়েছে। মনজুর তাঁকে বললেন, কয়েকজন সাংবাদিককে ডাকুন। আমার কিছু বলার আছে। ডিআইজি সাহেব, সেটা সম্ভব নয়।

তাহলে তাড়াতাড়ি আমাকে চিটাগাং জেলে নিয়ে যান। শাহজাহান সাহেব, প্রেসিডেন্ট অব দ্য কান্ট্রি হ্যাজ বিন অ্যাসাসিনেটেড, অ্যান্ড আই অ্যাম ব্লেইমড। সো আই শুড গেট অ্যান অপরচুনিটি টু ফেস দ্য ট্রায়াল। আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিন।

ঠিক আছে।

আমি যার কাছে সারেন্ডার করেছি, তাকে একটু ডাকেন তো? সিআই কুদ্দুস ঢুকলেন। নো নো। হি ওয়াজ নট দেয়ার। তাকে তো আমি দেখিই নাই।

দিচ্ছে। মুখে দাড়ি। রেজা বললেন, স্যার, ওই যে হাবিলদার। তাকে আসতে ওসির কামরার দরজাটা ভেড়ানো। দরজার ফাঁক দিয়ে একটা মুখ উঁকি বলেন। শাহজাহান হাবিলদারকে কাছে আসতে বললেন। হাবিলদার এলেন। মনজুর বললেন, হাবিলদার সাহেব, এদিকে আসেন।

মনজুর কোমর থেকে পিস্তল বের করলেন। হাবিলদার লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল। মনজুর বললেন, ঘাবড়াবেন না। আমি এতক্ষণ আমার পিস্তল সারেন্ডার করিনি। আমি আপনাদের বিহ্যাভিয়ার দেখছিলাম। যদি খারাপ কিছু দেখতাম, পিস্তলটা ব্যবহার করতাম। এখন মনে হচ্ছে আমরা নিরাপদ। শাহজাহান সাহেব এসে গেছেন। এখন আমি আনুষ্ঠানিকভাবে পিস্তলটা হ্যান্ডওভার করতে চাই। যার কাছে সারেন্ডার করেছিলাম, তার কাছে। ঘরের মধ্যে একটা নাটকীয় পরিবেশ তৈরি হলো। হাবিলদার এগিয়ে এলেন। মনজুর পিস্তলটা বিলদারের হাতে দিয়ে বললেন, শাহজাহান সাহেব, আমি সারেন্ডার করেছি এই হাবিলদারের কাছে। আমার নামে বরাদ্দ হওয়া পাঁচ লাখ টাকার পুরস্কারের একমাত্র হকদার সে। আর কেউ না। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাছে আমার পিস্তল দিলাম। আপনি সাক্ষী থাকলেন। থানার সামনে পুলিশের একটা ট্রাক। সবাইকে ট্রাকে তোলা হলো। কিন্তু ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যে থানায় এসে ঢুকল আর্মির একটা জিপ। রেজা খারাপ কিছু আশঙ্কা করলেন। মনজুরের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি শঙ্কিত। ট্রাকে রেজা বসেছেন এক ধারে। তাঁর পেছনে মিসেস মনজুর। তাঁর পেছনে মনজুর। হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়ে গেলে মনজুর যেন একটু আড়াল পান, সে জন্য এভাবে বসা। মনজুর জিজ্ঞেস করলেন, শাহজাহান সাহেব কোথায়? কয়েকবার ডাকলেন। শাহজাহান সাহেব আর আসেন না।

সেনাবাহিনীর একটি দল নিয়ে হাটহাজারী থানায় এসেছেন ক্যাপ্টেন এমদাদ হোসেন। সরাসরি ঢুকলেন ওসির কামরায়। ডিআইজি শাহজাহান এবং সিআই কুদ্দুস তখনো সেখানে বসা। এমদাদ মনজুরকে তাঁর জিম্মায় নিতে চাইলেন। শাহজাহান সাহেব রাজি নন। বললেন, তিনি তো সারেন্ডার করেছেন পুলিশের কাছে। কোন যুক্তিতে তাঁকে আপনার কাছে দেব? আগে তাঁকে জেলখানায় নিই। তারপর যা করার আপনারা করবেন।

ঢাকা থেকে বারবার ফোন আসছে শাহজাহানের কাছে, মনজুরকে যেন সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। শাহজাহান ক্যাপ্টেন এমদাদকে বললেন, ঠিক আছে। তবে আমাকে লিখিত দিতে হবে যে তাঁকে আপনি আমার কাছ থেকে নিয়েছেন। ক্যাপ্টেন এমদাদ ওসির টেবিল থেকে একটা সাদা কাগজ নিয়ে খসখস করে লিখলেন, আমি মো. এমদাদ হোসেন (ক্যাপ্টেন), চিটাগাং ক্যান্টনমেন্ট, অদ্য ১/৬/৮১ ইং রাত ৯টা ৩৫ মিনিটের সময় হাটহাজারী থানা হইতে নিম্নলিখিত আর্মি অফিসার ও পরিবারবর্গদেরকে বুঝিয়া পাইলাম।

আমি তাহাদিগকে চিটাগাং ক্যান্টনমেন্টে লইয়া যাইবো। ব্রিগেডিয়ার

আজিজ (ইবিআরসি) ও ব্রিগেডিয়ার লতিফ (কমান্ডার ২০৩ ব্রিগেড)-এর আদেশমতে তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছি।

১. মেজর জেনারেল এম এ মনজুর।
২. মেজর রেজাউল করিম।
৩. মিসেস এম এ মনজুর।
৪. মিসেস লে. ক. দেলোয়ার হোসেন।
৫. জেনারেল সাহেবের দুই ছেলে দুই মেয়ে।
৬. লে. ক. দেলোয়ার সাহেবের তিন মেয়ে।

উপরোক্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব মালামাল তাহাদের নিজের সঙ্গেই আছে। উপরোক্ত ব্যক্তিদের স্বীকার অনুযায়ী পুলিশের নিকট কোনো মালামাল রইল না। কেবলমাত্র একটা ৭৬২ এমএম এসএমজি এবং একটি পিস্তল পুলিশের নিকট রইল। ক্যাপ্টেন মো. এমদাদ হোসেন। এমদাদ ওসির কামরা থেকে বেরিয়ে অপেক্ষমাণ ট্রাকের কাছে এলেন।

ডিআইজি শাহজাহান বের হলেন না। মিসেস মনজুরকে উদ্দেশ করে এমদাদ বললেন, ভাবি, আসেন। আপনাদের নিতে এসেছি। নিতে এসেছি মানে? আমরা সারেন্ডার করেছি পুলিশের কাছে। আমরা জেলে যাব। আপনার সঙ্গে যাব কেন?

এমদাদ ট্রাকের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। মনজুর গর্জে উঠলেন, হু ইজ দ্যাট অফিসার? এমদাদ পেছন দিকে সরে গেলেন। মনজুর ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, তোমাদের লজ্জা করে না? তিন বছর সব উজাড় করে তোমাদের জন্য কী না করেছি। তোমরাই সব ঘটনা ঘটালে। আবার তোমরাই এসেছ আমাকে ধরে নিতে? যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না।

এমদাদ পিছু হটে একজন সুবেদারের সঙ্গে কথা বললেন। সুবেদার এগিয়ে এসে হেঁড়ে গলায় বলল, আপনি আসেন। যাও, যাব না। সুবেদার লরির পা-দানিতে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে মনজুরের শার্টের কলার ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। মনজুর লরির বাইরে ছিটকে মাটিতে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার তাঁর হাত-পা রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল। একটা কাপড় দিয়ে চোখও বেঁধে ফেলল। মনজুর নির্বাক। একটা শব্দও করেননি। কুদ্দুস এগিয়ে এসে বললেন, এই যে মেজর সাহেব, রেজা তখন শার্টের বোতাম খুলছেন। ভাবছেন, লাফিয়ে নেমে দৌড়ে পালাবেন। এমদাদ বললেন, দোস্ত, আয়া পড়।

এসব কী করতেছস? তুই এইটা কী করলি? আগে আমারে নামাইতি? আমিই না হয় জিওসিরে নামাইতে সাহায্য করতাম? একটু বুঝায়া বলতাম? এ ধরনের আচরণ তো ঠিক হইল না।

দোস্ত, তুমি সিচুয়েশন বুঝতেছ না। কোনো কথা কইবা না। আমরা যা করি, তাতে বাধা দিবা না। হ্যাভ কনফিডেন্স অন মি। তোমার সমস্ত কাহিনি আমি জানি। তুমি টেনশন কইরো না।

রেজা নামলেন। তাঁকে পিছমোড়া করে বাঁধা হলো। চোখও বাঁধা হলো। তাঁকে একটা গাড়িতে ওঠানো হলো। মনজুরকে তোলা হলো আরেকটা গাড়িতে। এমদাদ নির্দেশ দিলেন, ভাবিদের আর বাচ্চাদের স্টাফ হাউজে নিয়া যাও। মেজর রেজাকে (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

সাক্ষাৎকারে আবুল মাল আবদুল মুহিত

রাষ্ট্রপতি হওয়ার ইচ্ছা ছিল হতে পারিনি, দুঃখ নেই



ঢাকা ডেস্ক: কীর্তিমান রাজনীতিবিদ, বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী, সফল অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা-সংগ্রাম থেকে শুরু করে বাঙালীর প্রতিটি অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। স্বাধীনতার পর দেশ গঠনের কাজেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। কখনও প্রশাসনের কর্মকর্তা, আবার কখনও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে অনন্য অবদান রেখেছেন। রাষ্ট্রচিন্তক, কূটনীতিক ও প্রাজ্ঞ এই ব্যক্তি বৃহস্পতিবার সমকালের মুখোমুখি হয়েছিলেন। রাষ্ট্র-সমাজ, অর্থনীতি, সমাজনীতি- নানা বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন তিনি। ৮৮ বছর বয়সেও নিজের কাজ করার চেষ্টা করেন। কণ্ঠে জড়তা থাকলেও তার কথা বুঝতে তেমন কষ্ট হয় না।

বিকেল ৪টার দিকে সিলেটের ধোপাদীঘিরপাড় হাফিজ কমপ্লেক্সে তার বাড়িতে যাওয়ার পর দেখা যায়- তিনি শুয়ে আছেন সোফায়। মাঝেমধ্যে তার দিকে খেয়াল রাখছেন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা বাচ্চু মিয়া এবং ছাত্রলীগ নেতা জনি। তাকে দেখতে আসেন অনেক স্বজন। কেউ কেউ চুপি চুপি দেখে চলে যান। সন্ধ্যা ৭টার দিকে তার ঘুম ভাঙে। বাচ্চু মিয়া তাকে সোফায় বসান। স্বভাবসুলভ হাসি দিয়ে জানতে চান, কেমন আছেন? তারপরই শুরু আলাপচারিতা। বাচ্চু মিয়া জানিয়ে দিলেন, তারা আপনার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছেন। এরপরই হাসিমুখে বেশ কিছু সময় একান্তে কথা বলেন।

কেমন আছেন?- জানতে চাইলেই বলেন, আল্লাহতায়ালা অনেকটা ভালো রেখেছেন। ৮৮ বছর অনেক লম্বা সময়। এই সময়ে বেঁচে আছি, এটাও একটা বড় প্রাপ্তি। রোগ-শোক থাকবেই। তারপরও অনেকটা ভালো আছি। মন্ত্রী থাকাকালে সরকারের কেমন সহযোগিতা পেয়েছেন- এমন প্রশ্নে বলেন, সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছি। শেখ হাসিনা আমার উন্নয়নের একটা বড় শক্তি। যে শাসন করে, তার সঙ্গে সম্পর্ক মধুর না হলে কাজ করা কঠিন। আমি সেদিক দিয়ে অনেকটা সাকসেসফুল।

দেশের অর্থনীতি আপনার হাত ধরেই অনেকটা এগিয়ে গেছে, বর্তমান অর্থনীতি কেমন- জানতে চাইলে বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদের সাবেক অর্থমন্ত্রী মুহিত বলেন, এখন আর তখন। এই দুই সময়ের মধ্যে অনেকটা ফারাক আছে। আমি যে ধারাবাহিকতা রেখে এসেছি, তা ধরে রাখা গেলে তেমন বেগ পোহাতে হবে না। যদি না বড় ধরনের কোনো দুর্যোগ সামনে এসে না দাঁড়ায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনার খোঁজখবর নেন কিনা- এমন প্রশ্নে বলেন, আগেই বলেছি, মধুর সম্পর্ক না হলে অনেক কাজ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হতো না। তার সঙ্গে আমার অত্যন্ত চমৎকার সম্পর্ক। তিনি সব সময় আমার শারীরিক খোঁজখবর নেন। শুনেছিলাম, আপনি রাষ্ট্রপতি হবেন, এটি নিয়ে আপনার কোনো দুঃখ আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার একটা মনোবাসনা ছিল। কিন্তু না হওয়াতে কোনো ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। সবকিছুই একটা নিয়মে হয়ে থাকে। আপনি সত্যিকার অর্থেই একজন আলোকিত মানুষ- এমন কথা বলতেই মুচকি হেসে বলেন, আলোকিত করার চেষ্টা করেছি। আমার নির্বাচনী ইশতেহারেই ছিল আলোকিত সিলেট। এখনকার সিলেট আর আগের সিলেট কেমন দেখছেন- এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতেই নিজেকে অনেকটা গুছিয়ে নিয়ে বলেন, সময় অনেক কিছু পরিবর্তন করে। শুধু সিলেট নয়, সারাদেশেই পরিবর্তন হয়েছে। আগে আমার চুল ছিল কালো, এখন সাদা হয়েছে- এটাই বাস্তবতা। তবে অনেক পরিবর্তন, এটি দেখে অনেকটা ভালো লাগে।

সিলেটের পর্যটন সম্ভাবনার বিষয়ে বলেন, আমাদের পর্যটন সম্ভাবনা অনেক ভালো। এই যে বিভিন্ন ধরনের পর্যটন সেন্টার হইছে লালাখাল, বিছনাকান্দি ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলাতে সিলেটিজ অ্যান্ড নন-সিলেটিজ অনেক মন্ত্রীর অবদান রয়েছে। মোটামুটিভাবে সিলেট ইজ এ বিউটিফুল টাউন; ভালো পপুলেশন, শিক্ষিত পপুলেশন, আর উন্নত ক্লাসের মানুষজন উকিল-মোক্তার এইসব বেশি আছলা (ছিলেন) সিলেটে। সিলেটে লেখাপড়ায়ও অ্যাডভান্সড। নিজের পরিবার সম্পর্কে মুহিত বলেন, আমরা ১৪ জন ভাইবোন। আমার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। আমি এই দেশের বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। এ বছরের জানুয়ারিতে আমার বয়স ৮৮ বছর হয়েছে। আমাকে দীর্ঘ জীবন দান করায় মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই। এক ছেলে দেশে আছে। আরেক ছেলে আমেরিকা থাকে। নিজে থেকেই ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করে গ্রামীণ জীবন থেকে শহর জীবনের নানা দিক তুলে ধরে আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, ছোটবেলার আনন্দময়, স্বাধীনতার দিনগুলো খুবই উপভোগ্য ছিল। সেইসব দিনের সুখকর স্মৃতির কথা এখনও মনে পড়ে। আমাদের শিক্ষকরা ছিলেন অভিভাবক। তাদের কথা মনে পড়ে। সিলেটের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সম্প্রীতির ঐতিহ্যমন্ডিত স্থান সিলেট। জন্মভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। সিলেটে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে হজরত শাহজালাল (রহ.) এসেছিলেন। আমরা বেশিরভাগ মানুষ তার মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। ধর্মাচার পালন করেও আসছি। আমাদের এখানে অন্যান্য ধর্মের আনুষ্ঠানিকতাও সমানভাবে পালিত হয়। ধর্মীয় সম্প্রীতির ঐতিহ্য বহু পুরোনো।

করোনার সংক্রমণ ও অসুস্থতার কারণে প্রায় দুই বছর সিলেটে আসেননি আবুল মাল আবদুল মুহিত। বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় গত সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় একটি ফ্লাইটে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে তাকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান দলীয় নেতাকর্মীসহ অন্যরা। রাতেই পৈতৃক বাড়িতে ফেরেন সিলেট-১ আসনের সাবেক এই সাংসদ।

করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই গুণী এই ব্যক্তি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। গেল সপ্তাহে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। নিজের শহর সিলেটের জন্য মন টানছিল। সিলেটে আসার পর থেকেই হাসিখুশি। রাতে ঘুরে দেখেন পুরো সিলেট। সিলেটের মানুষও দলবেঁধে তাকে দেখতে যান, সঙ্গ দেন। কেউ কেউ তার সঙ্গে সেলফিও তোলেন। গত বুধবার রাতে সিলেটের সুরমা নদীর তীরে ঐতিহ্যবাহী আলী আমজাদের ঘড়িঘরের সামনে তাকে গুণীশ্রেষ্ঠ সম্মাননা দেওয়া হয়। রাত ৮টায় তিনি অনুষ্ঠানস্থলে হাজির হলে সিলেট মহানগর পুলিশের বাদক দল তাকে অভ্যর্থনা জানায়। এরপর মঞ্চে মেয়র, কাউন্সিলরসহ সিসিকের কর্মকর্তারা তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন। মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী স্মারক হিসেবে শতবর্ষী আলী আমজদের ঘড়ির স্বর্ণখচিত প্রতিকৃতি তার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন।

সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) সংবর্ধনার জবাবে মুহিত বলেন, নিজের জন্মস্থানে এমন একটি সম্মাননা লাভ গৌরবের। আমি সিলেটের মানুষ। এটা একটা গর্বের বিষয়। মুহিত বলেন, সিলেটের পরিবেশেই আমার জন্ম। আমার বেড়ে ওঠা। আমি এখানে জন্ম হওয়ার কারণে গর্ববোধ করি। এখান থেকে অনেক গুণীর জন্ম হবে। আজকে সিলেট নগরে আমি একজন অতিথি। এটাও একটা গর্বের বিষয়।

---

৯ মিনিটের জিয়া হত্যার মিশন

(১৮ পাতার পর)

ব্রিগেডিয়ার আজিজের কাছে নিয়া যাও। জেনারেল সাহেবকে আমি নিয়া যাচ্ছি।

পুলিশের ভাষ্য

মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস পুলিশের সিআই (সার্কেল ইন্সপেক্টর)। চট্টগ্রাম জেলার চারটি থানা নিয়ে একটি সার্কেল–রাঙ্গুনিয়া, রাউজান, হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি। তিনি এই সার্কেলের প্রধান। তাঁর দপ্তর হাটহাজারী থানা থেকে ৫০০ গজ দূরে ।

রাতে জেনারেল মনজুরের কনভয় যাচ্ছে। চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারের অফিস থেকে জানানো হলো- কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা রিট্রিট করছে, তোমরা ওয়াচে রাখো। বার্তাটি এসেছে হাটহাজারী থানায়। থানার ওসি সিআই কুদ্দুসকে এটা জানিয়ে দেন।

রাত তিনটার দিকে মনজুরের কনভয় হাটহাজারী পার হয়। কনভয়টি যখন ফটিকছড়ি থানার এলাকায়, তখন ভোর হয়ে এসেছে। কনভয় থেকে নেমে কয়েকজন একটা পাহাড়ের দিকে গেছে বলে কুদ্দুস জানতে পারেন। ফটিকছড়ি থানা থেকে ৫০০ গজ দূরে রাস্তার ডান দিকে একটা করাতকল আছে। তারা দুজনকে করাতকলে নামিয়ে দিয়ে গেছে আশপাশের লোক এটা জেনে যায়। তারা ফটিকছড়ি থানায় এ সংবাদটি পৌঁছে দেয়। খবর পেয়ে কুদ্দুস তার লোকজন নিয়ে করাতকলে যান এবং দুজন দো কর্মকর্তাকে আহত অবস্থায় দেখতে পান। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন, জেনারেল মনজুর সামনে পাহাড়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন।

পথে যেতে যেতে কুদ্দুস বিভিন্ন জায়গায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন- কীভাবে ব্যাপারটা সামলাবেন। ঢাকা থেকে বলা হলো, তোমরা ফলো করো, কোন দিকে যায়-টায় দেখো। বিকেলের দিকে কুদ্দুস সবুজসংকেত পেলেন।

এদিকে চট্টগ্রামের বিএনপি নেতা জামাল উদ্দিনের সমর্থক হাজার হাজার লোক পথে নেমে গেছে। রেডিওতে জিয়া হত্যার খবর শুনে তারা উত্তেজিত। তারা কুদ্দুসকে পথের নিশানা দিচ্ছে- এদিকে যান, ওদিকে যান, ওরা এদিক দিয়ে গেছে ইত্যাদি । শেষমেশ পুলিশের একটা দল পৌঁছাল এক কুলির বাসায়।

মনজুর পাহাড়ের ওপর থেকে দেখলেন, জনতা চারদিক থেকে জায়গাটা ঘেরাও করে ফেলেছে। পুলিশ যাচ্ছে খুব ধীরে ধীরে, যাতে অপর দিক থেকে গুলি হলে একজনের বেশি হতাহত না হয়। কুদ্দুস শুনেছেন, পলাতকেরা মাত্র তিন-চারজন। এটা কুদ্দুসের হিসাবের মধ্যে আছে যে, অপর পক্ষ যদি গুলি করে, তাহলে পুলিশের কতজন মারা যেতে পারে। পাহাড়ের কাছাকাছি গিয়ে জায়গাটা ঘিরে ফেলতে বিকেল পাঁচটা বেজে যায়। পলাতকেরা ধরা দেন।

কুদ্দুস দেখলেন, তাঁদের স্থানীয় থানায় (ফটিকছড়ি) রাখা যাবে না। উন্মত্ত জনতা তাঁদের মেরে ফেলতে পারে। তিনি তাঁদের হাটহাজারী থানায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

পুলিশের সঙ্গে জেনারেল মনজুরের ব্যবহার ছিল খুবই সৌজন্যমূলক। কুদ্দুসকে তিনি চিনতেন। কুদ্দুস এর আগে রাঙামাটি থানায় ওসি হিসেবে কাজ করেছেন। মনজুর হেলিকপ্টারে করে প্রায়ই রাঙামাটি যেতেন। কুদ্দুস সচরাচর হেলিপ্যাডে জেনারেলকে অভ্যর্থনা জানাতেন। মনজুর কুদ্দুসকে বললেন, আমি অবাক হচ্ছি, কুদ্দুস। আমি যত জায়গায় গেছি, দেখেছি, সবাই জিয়ার ওপর ক্ষুব্ধ। অথচ আজ দেখলাম সবাই জিয়ার পক্ষে। ব্যাপারটা কী, কুদ্দুস? যাহোক, তুমি আসায় আমি বেঁচে গেলাম। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ।

কথা হচ্ছিল গাড়িতে বসে। কুদ্দুসের ভাষ্য হলো- এভরিথিং হ্যাপেন্ড রেসপেক্টফুলি। তাঁরা হাটহাজারী পৌঁছানোর পর ডিআইজি শাহজাহান এলেন। তাঁকে দেখে মনজুর আশ্বস্ত হলেন। তিনি তাঁকে ভালো জানতেন। তাঁকে জানানো হলো, পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে আদেশ এসেছে, মনজুরকে হস্তান্তর করতে হবে। পুলিশের আইনে আছে, সেনাবাহিনীর কেউ অপরাধ করে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাকে নিকটবর্তী সেনাক্যাম্পে হস্তান্তর করতে হবে। কিছুক্ষণ পরই সেখানে পৌঁছান ক্যাপ্টেন এমদাদ। ডিআইজি শাহজাহানের কথামতে একটা প্রাপ্তিস্বীকারপত্র লিখে দেন তিনি।

মনজুর এবং তাঁর সঙ্গীরা পুলিশের একটা ট্রাকে বসা। এমদাদের টিমের একজন জেসিও তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নিচে নামান। জেসিও রশি দিয়ে তাঁর হাত পা বাঁধেন। পাশেই ছিল একটা জিপ। পেছন দিকটা লম্বাটে। দুই পাশে দুটি বেঞ্চের মতো আসন। মাঝের অংশটি ফাঁকা। জেসিও মনজুরকে ধাক্কা দিয়ে জিপের মধ্যে ফেলে দেন। মনজুর ফাঁকা অংশটিতে উপুড় হয়ে পড়েন। এমদাদ আর জেসিও দুই পাশে সিটের ওপর বসে বুটসুদ্ধ পা রাখেন মনজুরের পিঠে।

মনজুর ও দেলোয়ারের স্ত্রী-সন্তানদের অন্য একটা গাড়িতে তোলা হয়। আরেকটি গাড়িতে হাত-চোখ বাঁধা অবস্থায় রেজাকে তোলা হয়।

ডিআইজি শাহজাহান ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে নির্বাক। পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেন সব। কুদ্দুস এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। গাড়িগুলো রওনা হতেই উদ্ভ্রান্তের মতো কুদ্দুস ডিআইজিকে বললেন, স্যার, ওরা মনে হয় জেনারেল মনজুরকে মেরে ফেলবে।

যেভাবে নিহত হন জিয়া

মে. জে. মইনুল হোসেন চৌধুরী ১৯৮৯-৯৩ সালে থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ওই সময় মোজাফফর ও খালেদ তার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের কাছ থেকে মইনুল হোসেন চৌধুরী জিয়া হত্যার যে বিবরণ শোনেন, তা হলো :

মতি, মাহবুব ও খালেদের নেতৃত্বে ২৪ ডিভিশনের কয়েকজন অফিসার জেনারেল মনজুরের অজান্তে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সার্কিট হাউজ থেকে অপহরণ করে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন জিয়াকে চাপ দিয়ে বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়, বিশেষ করে সেনাপ্রধান এরশাদসহ অন্যান্য দুর্নীতিবাজ সামরিক অফিসার এবং পাকিস্তানপন্থী প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ও অন্য দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের মন্ত্রিসভা থেকে অপসরণ করানো। কারণ, এরশাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের হয়রানি নিয়ে জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। সার্কিট হাউজে ঢুকে লে. ক. মতিউর রহমান মাতাল অবস্থায় টলতে টলতে 'জিয়া কোথায়, জিয়া কোথায়' বলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে আসেন এবং পলকেই গজখানেক সামনে থেকে স্টেনগানের এক ম্যাগাজিন গুলি জিয়ার ওপর চালিয়ে দেন। উপস্থিত অন্য অফিসাররা ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যান।

জিয়া হত্যা অপারেশনটি ছিল মাত্র ৯ মিনিটের। ভোর সাড়ে চারটার কিছু পরে মেজর মোজাফফর ফোন করে জেনারেল মনজুরকে জানান, 'দ্য প্রেসিডেন্ট হ্যাজ বিন কিলড।' এটা শুনেই মনজুর চুপচাপ বসে থাকেন কিছুক্ষণ। একটু ধাতস্থ হয়ে মোজাফফরকে বলেন, সব সিনিয়র অফিসার যেন সকাল সাতটায় তাঁর দপ্তরে হাজির থাকে। ২

জিয়ার দাফন

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর তাঁর লাশ চট্টগ্রাম শহরের বাইরে কোনো এক জায়গায় পুঁতে ফেলা হয়। চট্টগ্রাম সেনানিবাস সরকারের অনুগতদের হাতে চলে যাওয়ার পর লাশটি উদ্ধার করে সেনানিবাসে নিয়ে আসা হয়। সেখানে লাশের ময়নাতদন্ত হয়। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর শরীরের নানা অংশে যে ক্ষতগুলো তৈরি হয়েছিল, তার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। প্রতিবেদনটি ছিল এ রকম :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি লে. জে. (অব.) জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম, পিএসসি-এর ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন। দেহ শনাক্তকরণ করেন : রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব লে. কর্নেল মাহফুজ।

মৃত্যুর সময়: ৩০ মে ১৯৮১, ০৪.০০টায়।

ময়নাতদন্তের সময়কাল: পয়লা জুন ১৯৮১, ১০.০০টায়।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: দুষ্কৃতকারীরা ১৯৮১ সালের ৩০ মে, শনিবার, ভোর ৪.০০টার সময় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করে বলে অভিযোগ আছে। তাঁর শরীরে অনেকগুলো গুলির আঘাতজনিত কারণে ঘটনাস্থলেই মারা যান। লে. কর্নেল মাহফুজের ভাষ্য অনুযায়ী, আরও দুটি মৃতদেহসহ তাঁকে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কাছে ৩০ মে ১৯৮১ আনুমানিক বেলা আড়াইটায় কবর দেয়া হয়। চট্টগ্রাম স্টেশন হেডকোয়ার্টারের লোকদের নিয়ে লে. কর্নেল মাহফুজ পয়লা জুন ১৯৮১ সকালে তাঁর মরদেহ কবর থেকে তুলে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নিয়ে আসেন। সেখানে পয়লা জুন ১৯৮১ বেলা দশটায় ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষা করে যা পাওয়া গেছে : দেহে আংশিকভাবে পচন ধরলেও তার কাঠামো ঠিক থাকায় এটা যে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের লাশ, তা শনাক্ত হয়েছে। তাঁর দেহে গুলির প্রায় বিশটি ক্ষত ছিল। এগুলো হলো : ক. ডান চোখের ভেতর দিয়ে একটা গুলি ঢুকে বাঁ কানের পেছনে খুলি ভেদ করে ঘিলুসহ বেরিয়ে গেছে।

খ. মুখের বাঁ দিক থেকে গলার নিচের বাঁ অংশে ৪টি ৩চ ক্ষত তৈরি হওয়ায় চোয়াল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

গ. বুকে ও পেটে গুলির প্রায় দশটি ক্ষত ছিল।

ঘ. সমসংখ্যক গুলি মেরুদন্ড দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আরও বড় ক্ষত তৈরি করেছে।

ঙ. কোমর ও বাম ঊরুসন্ধির মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে গুলি দেহের পেছন দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি ক্ষত তৈরি হয়েছে।

সম্ভবত ব্রাশফায়ারের কারণে এটা হয়েছে।

চ. ডান হাতে গুলির দুটি ক্ষত ছিল।

ছ. পায়ে গুলিজনিত বিক্ষিপ্ত কিছু ক্ষত পাওয়া গেছে।

মরদেহ পরিষ্কার করে জোড়া দেওয়া হয়। সব ক্ষতে এবং দেহে তরল ফরমালিন দেওয়া হয়। নরম তুলা দিয়ে দেহ ব্যান্ডেজ করা হয় । নতুন সাদা কাপড়ে দেহ মুড়ে দেওয়া হয়। কাপড়ের ওপর সিডার অয়েল, ইউক্যালিপ্টাস অয়েল ও আতর ছিটিয়ে চা-পাতাসহযোগে কফিনে রাখা হয়। জাতীয় মান বজায় রেখে কফিনটি মুড়ে তারপর ব্রিগেডিয়ার এ কে এম আজিজুল ইসলাম, লে. কর্নেল মাহফুজ ও লে. কর্নেল মাহবুবুল ইসলামের কাছে বেলা একটায় কফিনটি হস্তান্তর করেন চট্টগ্রাম সিএমএইচের সিও।

স্বাক্ষর/লে. কর্নেল এ জেড তোফায়েল আহমেদ, প্যাথলজি বিশেষজ্ঞ

জিয়াউর রহমানের কফিনটি ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত হয় স্মরণকালের বৃহত্তম জানাজা। জাতীয় সংসদসংলগ্ন ক্রিসেন্ট লেকের উত্তরের খোলা চত্বরে কফিনটি সমাধিস্থ করা হয়। এর কিছুদিন পর চট্টগ্রামে 'সেনা বিদ্রোহে'র বিচার শুরু হয়।

(মহিউদ্দিন আহমদের 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' বই থেকে নেয়া)



বিদায় ঘণ্টা বাজল ইমরান খানের?

(প্রথম পাতার পর)

পদত্যাগই দেশের চলমান সংকট অবসানের একমাত্র উপায়। শনিবার পাকিস্তানের স্থানীয় গণমাধ্যম জিও নিউজের এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন তিনি।

হারুন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর (ইমরান খান) পদত্যাগ এবং দলের অন্য কোনো সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য সামনে আনা উচিত। 'এটাই সামনে এগিয়ে যাওয়ার এবং চলমান সংকট অবসানের একমাত্র উপায়', বলেন তিনি।

জিও নিউজের তথ্য অনুযায়ী, হারুন বলেছেন, 'দেশ আর অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রাখতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে অবশ্যই একগুঁয়েমি ত্যাগ করতে হবে এবং দলের ভেতর থেকে অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হিসেবে এগিয়ে আনতে হবে।'

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের তারিখ ঘনিয়ে আসছে। দেশটির ক্ষমতাসীন দল পিটিআইয়ের জাতীয় পরিষদের বেশ কয়েকজন অসন্তুষ্ট সদস্য বলেছেন, তারা ক্ষমতাসীন দলের সাথে আর থাকবেন না এবং আগামী নির্বাচনে পিটিআইয়ের টিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করবেন না।

এসব ছাড়াও পিটিআইয়ের একজন এমপি দাবি করেছেন, ইতোমধ্যে তিনজন ফেডারেল মন্ত্রী পিটিআই থেকে পদত্যাগও করেছেন।

গত ৮ মার্চ পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলো দেশটির পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ জাতীয় পরিষদে ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছে। এই প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি এবং আলোচনার জন্য পার্লামেন্টের স্পিকারের কাছে লিখিত আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গকে জানিয়েছেন, আগামী ২৮ থেকে ৩০ মার্চের মধ্যে জাতীয় পরিষদে হতে পারে এই অনাস্থা ভোট।

পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী, ৩৪২ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব পাসের জন্য ১৭২ ভোট প্রয়োজন। কিন্তু সংসদের নিম্নকক্ষে পিটিআইয়ের আসন রয়েছে মাত্র ১৫৫টি।

গত বছর মার্চে বিরোধীদের দাবিতে প্রথমবারের মতো আস্থা ভোটের মুখোমুখি হয়েছিলেন ইমরান খান, তবে সেবার খুবই অল্প ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। পাকিস্তানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে আয়োজিত সেই আস্থা ভোটে জয়ের জন্য ইমরানের ১৭২টি ভোটের প্রয়োজন ছিল এবং তিনি পেয়েছিলেন ১৭৬টি ভোট।

এবার অবশ্য আস্থা ভোটের বৈতরণী পেরোনো কঠিন হবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর জন্য। কারণ, তেহরিক-ই-ইনসাফের নেতৃত্বাধীন ৫ দলের জোট সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে ৩টি শরিক দল বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

এই তিন দল হলো, মুসলিম লীগ– কায়েদ পার্টি, বেলুচিস্তান আওয়ামি পার্টি ও মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট। অবশ্য মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিলেও জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এখনও তিন দলের নেতাদের মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

পিটিআইয়ের জোটসঙ্গীরা অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে সাবেক ক্রিকেট তারকা থেকে প্রধানমন্ত্রী বনে যাওয়া ইমরান খানকে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হতে পারে। আর পাকিস্তানের ইতিহাসও বলছে, দেশটির কোনো প্রধানমন্ত্রী কখনোই তাদের মেয়াদ পূর্ণ করে বিদায় নিতে পারেননি।

বিশ্বের সবচেয়ে সুখী

(প্রথম পাতার পর)

প্রকাশ করা হয়। এতে ২০২২ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৪তম স্থানে। ভালো থাকার ব্যাপারে ব্যক্তিগত অনুভূতি, জিডিপি লেভেল, জীবনের প্রসারতা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে এই সুখের মাপকাঠি ঠিক করা হয়। এ খবর দিয়েছে সিএনএন।

খবরে জানানো হয়েছে, এ বছরই এই রিপোর্ট বের হওয়ার ১০তম বছর পূর্ণ হলো। এরমধ্যে গত ৫ বছর ধরে টানা বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ফিনল্যান্ড।

২০২১ সালে যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রথম দশ দেশের মধ্যে যারা ছিল তারাই মোটামুটি এবারও প্রথমে রয়েছে। তবে কেবলমাত্র অস্ট্রিয়া এই প্রথম ১০ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। বাকিদের স্থান নিজেদের মধ্যেই একটু ওলটপালট হয়েছে। ফিনল্যান্ডের পাশাপাশি নর্ডিক দেশগুলোও তালিকায় ভাল স্থানে রয়েছে। এতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ডেনমার্ক এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে আইসল্যান্ড। এছাড়া সপ্তম ও অষ্টম স্থানে রয়েছে সুইডেন ও নরওয়ে। জিডিপি, গড় আয়ু, কঠিন সময়ে সামাজিক সমর্থন, দুর্নীতির নিম্ন হার, সামাজিক বিশ্বাস এবং জীবনের প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলোতে ভাল করেছে এই অঞ্চলের দেশগুলো।

তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ড, পঞ্চম স্থানে রয়েছে নেদারল্যান্ড এবং ষষ্ঠ স্থানে আছে লুক্সেমবার্গ। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইসরাইল স্থান পেয়েছে নবম স্থানে। আর দশম স্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। এছাড়া অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে কানাডা ১৫তম, যুক্তরাষ্ট্র ১৬তম এবং বৃটেন ১৭তম অবস্থানে রয়েছে। তালিকায় দেখা যাচ্ছে রাশিয়া রয়েছে ৮০ তম স্থানে ও ইউক্রেন রয়েছে ৯৮তম স্থানে। তবে বলে রাখা ভালো ২৪শে ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর আগেই তৈরি হয়েছিল এই রিপোর্ট।

এদিকে তালিকায় সবার শেষে ১৪৬তম স্থানে রয়েছে আফগানিস্তান। ভারতের অবস্থান ১৩৬তম এবং পাকিস্তানের অবস্থান ১২১তম স্থানে। তবে এই প্রতিবেশীদের থেকে তুলনামূলক ভাল অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এ বছর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৯৪তম। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নেপাল ও শ্রীলঙ্কা রয়েছে ৮৪ ও ১২৭তম অবস্থানে।

হজের ভিসা পাবেন শতভাগ

(প্রথম পাতার পর)

শতভাগ ভিসা দেওয়া হবে। যারা হজে যাবেন, তারা যাতে এ দেশেই ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ করে যেতে পারেন, সেই ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। বুধবার (১৬ মার্চ) রাজধানীর একটি হোটেলে দুই দেশের প্রথম রাজনৈতিক পরামর্শক সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি একথা বলেন। সৌদির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে আমরা বেশ গর্বিত। আর আমাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা বেশ আশাবাদী। আমাদের মধ্যে বেশ ভালো রাজনৈতিক পরামর্শক সভা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে দুদেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। তবে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে যে আমরা আমাদের ভিশনের বিষয়ে সম্পূর্ণ এক পথে রয়েছি। বাংলাদেশের ভবিষ্যতের বিষয়ে সৌদি আরব বেশ আশাবাদী জানিয়ে সাউদ বলেন, আমরা নিজ নিজ অঞ্চল এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে একত্রে কাজ করব।

আমাদের ঐতিহাসিক শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে উল্লেখ করে সাউদ বলেন, প্রায় ২৫ লাখ বাংলাদেশি সৌদি আরবে বসবাস করছেন এবং সেখানের উন্নয়নযাত্রায় অবদান রাখছেন। সৌদি অনেক প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে বেশ ভালো পরিমাণ বিনিয়োগ নিয়ে বাংলাদেশে এসেছে। এ সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইউক্রেন সঙ্কটের কারণে তেল সরবরাহ নিয়ে তিনি বলেন, স্থিতিশীল তেলের বাজারের বিষয়ে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সব নির্দেশনাই বলছে, তেলের সরবরাহ নিয়ে কোনো ধরনের উদ্বেগ নেই।

সাবেক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি

(প্রথম পাতার পর)

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট মো: আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শোক বার্তায় প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

পৃথক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

রোববার প্রথমে গামের বাড়ি নেত্রকোনায় তার প্রথম জানাজা শেষে নিয়ে আসা হয় ঢাকা সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনে। দ্বিতীয় জানাজা শেষে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে তাঁকে। সাবেক প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। তার স্ত্রী আনোয়ারা আহমদ ২০১৮ সালে ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার পাঁচ সন্তানের মধ্যে সবার বড় ময়ে ড. সিতারা পারভীন ২০০৫ সালের ২৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এখন সাহাবুদ্দীন আহমদের এক মেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এবং এক মেয়ে যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছেন।

১৯৯০ সালের ১৪ জানুয়ারী থেকে ১৯৯৫ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাহাবুদ্দীন আহমদ। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তাকে প্রেসিডেন্ট করা হয়। বার্ধক্যে উপণীত বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ৯০'এর গণআন্দোলনের পর বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফেরার প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তীকালিন সরকারের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সাহাবুদ্দীন আহমদ। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরেও তাকে প্রেসিডেন্ট করা হয়। ২০০১ সালে বঙ্গভবন থেকে বিদায় নেয়ার পর ঢাকার গুলশানের একটি বাড়িতে অনেকটা নিভৃত জীবন যাপন করছিলেন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট।

সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৩০ সালের ১ ফেব্রুয়ারী নেত্রকোণার কেন্দুয়া থানার পেমল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এম এ ডিগ্রি নেন।

ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রথম কর্ম জীবন শুরু করেন সাহাবুদ্দীন আহমদ। পরে প্রশাসক হিসেবে গোপালগঞ্জ ও নাটোর মহকুমায় চাকরি করেন। পরে ১৯৬০ সালে বিচার বিভাগে বদলি হন। তিনি ঢাকা ও বরিশালের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং পরে কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ সালে সাহাবুদ্দীন আহমদ হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ পান। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। পরে ১৯৮১ সালের ১৬ এপ্রির নিয়োগ পান আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে।

এদিকে সাবেক প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ইন্তেকালে আরও শোক জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল প্রমুখ।

এদিকে দেশের প্রথম তত্ত্বাধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক কাউন্সিলে তিনি এ মন্তব্য করেন। বিএনপি'র মহাসচিব আরও বলেন, সোহাবুদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অন্যান্য ভুমিকা পালন করেছেন। ১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্যে সর্বসম্মতভাবে যে নির্বাচন হয়েছিল, সেই সময় তিনি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন জাতিকে উপহার দিয়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন।'

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, এদেশের মানুষ যতদিন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করবে, ততদিন তাকে (সাহাবুদ্দীন আহমদ) স্মরণ করবে। এ সময় মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান বিএনপি'র এই নেতা।

চীনে জুরাসিক যুগের নতুন

(প্রথম পাতার পর)

গবেষণায় এ আবিষ্কারের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ২০১৭ সালে চীনের ইয়ুনান প্রদেশের ইউশি অঞ্চলে একটি সাঁজোয়া যুক্ত ডাইনোসরের সন্ধান পান। এই অঞ্চলে এর আগেও বহু প্রজাতির ডাইনোসরের দেহাবশেষ ও ফসিল উদ্ধার করেছেন বিজ্ঞানীরা। তারা নতুন প্রজাতির এই ডাইনোসরের নাম দেন ইয়ুশিসরাস কপচিকি। এর যেসব নমুনা পাওয়া যায় তা নিয়ে ২০১৯ সালে গবেষণা শুরু হয়। সিএনএন জানিয়েছে, প্রাগৈতিহাসিক এই প্রাণিটি ডাইনোসরের থাইরিওফোরান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এটি ১৯ কোটি থেকে ১৭ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে বিচরণ করতো বলে জানিয়েছেন গবেষণা দলের সদস্যরা। এই সময়কালের মধ্যে চীনের এই অঞ্চলে এটিই হচ্ছে প্রথম আবিষ্কৃত থাইরিওফোরান প্রজাতির ডাইনোসর।

এক মেইলে লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের গবেষক পল ব্যারেট বলেন, এশিয়া মহাদেশে এই প্রথম কোনো সাঁজোয়া যুক্ত ডাইনোসর পাওয়া গেলো। এই আবিষ্কারের ফলে জানা যাবে কীভাবে এই গোষ্ঠীটি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউশিসরাস ডাইনোসরের আকৃতি ছিল ৬.৬ ফুট থেকে ৯.৮ ফুট। এগুলো ফার্ন ও সাইকাডের মতো নিচু গাছ খেয়ে বেঁচে থাকতো।

যুদ্ধের ভয়াবহতায় শংকিত যুক্তরাষ্ট্র

(প্রথম পাতার পর)

প্রভাব খুবই কম। ঐ বৈঠক নিয়ে দুই পক্ষ থেকে যে বিবৃতি দেয়া হয়েছে তাতে মনে হয় না দুঘণ্টার টেলিফোনে কাজ কিছু হয়েছে। কিন্তু তার ক্ষমতার প্রথম বছরে বাইডেন যে মনোভাব দেখিয়েছেন তার চেয়ে এখন তিনি যা করছেন তা অনেকটাই আলাদা। কূটনীতি এখন তার ধ্যানজ্ঞান।

মিত্রদের সাথে দূরত্ব

আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার নিয়ে গত বছর যে টালমাটাল অবস্থা হয়েছিল তাতে ইউরোপীয় মিত্রদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থা অনেকটাই পোড় খেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা- ইউরোপীয় কূটনীতিকরা সেসময় অভিযোগ করেন যে আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহারের পরিকল্পনা নিয়ে তাদেরর সাথে কথাই বলেনি।

আমেরিকা তার ইচ্ছামতো আকস্মিক সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করে দেয়। ফলে অন্য যেসব নেটো দেশের সৈন্য বা তাদের নাগরিকরা আফগানিস্তানে ছিল তাদেরকে মূহুর্তের সিদ্ধান্তে পড়িমরি করে বেরুনোর পথ নিতে হয়।

কিছু দেশ তখন বলেছিল কিছু নেটো সৈন্য আফগানিস্তানে রেখে যাওয়া উচিৎ। আমেরিকা তাতে কানও দেয়নি। আফগানিস্তান নিয়ে সেই একরোখা আচরণ দেখিয়েই প্রেসিডেন্ট বাইডেন যে থেমে গিয়েছিলেন তা নয়।

সেপ্টেম্বর মাসে হোয়াইট হাউজ হঠাৎ করে ব্রিটেন এবং অস্ট্রেলিয়াকে সাথে নিয়ে একটি পারমাণবিক সাবমেরিন নিরাপত্তা জোট তৈরির ঘোষণা দেয়।

আকাশ থেকে মাটিতে পড়ার অবস্থা হয় ফ্রান্সের। কারণ তারা যে সাবমেরিন বহর বিক্রির চুক্তি অস্ট্রেলিয়ার সাথে করেছিল সেটি ভেস্তে যায়। প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোর অফিস থেকে বলা হয় ওকাস্ব নামে এই জোট তৈরির কথা তারা খবরের কাগজে পড়ে জানতে পারে।

সবচেয়ে পুরনো একটি বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে আমেরিকার ওই আচরণ ছিল নজিরবিহীন।

প্রচ- ক্ষেপে যান ফরাসি প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট বাইডেন অবশ্য পরে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং স্বীকার করেন নতুন জোট নিয়ে মিত্রদের আগে থেকে না জানানো তার ঠিক হয়নি।

কিন্তু সম্পর্কের যে ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে হয়ে যায়।

গত বছর শরৎকালের মধ্যে ইউরোপীয়রা বাইডেন প্রশাসনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়ে। তারা ধরেই নেয় ট্রাম্প বিদায় হওয়ার পর আমেরিকার আচরণে পরিবর্তনের যে আশা তাদের ছিল সেই গুড়ে বালি।

সেই অবিশ্বাস থেকেই হয়তো ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরুর আগে আমেরিকা দেওয়া ঘন ঘন সতর্ক বার্তায় ইউরোপীয় দেশগুলো দেশ কান দিচ্ছিল না। এ নিয়ে আমার সাথে কথা বলার সময় একজন ইউরোপীয় কূটনীতিক বলেছিলেন, যুদ্ধবাজি আচরণ। আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা হোক বা বর্তমান পরিস্থিতির ভিন্ন বাস্তবতার কারণেই হোক, ইউক্রেন সংকটকে হোয়াইট হাউজ আগের বহু সংকটের চেয়ে ভিন্নভাবে সামলানোর চেষ্টা করছে। শুরু থেকেই আমেরিকা তার মিত্রদের সাথে শলা-পরামর্শ করছে। ভেতর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে এসব শলা পরামর্শের সময় আমেরিকানরা ইউরোপীয় মিত্রদের অধস্তন বা লেজুড় হিসাবে বিবেচনা না করে তাদের সম-মর্যাদার মিত্র হিসাবে বিবেচনা করছে।

যেভাবে তাদের সাথে আমেরিকানরা অত্যন্ত গোপন এবং স্পর্শকাতর গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করছে তা নজিরবিহীন।

রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা শুরুর কয়েক মাস আগে থেকেই হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তারা ইউরোপীয় দেশগুলোর একাধিকবার সফর করেছেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন অনেক ইইউ নেতাকে সাথে নিয়মিত ফোন করেছেন।

হোয়াইট হাউজের বর্তমানের এই আচরণ ২০০২ সালে ইরাক নয় ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' স্লোগান নয়। এটা ২০২১ সালের আফগানিস্তান নয়। বরঞ্চ সত্যিকারের জোট গঠনে আমেরিকার কাছ থেকে যে চেষ্টা, উদ্যোগ এবং আকুতি চোখে পড়ছে তা ভিন্ন।

জার্মান ট্রাম্প কার্ড

জানুয়ারির ২৭ তারিখে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় আমেরিকার এই ওশাটল ডিপ্লোম্যাসি কাজে দিচ্ছে।

রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা শুরুর এক মাস আগে হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র জেন সাকি এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন সফরে আসবেন।

সবে ক্ষমতা নেয়া জার্মান চ্যান্সেলরের ওই সফর থেকে ইঙ্গিত মিলছিলো বাইডেন প্রশাসন হয়তো বুঝতে পারছিল ইউক্রেন পরিস্থিতি কী হতে যাচ্ছে এবং তার জন্য কী করা জরুরি : জার্মানির সহযোগিতা।

হোয়াইট হাউজ সফর যেকোনো দেশের নেতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রাপ্তি। এটা কিছুটা ঠিক যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির শক্তিশালী বার্তায় জার্মানরা নড়ে বসছিল, কিন্তু জার্মানির নীতি পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে আমেরিকান কূটনীতি।

আরো একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, আর তা হলো, ওয়াশিংটনের সামরিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমেরিকান প্রশাসনের মধ্যে নতুন উপলব্ধির জন্ম। তারা মনে করছে যত শক্তিধরই মার্কিন সেনাবাহিনী হোক না কেন তা দিয়ে সবকিছু অর্জন করা সম্ভব নয়।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দেশের মধ্যে এই উপলব্ধি নতুন এবং কিছুটা অস্বাভাবিক।

সাদ্দাম হোসেন যখন ১৯৯০ সালে কুয়েত দখল করেন, সৈন্য পাঠানোর জন্য আমেরিকা প্রায় সারা পৃথিবীর কাছ থেকেই প্রায় জোর করে সমর্থন আদায় করেছিল। ১৯৯৯ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন কসোভোতে ন্যাটো বিমান হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নাইন-ইলেভেনের পর ইরাকে সামরিক অভিযানের জন্য প্রায় জবরদস্তি করে একটি সামরিক কোয়ালিশন তৈরি করেছিলেন প্রেসিডেন্ট বুশ। ২০১১ সালে লিবিয়ায় গাদ্দাফি সরকারকে উৎখাতের অভিযানে যোগ দিয়েছিল আমেরিকা।

কিন্তু এখন আমেরিকা ধৈর্য ধরার পথ নিয়েছে। যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির আবেগি বক্তব্য বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট বাইডেন এখনও টলছেন না। বড়জোর তিনি ইউক্রেনের অস্ত্র পাঠাচ্ছেন। সাইবার প্রযুক্তি এবং গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সাহায্য করছেন। সামর্থ্যকিভাবে এর চেয়ে তিনি অন্য কিছু করবেন তা মনে হচ্ছে না।

আমেরিকানরা জানে, ইউক্রেনে নো-ফ্লাই জোন দেয়া এবং তা কার্যকরী করার ক্ষমতা হয়তো তাদের রয়েছে। তা করতে প্রয়োজনীয় যুদ্ধবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র এবং সুদক্ষ পাইলট তাদের রয়েছে।

কিন্তু হোয়াইট হাউজ বার বার বলছে, আমেরিকান সামরিক শক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ করেও যুদ্ধ হয়তো থামানো যাবেনা। বরঞ্চ তাতে পরিস্থিতির অবনতি হবে।

আমেরিকা এই যুদ্ধে যত বেশি অংশ নেবে, প্রেসিডেন্ট পুতিন তত বেশি নিজের দেশের জনগণকে বোঝাতে সমর্থ হবেন যে এই যুদ্ধ আসলে রাশিয়া এবং আমেরিকার লড়াই।

যে কারণে হোয়াইট হাউজ মস্কোতে ক্ষমতা পরিবর্তন বা রাশিয়ায় গণতন্ত্রের কথা উচ্চারণ করছে না।

দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধ যখন তুঙ্গে সেসময় ২০০৫ সালে প্রেসিডেন্ট বুশ দ্বিতীয়বার নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা নেয়ার পর যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা আরেকবার পড়ছিলাম। সেসময় মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির নিয়ন্ত্রণ কট্টর ডানপন্থী কিছু লোকের হাতে।

প্রতিটি সমাজে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমর্থন এবং তার সাফল্যের প্রতি সমর্থন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি। আর এর মূল লক্ষ্য- পৃথিবী থেকে স্বৈরশাসন নির্মূল, প্রেসিডেন্ট বুশ তার ভাষণে বলেছিলেন।

স্পষ্টই তা ছিল আমেরিকান ঔদ্ধত্ব। তবে হোয়াইট হাউজ জানে লক্ষ্য এবং শক্তি প্রয়োগের ইচ্ছা জাহির না করারও ঝুঁকি অনেক। আমেরিকা মনে করছে ইউক্রেনে যুদ্ধ নিয়ে চুপ থাকলে মৃত্যুর মিছিলে লোক বাড়তেই থাকবে, এবং রাশিয়া ন্যাটো জোটের কোনো দেশেও হামলা চালিয়ে বসবে।

কিন্তু সেই সম্ভাবনা রোখার জন্য বড় কোনো সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য সর্বনাশা পরিণতির কথাও আমেরিকার মাথায় রয়েছে। আমেরিকা জানে সমাধান সহজ নয় এবং সে কারণেই খুব সাবধানে হাঁটছে হোয়াইট হাউজ।





আপনি COVID-19 চিকিৎসার জন্য যোগ্য হতে পারেন

যারা COVID-19 এর পরীক্ষায় ইতিবাচক ফল লাভ করেছেন তারা হয়তো উপসর্গ নিয়ে সহায়তার জন্য এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এড়াতে আউটপেশেন্ট চিকিৎসা পেতে পারেন। উপসর্গ শুরু হওয়ার পরে দ্রুত শুরু করলে চিকিৎসা সব চেয়ে ভালো কাজ করে, অতএব অবিলম্বে পরীক্ষা করান।

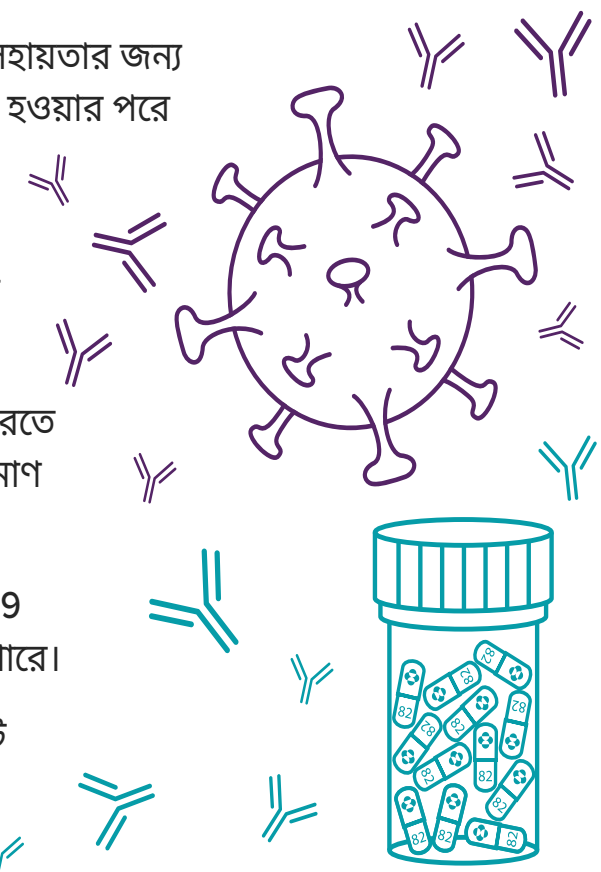
মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি চিকিৎসা একটি এককালীন IV বা ইনজেকশন COVID-19 এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করার জন্য যখন আপনার রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম তার নিজের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে।

মুখে খাওয়ার অ্যান্টিভাইরাল বড়ি পাঁচ দিনের জন্য নেওয়া হয় এবং ভাইরাসটি বন্ধ করতে এবং সেটি রেপ্লিকেট করা বন্ধ করতে সাহায্য করে, যা আপনার শরীরের ভাইরাসের পরিমাণ হ্রাস করে। বর্তমানে দুটি অনুমোদিত বড়ি আছে - প্যাক্সলভিড এবং মোলুনপিরাভির

মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এবং মুখে খাওয়া অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা আপনার COVID-19 এর কারণে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এড়াতে পারে।

COVID-19 চিকিৎসাগুলি টিকাকরণের বিকল্প নয়। COVID-19 টিকা এবং বুস্টার শট COVID-19 এর কারণে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার বিরুদ্ধে সেরা সুরক্ষা হয়ে রয়েছে।

আপনার যদি COVID-19 এর উপসর্গ থাকে, বা আপনি যদি ইতিবাচক পরীক্ষার ফল লাভ করে থাকেন, আপনার চিকিৎসকের সাথে কথা বলুন, বা 212-268-4319 এ কল করুন।



NYC VACCINE FOR ALL: SAFE, FREE, EASY

NYC Health

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে নবান্ন রেস্টুরেন্ট এর
পক্ষ থেকে প্রবাসের সকল ভাই-বোনদের জানাই

রমজানুল মোবারক

স্বাগতম মাহে রমজান

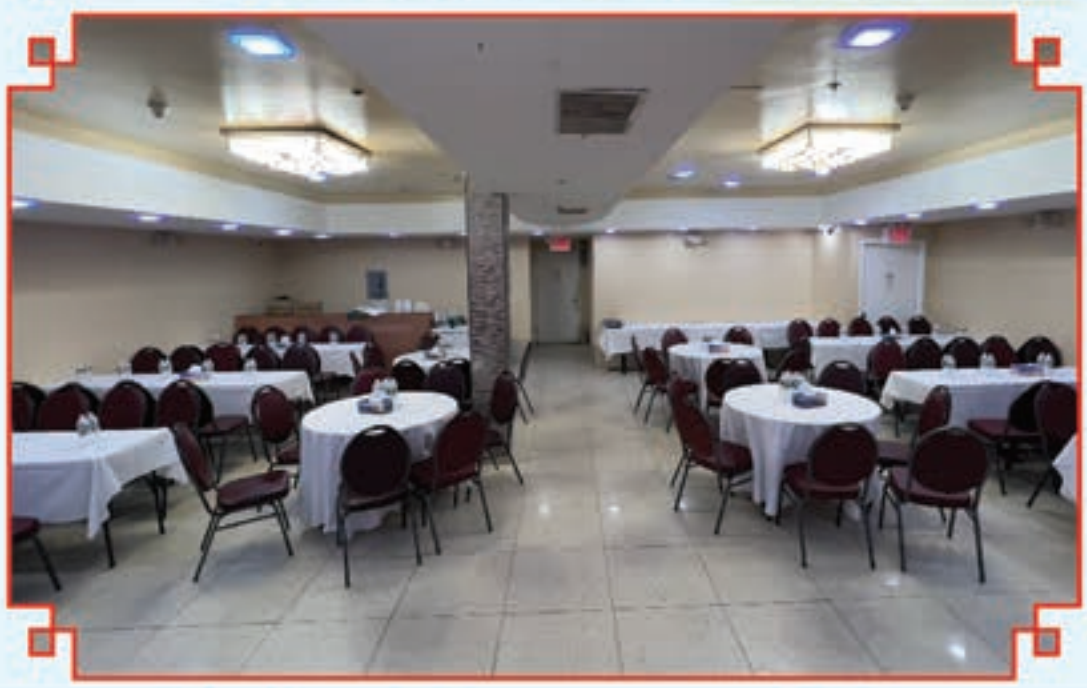
১০% ছাড়ে পার্টি হলের
অগ্রিম বুকিং চলছে

917 580 6565

সুলভে ঐতিহ্যবাহী ইফতারীর সুস্বাদু আয়োজন









নবান্ন পার্টি সেন্টার বুকিং ও যেকোন ক্যাটারিং এর জন্য যোগাযোগ করুন ৯১৭ ৫৮০ ৬৫৬৫

NABANNO RESTAURANT & PARTY CENTER

Nabanno Restaurant & Party Center

37-22 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 718-734-6000, Cell: 917-580-6565 (Shimul)

www.nabannorestaurant.com



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটসঃ
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্সঃ
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

চিত্রে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অভিষেক-২০২২




























চিত্রে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অভিষেক-২০২২























‘রিকশা গার্ল’ উপভোগ করলেন যুক্তরাজ্যের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বিনোদন ডেস্ক: বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমা ‘রিকশা গার্ল’ এর বিশেষ প্রদর্শনী উপভোগ করেছেন যুক্তরাজ্যের প্রিভি কাউন্সিল (রানির উপদেষ্টা) এর সদস্য ও দেশটির সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরম্যান জে বেকার। সম্প্রতি রাজধানীতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। চলচ্চিত্রটি উপভোগের পর ‘রিকশা গার্ল’ এর ভূয়সী প্রশংসা করেন নরম্যান জে বেকার। ভিন্নধর্মী গল্পটি সিনেমার রঙিন পর্দায় সফলভাবে রূপায়িত করায় তিনি সংশ্লিষ্ট কলা-কুশলীদের ধন্যবাদ জানান। এ ছাড়া, নরম্যান রিকশা পেইন্টিং ও এই ধরনের শিল্পকর্মের সঙ্গে এদেশের মানুষের ঘনিষ্ঠতা আরও ভালোভাবে জানার ব্যাপারেও আগ্রহ দেখিয়েছেন। পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদারের আশাবাদ ব্যক্ত করেন এই লিবারেল ডেমোক্রেট রাজনীতিবিদ। বিশেষ এই প্রদর্শনীতে অতিথিদের কাছে ‘রিকশা গার্ল’ সিনেমা তৈরির পেছনের গল্প তুলে ধরেন সিনেমাটির প্রযোজক জিয়াউদ্দিন আদিল ও পরিচালক অমিতাভ রেজা চৌধুরী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের সোশ্যাল কেয়ার (এনএইচএস-এলবিটিএইচ) এর ম্যানেজার নাসিম আহমেদ, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার নিহাদ কবির, ‘এজ দ্য ফাউন্ডেশন’-এর ট্রাস্টি ইফতেখার আহমেদ খান, ব্যারিস্টার সৈয়দ আ-ফজাল, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর অনারারি কনসাল ও রিকশা গার্ল এর সহ-প্রযোজক নাজির আলম প্রমুখ।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের লেখক মিতালি পার-কিনসের কিশোর সাহিত্য ‘রিকশা গার্ল’ অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে এ চলচ্চিত্রটি। যৌথভাবে এ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন নাসিফ ফারুক আমিন ও শর্বরী জোহরা আহমেদ। সিনেমার মূল চরিত্রে রয়েছেন নাইমা নামের এক কিশোরী, যে কিনা ঘটনাক্রমে রিকশা চালানোকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। সিনেমায় নাইমা চরিত্রে অভিনয় করেছেন নভেরা রহমান। চলচ্চিত্রটিতে আরও অভিনয় করেছেন চম্পা, মোমেনা চৌধুরী, নরেশ ভূঁইয়া, এ্যালেন শুভ্র ও আরও অনেকে।

চমকে দিলেন শাহরুখ খান

বিনোদন ডেস্ক: সোশ্যাল মিডিয়ায় ফের ট্রেন্ডিং ‘কিং ইজ ব্যাক’! গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই শাহরুখকে নিয়ে চর্চায় মত্ত নেটপাড়া। একে তো কয়েকদিন আগে ‘পাঠান’ ছবির টিজারে চমক দিয়েছেন তিনি। তার ওপর শাহরুখের এক টুইটেই শোরগোল যে, কিং খান নাকি আনতে চলেছেন নিজস্ব ওটিটি অ্যাপ ‘এ-সআরকে প্লাস’। তবে এসব নিয়ে নানা মহলে নানা আলোচনা চললেও শেষমেশ শাহরুখই জানালেন সত্যিটা।



একটি ভিডিও শেয়ার করে কিং খান বুঝিয়ে দিলেন ‘এ-সআরকে প্লাস’ আসলে ‘ডিজনি হটস্টারের’ বিজ্ঞাপনী প্রচার। ঠিক এরই মাঝে গত বুধবার (১৬ মার্চ) ভাইরাল হলো শাহরুখের ‘পাঠান’ ছবির লুক। যা দেখে অনুরাগীরা একেবারেই চমকে গেলেন। ৫৭ বছরের শাহরুখের এমন চেহারা! ভক্তরা ভাসলেন ‘ওম শান্তি ওম’ ছবির নস্টালজিয়ায়।

ফের শাহরুখের শরীরে দেখা গেল এইট প্যাক! ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা গিয়েছে, খালি গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শাহরুখ। স্পষ্ট হয়েছে, শাহরুখের এইট প্যাক। স্পেনে ‘পাঠান’ ছবির শুটিংয়ের সময়ই তোলা হয়েছে এই ছবি। ছবির টিজারে আলো আঁধারির মধ্যে মাত্র এক ঝলকই দেখা মিলেছিল শাহরুখের। তবে তাতেও তার লম্বা চুলের নয়া লুক অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছিল। আর গল্পের বিষয়বস্তু খানিকটা তুলে ধরলেন জন আব্রাহাম এবং দীপিকা পাড়ুকোন। এক চালচুলোহীন সর্বহারা ছেলের কাছে ভারতবর্ষই ধর্ম। এ দেশই তার অভিভাবক। আর সেই দেশকে রক্ষা করতেই বদ্ধপরিকর ‘পাঠান’। শাহরুখ জানালেন, ‘পাঠান’ কীভাবে দেশের রক্ষক হয়ে উঠলেন, তার নেপথ্য কাহিনী জানতে খানিকটা অপেক্ষা করতে হবে। আর এভাবেই জমে গেল ছবিটির টিজার।

বাস্তুহারাদের জন্য কাজ করতে চান ক্যারোলিনা



বিনোদন ডেস্ক: ৭০তম মিস ওয়ার্ল্ডের খেতাব জিতেছেন পোল্যান্ডের সুন্দরী ক্যারোলিনা বিলাস্কা। আমেরিকার শ্রী শাইনি অর্জন করেন দ্বিতীয় স্থান আর তৃতীয় হন পশ্চিম আফ্রিকার আইভরি কোস্টের অলিভিয়া ইয়াস। গত ১৭ মার্চ সন্ধ্যায় আয়োজনটি শুরু হয় পুয়ের্তোরিকোর রাজধানী সান হুয়ানে। মিস ওয়ার্ল্ড বিজয়ী ক্যারোলিনা ম্যানেজমেন্টে মাস্টার ডিগ্রি করছেন। তার ইচ্ছে আছে পিএইচডি করার। সঙ্গে মডেল হিসেবেও কাজ করেন। আর মোটিভেশনাল স্পিকারের ভূমিকায় যুক্ত থাকার ইচ্ছে তার। সাঁতার, স্কুবা ডাইভিং, টেনিস আর ব্যাডমিন্টন খেলতে ভালোবাসেন ক্যারোলিনা।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে মিস ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন জানায়, ক্যারোলিনা ভালোবাসেন দুস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াতে, সেরকম কিছু কাজের সঙ্গে যুক্তও আছেন তিনি। তার বিউটি উইথ আ পারপাস প্রোজের মাধ্যমে বাস্তুহারাদের সাহায্য করা হয়। এ আরও বৃহৎ পরিসরে এই ধারা অব্যাহত রাখতে চান তিনি। এই সমস্যা নিয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। প্রতি রোববার এই প্রজেক্টের মাধ্যমে গরম খাবার, খাবার পানি, কাপড়, মাস্ক, জামাকাপড়, আইনি পরামর্শ, চিকিৎসাজনিত সাহায্য পৌঁছে দেয়া হয় পোল্যান্ডের লডজ শহরের ৩০০ মানুষের কাছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ডিসেম্বরে চলা মিস ওয়ার্ল্ড-২০২১ আয়োজনটি কোভিডের কারণে স্থগিত করা হয়েছিল। যার গ্রান্ড ফিনালে ও ঘোষণাটা এবার এসেছে। অনুষ্ঠানে স্মরণ করা হয় ইউক্রেনকে। রাশিয়ার আগ্রাসন বন্ধ করে

চেনা আঙিনায় সেই শখ

বিনোদন ডেস্ক: জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী আনিকা কবির শখ। দীর্ঘদিন পর ফিরলেন তার চিরচেনা আ-ঙিনায়, ফিরেছেন লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের জগতে। গত ১৫ মার্চ মঙ্গলবার থেকে রাজধানীর উত্তরায় একটি ঈদের নাটকের শুটিংয়ের মধ্যদিয়ে কাজে ফেরেন তিনি। নাটকের নাম ‘ফাটাফাটি প্রেম’। জুয়েল এলিনের রচনায় নাটকটি পরিচালনা করছেন জাকিউল ইসলাম রিপন। নাটকটিতে শখের বিপরীতে অভিনয় করছেন আলভী। জানা যায়, ২০১৮ সালের পর থেকেই হঠাৎ করে আড়ালে চলে যান জনপ্রিয় এ অভিনেত্রী। মাঝেমধ্যে টুকটাক কাজ করলেও সেভাবে দেখা মেলেনি তার।



এরপর হুট করেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেন ২০২০ সালের মে মাসে, বছর ঘুরতেই তার কোলজুড়ে আসে কন্যা সন্তান। সবকিছু মিলিয়ে নিজেকে এবং পরিবারকে সময় দিতে চেয়েছিলেন বলেই কাজ থেকে বিরতি নিয়েছিলেন। তবে অভিনয়ে ফিরতে পেরে ভীষণ উচ্ছ্বসিত আনিকা কবির শখ। তিনি বলেন, অনেকদিন পর কাজে ফিরে বেশ ভালো লাগছে। আমি তো আমার সেই পুরনো পরিবারেই ফিরেছি। কিন্তু সবাই আমাকে এত সুন্দর করে স্বাগত জানাবে, ভাবতেই পারিনি। আমার অনেক ভালো লাগছে এতদিন পর কাজে ফিরে। খুব সুন্দর একটা কমফোর্ট জোনে কাজ করছি। আমি আমার বেবিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি শুটিংয়ে। তারপরও কাজ করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। একটু তো কষ্ট হচ্ছে। তারপরও আমি বলবো অনেক খুশি। আর ঈদের জন্য কয়েকটা কাজ হয়তো করবো সামনে। খুব সিলেক্টিভ কাজ করতে চাই। গড়পড়তা কিছু করতে চাই না। চেষ্টা করবো এখন থেকে মনোযোগ দিয়ে নিয়মিত কাজ করার। নির্মাতা জাকিউল ইসলাম রিপন বলেন, শখ আপু অনেকদিন পর কাজে ফিরেছেন, সঙ্গে রয়েছেন আলভী। নাটকের গল্পটি সুন্দর, এটি আসছে ঈদের জন্য নির্মিত হচ্ছে। আশা করছি দর্শকরা শখ আপুকে নতুনভাবেই দেখতে পাবেন। শখ সর্বশেষ কাজ করেছিলেন ২০২০ সালের একটি ঈদের নাটকে, নাম ‘মন চোর’। এটি পরিচালনা করেছিলেন প্রীতি দত্ত।



তৃতীয়বারের মতো পুরস্কার পেলেন জয়া

বিনোদন ডেস্ক: ভারতের ‘ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস-২০২১’ বাংলায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের জয়া আহসান। ‘বিনিসুতোয়’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য জনপ্রিয় শাখায় এই সম্মাননা পেয়েছেন তিনি। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো এই পুরস্কার পেলেন জয়া আহসান। এর আগে ২০১৯ সালে টলিউডের ছবি ‘বিজয়া’ ও ‘রবিবার’-এর জন্য ফিল্মফেয়ারে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিলেন জয়া। তার আগে ২০১৮ সালে ‘বিসর্জন’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্যও সেরা অভিনেত্রী হিসেবে পুরস্কার পান তিনি। ২০১৭ সালে অরিন্দম শীল পরিচালিত ‘ঈগলের চোখ’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডে মনোনয়ন পেয়েছিলেন এই অভিনেত্রী। ২০১৪ সালে অরিন্দমের ‘আবর্ত’ সিনেমায় জন্যও ফিল্মফেয়ার মনোনয়ন পেয়েছিলেন জয়া আহসান।

এফডিসিতে পালিত হলো ‘বঙ্গবন্ধু’র জন্মদিন



বিনোদন ডেস্ক: এফডিসিতে শুক্রবার (১৭ মার্চ) নানা আয়োজনে পালিত হলো জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মু-জিবুর রহমানের ১০২তম জন্মদিন। নায়ক আলমগীরের নেতৃত্বে সম্মিলিত চলচ্চিত্র পরিষদের আয়োজনে দিনভর চলেছে জন্মদিন পালন। শুরুতেই সকাল ১০টায় কোর-আন খতম দেয়া হয়। এরপর বেলা ১২টার দিকে এফডিসিতে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ১৯ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সম্মিলিত চলচ্চিত্র পরিষদের আহ্বায়ক নায়ক আলমগীর, শিল্পী সমিতির সভাপতি ইলিয়াস কাঞ্চন, নিপুণ, সহ-সাধারণ সম্পাদক সাইমন সাদিক, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহনূর, কার্যকরী সদস্য অমিত হাসান, জেসমিন, চিত্রনায়ক রিয়াজ, পরিচালক সমিতির সভাপতি সোহানুর রহমান সোহান, পরিচালক নেতা মুশফিকুর রহমান গুলজারসহ আরও অনেকে। এখানে ফুলেল শ্রদ্ধা শেষে শিল্পী সমি-তির নেতৃত্বে সবাই ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে যান। সেখান থেকে ফিরে জাতির জনকের ১০২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিএফডিসিতে দুপুরে প্রীতিভোজে অংশ নেন চলচ্চিত্রকর্মীরা। এরপর বিকাল থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা।

রাত ৮টায় প্রদর্শন করা হয় ‘চিরঞ্জিব মুজিব’ ছবিটি। এ ছাড়াও দিনজুড়ে চলেছে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের

এবার মানুষ রুখে দাঁড়াবে: ফখরুল

মওদুদকে হত্যা করা হয়েছে: হাসনা মওদুদ

ঢাকা ডেস্ক: বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, সরকার নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে, যাতে আরেকটা 'সেই ধরনের' নির্বাচন করা যায়। তবে এবার মানুষ রুখে দাঁড়াবে। বাংলাদেশের মানুষ কখনো পরাজিত হয় না। এ দেশের মানুষ গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করবে। তথাকথিত উন্নয়নের দোহাই দিয়ে জনবিক্ষোভ থামানো যাবে না। সোমবার (১৪ মার্চ) জাতীয় প্রেসক্লাবে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্বাধীনতা ফোরাম আয়োজিত স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।



স্বাধীনতা ফোরামের সভাপতি ও বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এম আজিজুল ইসলামের পরিচালনায় স্মরণসভায় আরো বক্তব্য দেন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের সহধর্মিণী পল্লি কবি জসীম উদ্দীনের কন্যা হাসনা মওদুদ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক আবদুস সালাম, মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক ও ডাকসুর সাবেক ভিপি আমান উল্লাহ আমান, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক, ঢাবির সাবেক ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, বিএনপির প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি প্রমুখ।

মির্জা ফখরুল বলেন, 'কী ভয়াবহ কান্ড! দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে দেশের মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সরকার সেটাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করছে এবং মন্ত্রীরা হেসে হেসে বলছে যে, দাম যেমন বেড়েছে, আয়ও তো বেড়েছে। কার আয় বেড়েছে? এরা জিডিপির (জাতীয় প্রবৃদ্ধি হার) শুভঙ্করের ফাঁকি দেখায়। জিডিপি কাকে বলে? সবকিছু মিলিয়ে যেটা আসে সেটাকে বলে জিডিপি।'

তিনি বলেন, এ দেশের ৯০ শতাংশ মানুষের আয় কমে হচ্ছে। দেশের দারিদ্র্য আরো ২ শতাংশ বেড়েছে। এই বিষয়গুলো অস্বীকার করে অবলীলায় মানুষকে তারা বোকা বানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ফখরুল বলেন, খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে হবে। মিথ্যা মামলায় আমাদের নেতা তারেক রহমান বিদেশে নির্বাসিত অবস্থায় আছেন। তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের ৩৫ লাখ নেতাকর্মীর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে তাদের মুক্ত করতে হবে।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ একজন আপাদমস্তক গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, অনেকে বলেন তিনি এরশাদের মন্ত্রিসভায় গিয়েছিলেন। সেটাও তিনি গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থেই গিয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের যে কী অবদান রয়েছে তা আমরা জানি। ছাত্রজীবন থেকে তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি জেলে গিয়েছেন। এরপরে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি অবদান রেখেছেন।

মওদুদকে হত্যা করা হয়েছে: হাসনা মওদুদ

হাসনা মওদুদ বলেন, 'কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মওদুদ আহমদ মারা গেছেন বলে যে কথা বলা হচ্ছে, এটা আমি ক্লিয়ার করতে এসেছি। তিনি কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মারা যাননি। একদিন আপনাদের কাছে এই কথা আসবে ইনশাআল্লাহ। উনি সাহসী শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। মওদুদ আহমদকে কারা হত্যা করেছিল, তা একদিন প্রমাণ হবে।'

মওদুদ আহমদের লেখা দুটি অপ্রকাশিত বই প্রকাশ করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, উনার ১৩টি বই প্রকাশ হয়েছে, দুটি অপ্রকাশিত। এগুলো উনি জীবিত অবস্থায় প্রকাশ করলে উনার সমস্যা হতো, তাই করা হয়নি।

হাসনা মওদুদ বলেন, আমি তারেক জিয়াকে অত্যন্ত স্নেহ করি। আমি বলতে চাই, ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে যদি ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার হতে পারে এবং সেই ছেলের ছেলেও যদি প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার পথ পেতে পারে তাহলে তারেক জিয়া কেন হতে পারবে না।







বাঙালীদের হাতে বাবাকে জীবন দিতে হয়েছে, এটাই সব থেকে কষ্টের: শেখ হাসিনা



ঢাকা ডেস্ক: পঁচাত্তরে সপরিবারে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার কথা স্মৃতিচারণ করে তার বড় কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'দুর্ভাগ্য, পঁচাত্তরে কিন্তু শিশুরাও মুক্তি পায়নি। কারবালার ময়দানেও এ রকম ঘটনা ঘটেনি, শিশু-নারীদের কেউ হত্যা করেনি। কিন্তু বাংলার মাটিতে যাদের জন্য আমার বাবা জীবন উৎসর্গ করেছেন, বছরের পর বছর কারাগারে ছিলেন, যাদের একটি জাতি হিসেবে মর্যাদা দিয়ে গেছেন- সেই বাঙালিদের হাতে তাকে জীবন দিতে হয়েছে। এটাই হচ্ছে সব থেকে কষ্টের, সব থেকে দুঃখের।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিকালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় 'টুঙ্গিপাড়া: হৃদয়ে পিতৃভূমি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে- আমাদের শিশুরা সুরক্ষিত থাকবে, সুন্দর জীবন পাবে। জাতির পিতা এ দেশের শিশুদের খুবই ভালোবাসতেন। আমার ছেলে জয়ের সৌভাগ্য হয়েছে আমার বাবার কোলে চড়ে খেলা করতে। তিনি যখন খেলতেন বাচ্চাদের সঙ্গে মনে হতো তিনি নিজেই যেন একটা শিশু হয়ে যেতেন। এটাই ছিল তার চরিত্রের সবচেয়ে বড় দিক, তার সরলতা।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের স্বজনহারা বেদনা নিয়ে শরণার্থীর মতো বিদেশে সময় কাটাতে হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমি ফিরে এসেছিলাম। এমন একটি অবস্থায় যেখানে ঘাতক, যুদ্ধাপরাধী, আল বদর, রাজাকারদের রাজত্ব ছিল। তবু আমি ফিরে এসেছিলাম আমার বাবার স্বপ্ন পূরণ করবার জন্য; এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য; এ দেশের শিশুদের যেন আগামী দিনে আমাদের স্বজনহারা বেদনা নিয়ে বাঁচতে না হয়; তারা যেন সুন্দর জীবন পায়, উন্নত জীবন পায়।'

'যে শিশুদের জাতির পিতা অত্যন্ত ভালোবাসতেন, আর ভালোবাসতেন বলেই আমরা যখন ২১ বছর পর সরকার গঠন করি, তখনই আমরা ১৭ মার্চ শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা দিই। কারণ তিনি শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার পরপরই আমাদের যে সংবিধান দিয়েছিলেন তাতে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন।তাছাড়া শিশু অধিকার আইন তিনি করে দিয়ে যান। সেই সঙ্গে শিশুদের সুরক্ষার জন্য কেয়ার অ্যান্ড কোটেশন সেন্টার যেটা বর্তমানে সরকারি শিশু পরিবার নামে পরিচিত, সেটাও তিনি প্রতিষ্ঠা করে শিশুদের অর্থাৎ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত শিশুদেরও যেন ভালোভাবে লালন-পালন হয় সেই ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছিলেন।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৯৬ সালে যখন আমরা সরকার গঠন করি, তখন আমরা শিশুদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা-দীক্ষায় যাতে তারা এগিয়ে যেতে পারে- পিছিয়ে না পড়ে সে জন্য প্রতিটি এলাকায় স্কুল তৈরি করে দেওয়া, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরাও অনেক স্কুল জাতীয়করণ করি। সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ এবং বিভিন্ন অপকর্ম থেকে যাতে তারা মুক্তি পায় সেই ব্যবস্থা নিই।'

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'দ্বিতীয়বার যখন ক্ষমতায় আসি ২০০৮ সালে, শিশুদের যাতে কোনো ব্যবহার করা না হয়, যাতে তাদের জীবনের শঙ্কা তৈরি হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা জাতীয় শিশু শ্রমনীতি-২০১০; পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন-২০১০; জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ প্রণয়ন করি।'

এ সময় প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের নেওয়া আরও বিভিন্ন কর্মকান্ডের কথা তুলে ধরেন।

শিশু দিবসের সাফল্য কামনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শিশুদের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যত আমরা গড়ে যেতে চাই। তার জন্য আমি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাও করে দিয়ে গেলাম। আজ আমরা উন্নয়নশীল দেশে মর্যাদা পেয়েছি, এই মর্যাদা ধরে রেখে আগামী দিনের বাংলাদেশকে আমরা উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলব, এটাই হচ্ছে আমাদের অঙ্গীকার। আজকে শিশু হবে আগামী দিনে সেই কর্ণধার।'



ভূয়া স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়ানোর ৫টি উপায়

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলো স্বাস্থ্যের উন্নতি করবে এই আশায় মানুষ প্রতি বছর রাশি রাশি অর্থ (বিলিয়ন) ব্যয় করে। কিন্তু সেই ব্যয়ের মোটা অঙ্ক ভূয়া দাবিদার কোম্পানীগুলো যারা জনগণের অর্থ, সময় এমনকি স্বাস্থ্য নিয়ে প্রতারণা করে তাদের পকেটে যায়।

SCAM

কোন সাপ্লিমেন্ট বা স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট পণ্য কেনার আগে

- **সর্বদা একজন স্বাস্থ্য পরিষেবাদাতার (হেলথকেয়ার প্রভাইডারের) সাথে কথা বলুনঃ** এমনকি কোন সাপ্লিমেন্ট এফডিএর ছাড়পত্র কিংবা অনুমোদনপ্রাপ্ত দাবি করলেও এটি আপনার প্রেসক্রিপশনকৃত ওষুধের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া (মিথষ্ক্রিয়া) করতে পারে, সেগুলোকে কম কার্যকর কিংবা অতিরিক্ত কাজ করে। আপনার চিকিৎসা পরিকল্পনায় নিরাপদে সাপ্লিমেন্টের সহায়তার জন্য আপনার স্বাস্থ্য পরিষেবাদাতার সাথে কাজ করুন।
- **আপনার স্বাস্থ্যপরিষেবাদাতার পরামর্শ ছাড়া প্রেসক্রিশকৃত ওষুধ সেবন বন্ধ করবেন নাঃ** আপনার স্বাস্থ্যপরিষেবাদাতা আপনার স্বাস্থ্যের ইতিহাস এবং সঠিক শারীরিক চিকিৎসা সম্পর্কে জানেন।
- **কিছু গবেষণা করুনঃ** অন লাইনে সাপ্লিমেন্ট বা পণ্যের নাম, পুনর্বিবেচনা (রিভিউ), কিংবা ভূয়া (স্ক্যাম) অনুসন্ধান করুন। কোন পণ্য অলৌকিক ফলাফলের নিশ্চয়তা দিলে তা ভূয়া হতে পারে।
- **গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তাযুক্ত পণ্যগুলো বর্জন করুনঃ** কোন আগন্তুক বা অপরিচিত ব্যক্তি বলতে পারেনা যে আপনার শরীর কি ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করবে।
- **ন্যাচারেল বা প্রাকৃতিক বলতে নিরাপদ বা কার্যকর বোঝায় না।** প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক বলতে ক্ষতিকর এবং উপকারী উভয়ই হতে পারে। এবং কিছু প্রাকৃতিক পণ্য আপনার স্বাস্থ্যপরিষেবা পেশাজীবী সুপারিশকৃত পরীক্ষিত চিকিৎসায় বাধা দিতে পারে।

FEDERAL TRADE COMMISSION

আরও জেনে নিন visit **ftc.gov/health.**
কোন কিছু ভূয়া শনাক্ত করতে পারলে তা ফেডারেল ট্রেড কমিশনকে অবহিত করুন **ReportFraud.ftc.gov**

সুপ্রিম কোর্ট বার নির্বাচন

সভাপতিসহ ৬ পদে আ. লীগ সম্পাদকসহ ৮ পদে বিএনপি জয়ী

ঢাকা ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ২০২১-২২ সেশনের নির্বাচনে সভাপতি পদে মো: মোমতাজ উদ্দিন ফকির এবং সম্পাদক পদে ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বিজয়ী হয়েছেন। কাজল মাত্র ৩৮ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন বলে আইনজীবীরা জানিয়েছেন। অন্য দিকে এ পদে ভোট পুনর্গণনার দাবি করেন আওয়ামী লীগ আইনজীবীরা। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেনি।

নির্বাচনে সভাপতি, দু'টি সহসভাপতি ও তিনটি সদস্য পদসহ মোট ছয় পদে জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত সাদা প্যানেল। এ প্যানেল থেকে সহসভাপতি পদে মো: শহীদুল ইসলাম ও মোহাম্মদ হোসেন বিজয়ী হয়েছেন।

বিএনপি সমর্থিত নীল প্যানেল সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, দু'টি সহসম্পাদক, চারটি সদস্যপদসহ মোট আট পদে জয় পেয়েছে। নীল প্যানেল থেকে কোষাধ্যক্ষ পদে মো: কামাল হোসেন, সহসম্পাদক পদে মাহফুজ বিন ইউসুফ ও মাহবুবুর রহমান খান বিজয়ী হয়েছেন। সাতটি সদস্য পদের মধ্যে বিএনপি সমর্থিত নীল প্যানেল চারটি এবং তিনটি পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত সাদা প্যানেল জয় পেয়েছে।

বিএনপি সমর্থিত নীল প্যানেল থেকে বিজয়ী সদস্যরা হলেন- ব্যারিস্টার মাহাদিন চৌধুরী, গোলাম আক্তার জাকির, মঞ্জুরুল আলম সুজন ও মো: কামরুল ইসলাম। আওয়ামী লীগ সমর্থিত সাদা প্যানেলের বিজয়ী সদস্যরা হলেন- ফাতেমা বেগম, শাহাদাত হোসাইন ও সুব্রত কুমার কুন্ডু। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে ভোট গণনা শুরু করেন নির্বাচন পরিচালনা উপকমিটির আহ্বায়ক এ ওয়াই মশিউজ্জামান।

এ সময় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা (অ্যাটর্নি জেনারেল) এ এম আমিন উদ্দিন, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এ জে মোহাম্মদ আলীসহ ভোটে অংশ নেয়া প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। এ নির্বাচনে দুই দিনে পাঁচ হাজার ৫৯১ আইনজীবী ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

অমর একুশে বইমেলা ২০২২ঃ ৫২ কোটি টাকার বই বিক্রি

১০২ কেক কেটে জাতির পিতার জন্মদিন পালিত

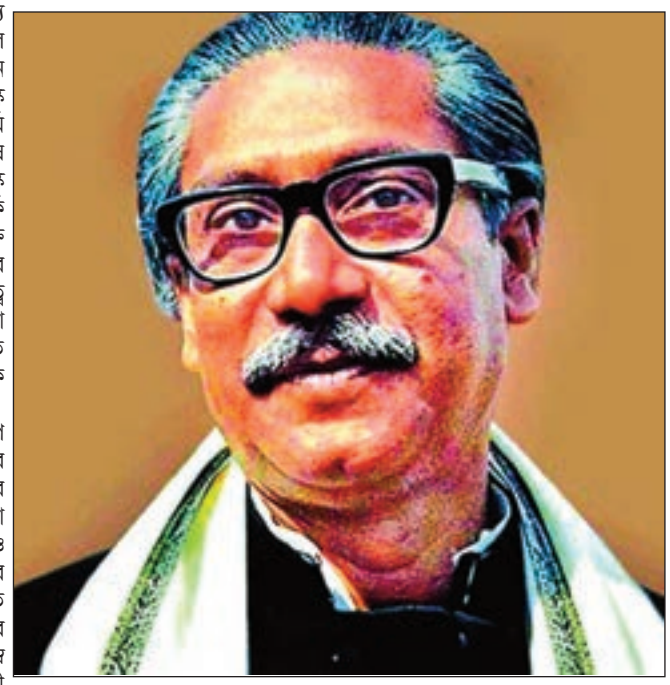
ঢাকা ডেস্কঃ প্রকাশকদের হিসাব অনুযায়ী গত বছর বইমেলায় তিন কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। যা তার আগের বছর অর্থাৎ ২০২০ সালে বিক্রি হয়েছিল ৮২ কোটি টাকার বই। এবার ১৬ মার্চ পর্যন্ত স্টল মালিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এবং বৃহস্পতিবারের সম্ভাব্য বিক্রি যুক্ত করে কমপক্ষে সাড়ে ৫২ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে সমাপনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানান মেলার সদস্য সচিব ও বাংলা একাডেমির পরিচালক জালাল উদ্দিন আহমেদ। এদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মদিনের আয়োজনে ১০২ কেক কেটে তার প্রতি সম্মান জানান প্রকাশকরা। উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সাংস্কৃতিক আয়োজন ও সবশেষে আতশবাজির মাধ্যমে শেষ হয় ২০২২ সালের অমর একুশে বইমেলা। সমাপনী আয়োজনে প্রতিবেদন উপস্থাপন করে মেলার সদস্য সচিব জালাল বলেন, বইমেলায় বাংলা একাডেমিসহ সব প্রতিষ্ঠানের বই ২৫ শতাংশ কমিশনে বিক্রি হয়েছে। ২০২০ সালে বাংলা একাডেমি মোট ২ কোটি ৪৬ লাখ টাকার বই বিক্রি করেছিল। এবার ১৬ মার্চ পর্যন্ত ৩০ দিনে বাংলা একাডেমি ১ কোটি ২৭ লাখ টাকার বই বিক্রি করেছে। ২০২১ সালে একাডেমি মাত্র ৪৬ লাখ টাকার বই বিক্রি করেছিল।

জালাল আহমেদ আরও জানান, মেলায় মোট বই প্রকাশ হয়েছে ৩ হাজার ৪১৬টি। এর মধ্যে মানসম্পন্ন বই নির্বাচিত হয়েছে ৯০৯টি, যা পুরো বইয়ের ২৬ ভাগ। ২০২০ সালে এ হার ছিল ১৫ ভাগ।

বইমেলার সমাপনী দিনে মেলা চলেছে সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। এদিন নতুন বই আসে ২১৫টি। মেলায় বিকালের পর জনসমাগম ছিল বেশ। বইয়ের বিক্রিও ছিল ভালো। যদিও বেশিরভাগ প্রকাশক শেষ দিনের বিক্রি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেননি।

এদিন বঙ্গবন্ধুর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিকাল মূলমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নজরুল ইসলাম, স্বদেশ রায় ও মিজানুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

বিকালে ভাষাশহিদ মুক্তমঞ্চে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিকাল ৫টায় সমাপনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বইমেলার সদস্য সচিব জালাল আহমেদ। প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কেএম খালিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অসিম কুমার দে। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।



কেএম খালিদ এমপি বলেন, গত বছর করোনা মহামারির ভয়াবহতায় আমরা বইমেলা শুরু করেও নির্ধারিত সময়ের আগে শেষ করতে বাধ্য হয়েছি। তবে এবার বইমেলা বিলম্বে শুরু হলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগ্রহে ১৭ মার্চ বইমেলা শেষ হয়। অমর একুশে বইমেলার প্রায় চার দশকের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি বইমেলা।

সেলিনা হোসেন বলেন, বইমেলা জাতির প্রাণকে আলোকিত করে, বাঙালির ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে তুলে ধরে এবং প্রজন্মকে গড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়।

মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, পরিসর বৃদ্ধিসহ নানা উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মেলাকে সার্থক করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

এদিন লেখক বলছি অনুষ্ঠানে নিজের বই নিয়ে আলোচনা করেন মুম রহমান।

গুণীজন স্মৃতি পুরস্কার ২০২২ : ২০২১ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণমানসম্মত সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আগামী প্রকাশনীকে চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার-২০২২, ২০২১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে শৈল্পিক ও গুণমান বিচারে সেরা গ্রন্থ বিভাগে আবুল হাসনাত সম্পাদিত বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ স্মারক প্রকাশের জন্য বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, জালাল ফিরোজ রচিত লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর একদিন গ্রন্থের জন্য জার্নিম্যান বুকস এবং সৈয়দ আবুল মকসুদ রচিত নবাব সলিমুল্লাহ ও তার সময় গ্রন্থের জন্য প্রথমা প্রকাশনাকে মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়। ২০২১ সালে শিশুদের জন্য প্রকাশিত বইয়ের মধ্য থেকে গুণমান বিচারে সর্বাধিক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কথাপ্রকাশকে রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বছর মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকে নান্দনিক অঙ্গসজ্জায় সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় নবান্ন প্রকাশনী, নিমফিয়া পাবলিকেশন এবং পাঠক সমাবেশকে। পুরস্কারপ্রাপ্ত সব প্রকাশককে ৫০ হাজার টাকার চেক, সনদ ও ক্রেস্ট দেওয়া হয়।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাপনী সাংস্কৃতিক আয়োজন : মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা ২০২২-এর সমাপনী আয়োজনের অংশ হিসেবে রাতে স্বাধীনতাস্তম্ভ সংলগ্ন মঞ্চে সাংস্কৃতিক আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশে প্রথম কিউ আর কোড সংবলিত রান্নার বই : বাংলাদেশের প্রথম কিউ আর কোড সংবলিত বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় প্রকাশিত 'সুমির সাথে রান্না' বইটি প্রকাশ করেছে বাংলানামা। বইমেলায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্ধারিত স্থানে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেফ টনি খান। এ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন-বইটির লেখক রন্ধনশিল্পী আফরোজা নাজনীন সুমি, কাতারের গোল্ড মেডেল পাওয়া সেফ নিক্কন আহমেদ, সেফ জাকির হোসেন, জুবায়ের আলম, পার্বতী অরগানিক অ্যাগ্রোর ডিরেক্টর তাসকিন খুরশিদ, লুতফুর হক সোয়েব, সুচিত্রা মিলিসহ আরও অনেকে। ৩১২ পৃষ্ঠার এ বইটিতে রয়েছে ১৩৮টি ঝটপট মজাদার রেসিপি আর রেসিপির ছবি। প্রতিটি রেসিপির নিউট্রিশন ভ্যালুও দেওয়া আছে বইটিতে। আফরোজা নাজনীন সুমি যুগান্তরের 'ঘরেবাইরে' বিভাগসহ বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত রেসিপি দিয়ে থাকেন।

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School

- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!

SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.


গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ২২ ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ



ঢাকা ডেস্ক: 'আজি নুংসি নুপাং মনহান্ন আপনাগাছির মুঙে আহিলু। আপনাগাছি হাবিয়ৌ হারপারাইতা বারো বু-ঝরাইতা।' এ দুটি বাক্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিদের ভাষায় লেখা। এর অর্থ স্বভাবতই বাংলাভাষী তো বটেই, দেশের অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠীর মানুষের কাছেও বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। তবে বাক্য দুটি বাংলায় লিখলে সহজেই বোঝা যাবে। কারণ এটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের সেই অমর ভাষণটির শুরুর দুই বাক্য। তা হলো, 'আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন, সবই বোঝেন।'

শুধু বিষ্ণুপ্রিয়াদের ভাষায় নয়, দেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ২২টি ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ অনুবাদ হয়েছে। এ কাজ করেছে আন্তর্জাতিক সংগঠন সামার ইনস্টিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিকস (সিল)। গত ১৫ মার্চ মঙ্গলবার অমর একুশে বইমেলায় এ ভাষণসংবলিত একটি বইয়ের প্রকাশনা হবে। দেশে এতগুলো জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের অনুবাদ এই প্রথম।

যে ২২টি ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ অনুবাদ হয়েছে, সেগুলো হলো বম, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, চাকমা, গারো, হাজং, খাসি, খিয়াং, কোচ, কোল, লুসাই, মাহালে, মেইতে মণিপুরি, ম্রো, মুন্ডা, ওঁরাও কুরুখ, ওঁরাও সাদ্রি, পাহাড়ি, পাংখোয়া, সাঁওতাল, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা ও কোডা। সংখ্যায় বেশি বা পরিচিত চাকমা, গারো, সাঁওতাল ভাষার পাশাপাশি সংখ্যা একেবারে কম পাংখোয় এবং কোডাদের ভাষায় এ ভাষণ অনুবাদ হয়েছে।

এ উদ্যোগকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলছেন শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'যে কাজ করা উচিত ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই, তা করা হলো স্বাধীনতার ৫০ বছর পর। কিন্তু যত দেরিই হোক, এর মাধ্যমে দেশের বাংলাভাষী নন, এমন জাতির মানুষের কাছে আমাদের দায় কিছুটা হলেও শোধ হলো।'

ইউনেসকোর একটি উপদেষ্টা কমিটি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটিকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ২০১৭ সালে। সামার ইনস্টিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিকস (সিল) ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষার সুরক্ষায় গবেষণার কাজ করে। বিশেষ করে যেসব ভাষা বিপন্ন, সেগুলোর প্রয়োজনমতো বর্ণমালা বা ব্যাকরণ তৈরির কাজও করে প্রতিষ্ঠানটি।

২২ ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রকাশের কারণ প্রসঙ্গে সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর কর্নেলিয়াস টুডু বললেন, '৭ মার্চের ভাষণ আমাদের কাছে গর্ব আর সাহসের দলিল। বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষ নিজেদের ভাষায় এসব সাহসী উচ্চারণ করবে, এটা আমাদের প্রত্যাশা। দ্বিতীয় বিষয় হলো, এসব মানুষ তাদের নিজের ভাষার গুরুত্ব খুঁজে পাবে। তারাও যে জাতীয় উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের, এটা ভেবে তারা গর্ব অনুভব করবে।'

এর আগে ২০২০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় মুজিব বর্ষ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি প্রধান জাতিসত্তা চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছিল। সোমবার (১৪ মার্চ) পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, এর কাজ এখনো শেষ হয়নি।

সিল এ কাজ শুরু করেছিল এক বছর আগে। এক বছর সময় লেগেছে ২২ ভাষায় ভাষণটি অনুবাদ করতে। তাদের লক্ষ্য সরকার স্বীকৃত দেশের ৫০টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষাতেই বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের অনুবাদ করা। তবে এ দফায় ২২টি ভাষায় করার কারণ প্রসঙ্গে সিলের কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ) ডনি গোমেজ বলেন, 'সব জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে আমাদের কাজের সুযোগ হয়নি এখনো। আবার সব ভাষার লিখিত রূপ নেই। আরও যোগাযোগ সৃষ্টি করে এবং লিখিত রূপ তৈরি করে আমরা সব কটি ভাষাতেই ভাষণটি প্রকাশের ব্যবস্থা করব।'

সিল এ ভাষণ অনুবাদের কাজ করেছে এসব জাতির মানুষের সহায়তায়। প্রতিটি জাতির একেকজন তাঁর ভাষার অনুবাদ করেছেন। তবে অনুবাদ করতে তাঁরা নিজ ভাষার একাধিক লোককে তা দেখিয়ে নিয়েছেন বলে জানান ভাষণটি বম ভাষায় অনুবাদকারী ভাননুনসিয়াম বম। তিনি বলেন, 'আমার জাতির প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সহায়তা নিয়েছি যাতে কোনো ভুল না থাকে।'

সিলের এ কাজ ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে দেওয়া হয়েছে। বাংলা একাডেমিকেও দেওয়া হবে বলে জানান সিলের গবেষণা সমন্বয়ক মাই-ফুল আরা। তিনি বলেন, 'এ ভাষণ যেসব জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে ১০টি করে কপি দেওয়া হবে। আর এ ভাষণকে আমরা শিক্ষা

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)
একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021
For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)



দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice
SHEIKH SALIM
Attorney at Law
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
লেড বিষ সম্বন্ধীয়
বার্থ রিলেটেড ইনজুরী
ভুল চিকিৎসা
মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
কাজের সময় দুর্ঘটনা
পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



বাংলাদেশের স্বাধীনতা লক্ষ প্রাণের দান

মহান স্বাধীনতার এই মাসে

সকল বীর শহীদদের প্রতি

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

প্রতি বছর ১২ হাজার শিশু ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে

ঢাকা ডেস্ক: দেশে প্রতি বছর নতুন করে ১২ হাজার শিশু ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে। বর্তমানে দেশে ৩ থেকে ৪ লাখ শিশু ক্যানসার রোগী আছে। যার ৮০ শতাংশই রয়েছে চিকিৎসার বাইরে। ২০০৩ সালে যেখানে বছরে নতুন ২০০ রোগী শনাক্ত হতো, তা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার থেকে ২২ শতে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ শিশু রক্ত রোগ ও ক্যানসার সোসাইটি সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। এ অবস্থা পরিবর্তনে জনসংখ্যা ভিত্তিক ক্যানসার রেজিস্ট্রেশন, শুরুতেই রোগ নির্ণয়, সঠিক চিকিৎসা প্রদান ও চিকিৎসা সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। একই সঙ্গে জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে শিশু ক্যানসার বিষয়টি অন্তভু□র্ক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দিয়েছেন তারা।

চিকিৎসরা জানান, দেশে ৬৭ শতাংশ চিকিৎসা খরচ বোগীদের বহন করতে হয়। শিশু ক্যানসারের ক্ষেত্রে এই খরচের ৮০ শতাংশই নিজের বহন করতে হয়। ব্যয়বহুল এই চিকিৎসা চালিয়ে নেওয়াই বড় চ্যালেঞ্জ। চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য অনেকে নিরাময়যোগ্য ক্যানসার রোগীর চি-কিৎসা করাতে পারেন না। ভুল রোগ নির্ণয়, সময়মতো ভর্তি হতে না পারা, আবার হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাবসহ নানা কারণে ১০ শতাংশ রোগী মারা যায়। অন্যদেশে এই হার মাত্র ২/৩ শতাংশ।

বিএসএমএমইউর চিত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৩ সালে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে শিশু ক্যানসার ও রক্তরোগ বিভাগ চালু করা হয়। ২১ শয্যার এ বিভাগে ১৯ মাসের ছেলে আজিজুল হাকিমের ক্যানসার চিকিৎসা করাচ্ছেন পারভিন আক্তার। তিনি জানান, তার ছেলের পাকস্হলিতে ক্যানসার হয়েছে। চিকিৎসা করছেন এখানে। ছেলে আগের চেয়ে ভালো, তবে কবে সুস্হ হবে তা জানা নেই। রাজশাহীর শামীমা আছেন দুই বছরের ছেলে আবিদকে নিয়ে। তার লিভারের টিউমার ক্যানসারে রূপ নিয়েছে।

তিনি জানান, নিজের খরচে তিন মাস ধরে চিকিৎসা করাচ্ছেন, দুই একটা ইনজেকশন শুধু হাসপাতাল থেকে পাওয়া যায়। বাড়ির বাইরে থেকে চিকিৎসা করাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে তাদের।

বিএসএমএমইউ কতৃ□র্পক্ষ জানায়, প্রতিদিন বহির্বিভাগে ৭০ থেকে ৮০ জন রোগী চিকিৎসার জন্য আসে। কিন্তু শয্যা খালি হওয়ার ভিত্তিতে মাত্র ৬-৭ জন রোগী ভর্তি হতে পারে। রোগীর সংখ্যা বাড়ার কারণ সম্পর্কে বিএ-সএমএমইউ-এর শিশু ক্যানসার ও রক্তরোগ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. এ টি এম আতিকুর রহমান বলেন, সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ নির্ণয় কার্যক্রম বাড়ার ফলে অধিকমাত্রায় রোগ নির্ণয় হচ্ছে। ফলে চিকিৎসার



প্রয়োজনও বাড়ছে। দ্বিতীয়ত, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়ার কারণে মানুষের চিকিৎসা নেওয়ার আগ্রহ বাড়ছে। তারপরও আমরা ৮০ শতাংশ রোগীকে সেবা দিতে পারি না।

আরো যেখানে মিলছে চিকিৎসা সুবিধা

ঢাকা শিশু হাসপাতালের হেমাটোলজি অনকোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. সেলিমুজ্জমান জানান, বর্তমানে এই বিভাগে ২৪টি শয্যা আছে। প্রতিদিন চাপ বাড়ছে। সবাইকে তারা সেবা দিতে পারেন না। জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফেরদৌসী বেগম জানান, এখানে ৪০টি শয্যায় ক্যানসারের চিকিৎসা হচ্ছে। এখানে রোগ নির্ণয় করাসহ ৭০ শতাংশ ওষুধ বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে রোগীর সঙ্গে আসেন বাবা-মা। ঢাকায় তাদের থাকার অনেক অসুবিধা হয়। তাদের কথা ভেবে যদি কোন আশ্রয়কেন্দ্র করা হতো তাহলে ভালো হতো। এছাড়া শিশুদের জন্য আলাদা রেডিওথেরাপি মেশিন হলে চিকিৎসা আরো ভালো হতো। প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালে এক সঙ্গে ৭টি মেডিক্যাল কলেজসহ জাতীয় ক্যানসার ইনস্টিটিউটে শিশু ক্যানসার চিকিৎসা চালু করা হয়। তবে ব্যক্তিমালিকানাধীন হাস-পাতালে শিশু ক্যানসারের চিকিৎসা তেমনভাবে শুরু হয়নি। তাই সচ্ছল পরিবার চিকিৎসার জন্য বিদেশে চলে যাচ্ছে।

দ্রুত রোগ নির্ণয় ও সম্পূর্ণ চিকিৎসার ওপর জোর

ইন্টারন্যাশনাল চাইল্ড ক্যানসার কনসোর্টিয়ামের মতে, উন্নত দেশে বছরে ১০ লাখ শিশুর মধ্যে ১৬০ জন ক্যানসার আক্রান্ত হচ্ছে। উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে এর সংখ্যা কম এমন কোন প্রমাণ নেই বলে জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু ক্যানসার ও রক্তরোগ বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, সেই হিসেবে আমাদের দেশের শিশুর সংখ্যা অনুযায়ী প্রতি বছর ১২ হাজার রোগী ক্যানসার আক্রান্ত হয়। যারা সম্পূর্ণ চিকিৎসা করায় তাদের মধ্যে ৫৮ থেকে ৬০ শতাংশ রোগী ভালো হয়। ভালো হওয়াটা নির্ভর করে তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা শেষ করার ওপর।

সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞজনের মতে, উন্নয়নশীল দেশে ২০ শতাংশ এবং উন্নত দেশে ৮০ শতাংশ রোগী চিকিৎসার মাধ্যমে ভালো হয়। এই গ্যাপ কমানোর জন্য ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্হা 'গ্লোবাল চাইল্ড হুড ক্যানসার ইনিসিয়েটিভ' গ্রহণ করে। এর উদ্দেশ্য সারা বিশ্বে শিশু ক্যানসার নিরাময় ৬০ শতাংশ অর্জন করা।

বাংলাদেশ শিশু রক্তরোগ ও ক্যানসার সোসাইটির মহ-াসচিব ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহ-াপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডাক্তার একেএম আমিরুল মোরশেদ খসরু বলেন, রোগ নির্ণয়কে ঢাকা কেন্দ্রিক না করে প্রান্তিক পর্যায় ছড়িয়ে দিতে হবে। সরকারি ৮টি মেডিক্যাল কলেজে ৮টি ক্যানসার সেন্টার করার কাজ উদ্বোধন করা হয়েছে। সেখানে ২০টি করে শয্যা নিয়ে শিশু ক্যানসার বিভাগ করা হবে। এছাড়া ক্যানসারের ওষুধ সরকারের যতটা দেওয়ার সক্ষমতা আছে ততটা হাসপাতাল কতৃ□র্পক্ষ নিতে পারছে না। বছরের শুরুতে কত ওষুধ লাগবে তা জানালে অনেক ওষুধই পাওয়া সম্ভব।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মুলত্নাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)




প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেগুলার বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
সাধারণ বাসমতি রাইস	$ 13.99
মুগলকলা বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com





বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে জাতির পিতা'র জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন

নিউইয়র্ক: জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমূখর পরিবেশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনের মধ্য দিয়ে



দুই পর্বে বিভক্ত অনুষ্ঠানটির প্রথম পর্ব শুরু হয়। প্রথম পর্বে আরও ছিল জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শাহাদাত বরণকারী সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত; রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং জন্মদিনের কেক কাটা।

অনুষ্ঠানটির দ্বিতীয় পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশী শিশুদের অংশগ্রহণে ভার্চুয়ালভাবে আয়োজিত শিশু আনন্দমেলা। এই আনন্দমেলায় ইতোপূর্বে মিশন আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ' উপস্থাপন এবং 'নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্যে পত্রলিখন' প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা এবং তাদের ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া দ্বিতীয় পর্বে শিশুদের অংশগ্রহণে আরও অনুষ্ঠিত হয় "শতবর্ষের নতুন প্রভাত" শীর্ষক আলেখ্য অনুষ্ঠান, সমবেত সঙ্গীত 'বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে' ও নৃত্যানুষ্ঠান ও র‍্যাফেল ড্র। ভার্চুয়াল এই আয়োজনে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের উপর একটি প্রামাণ্য ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানটিতে স্বাগত বক্তব্যে রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার/ সকল শিশুর সমান অধিকার' উল্লেখ করে শিশুদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমাদের দেশের শিশুদের সমান অধিকার রক্ষা, সাবলিল বিকাশ ও সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য জাতির পিতা তার সাড়ে চার বছরের সরকারে অনেক কাজ করে গেছেন। তিনি ১৯৭৪ সালে জাতীয় শিশু আইন প্রনয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন। এরফলে শিশু বিকাশের পথ সুগম হয়। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার শিশু বিকাশ ও শিশু উন্নয়নে যেসকল যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তা তুলে ধরেন স্থায়ী প্রতিনিধি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং জাতিসংঘ শিশু সনদের সাথে সঙ্গতি রেখে শিশু আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। চালু রয়েছে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা। বছরের শুরুতেই শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে রঙ্গিন পাঠ্যপুস্তক। আজ দেশের প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে।

শিশুদের উদ্দেশ্যে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের নানা দিক তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি বলেন, আমাদের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে জড়িয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর নাম। তার আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙালী জাতি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য। তাই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একইসূত্রে গাঁথা। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার নানাদিক শিশুদের সামনে তুলে ধরেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে জাতির পিতার সংগ্রামী জীবন সমন্ধে অবহিত করা এবং শিশুকাল থেকেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অভিভাবকসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

স্থায়ী মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের সন্তান ও পরিবারের সদস্যগণ, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা) এবং বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা) এর শিশু শিল্পী এবং নিউইয়র্কে বসবাসরত শিশু ও তাদের অভিভাবকসহ স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশী কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বগণ ভার্চুয়াল এই শিশু আনন্দমেলায় অংশগ্রহণ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংড়ঢ়ধরধ খড়পধরঢ়হ
২৮-৫৭ ঝধবরহধু ঝধৎবধঃ,
অংড়ঢ়ধরধ, ঘঢ
ঘ ংধরহ ড়ঢ় ৩০ অব. ঝধৎধরঢ়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়



AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



মঈন আলীকে ভিসা দিচ্ছে না ভারত

ঢাকা, ২০ মার্চ : আইপিএলের মেগা অকশনে মঈন আলীর নামই উঠতে দেয়নি চেন্নাই সুপার কিংস। ইংলিশ তারকাকে ডিরেক্ট সাইনিংয়ে দলে ভিড়িয়েছে দলটি। আইপিএল শুরুর মাত্র ৬ দিন বাকি। তবে এখনো চেন্নাই শিবিরে যোগ দিতে পারেননি দলটির গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার মঈন আলী। ইংলিশ তারকাকে দেয়া হয়নি ভারত গমনের ভিসা।

আগামী ২৬শে মার্চ শুরু হবে আইপিএলের এবারের আসর। উদ্বোধনী ম্যাচেই কলকাতা নাই রাইডার্সের মুখোমুখি হবে চেন্নাই সুপার কিংস। তবে ভিসা জটিলতায় শুরুর ম্যাচে মঈনের খেলা নিয়ে শঙ্কা জেগেছে।

চেন্নাই সুপার কিংসের প্রধান নির্বাহী কাশি বিশ্বনাথন গণমাধ্যমকে বলেন, 'মঈন আলী গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি ভিসার জন্য কাগজপত্র জমা দিয়েছিল। তারপর ২০ দিন হয়ে গিয়েছে।

ও প্রায়ই ভারতে আসে, তা সত্ত্বেও ছাড়পত্র পাচ্ছে না।'

বিশ্বনাথন বলেন, 'আমরা আশা করছি সে শিগগির দলে যোগ দেবেন। মঈন কথা দিয়েছে ছাড়পত্র হাতে পেলেই ভারতের বিমানে উঠবেন। বিসিসিআইও এ বিষয়ে আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। আশা করছি সোমবারের মধ্যে সে ছাড়পত্র পেয়ে যাবে।'

মঈন একা নন, গুজরাট টাইটান্সের কোচিং স্টাফ আব্দুল নাঈমের ক্ষেত্রে ভিসা পাওয়া নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। দ্রুতই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে টাইটান্স কর্তৃপক্ষ। গুজরাটের এক মুখপাত্র ক্রিকবাজকে বলেছেন, 'আমরা নিশ্চিত যে বিষয়টি খুব দ্রুত সমাধান হবে।'

রিয়াল-বার্সা দ্বৈরথ রাত ২টায়

ঢাকা, ২০ মার্চ : মৌসুমের শুরুতে অচেনা এক বার্সেলোনার দেখা মিলেছে। টানা ব্যর্থতায় বাউগ্রানাদের চাকরি হারিয়েছেন রোনাল্ড কোম্যান। বার্সা ম্যানদের ভাগ্য ফেরানোর তাগিদে জাভি হার্নান্দেজকে দেয়া হয় ভার। সেই দায়িত্ব পেয়ে রাতারাতি বার্সেলোনাকে বদলে দিতে পারেননি স্প্যানিশ কিংবদন্তি। দল ভারি করতে অবামেয়াংতোরেসদের ভিড়িয়েছেন জাভি। বার্সা কোচের প্রচেষ্টা বিফলে যায়নি। ধীরে ধীরে নৈপুণ্যে ফিরছে চ্যাম্পিয়নস লীগ, কোপা দেল রেতে ব্যর্থ হওয়া বার্সেলোনা। নিজেদের প্রমাণ করার আরো একটি সুযোগ বার্সার। বড় মঞ্চে আজ রাতে মাঠে নামছে বার্সেলোনা। রাত ২টায় এল ক্লাসিকোয় রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে জাভির দল।



ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে জাভি বলেন, 'আমরা কতটা উন্নতি করেছি, তা দেখানোর জন্য এটি একটি অগ্নিপরীক্ষা। দারুণ একটি ম্যাচ খেলার জন্য অসাধারণ পরিবেশ এটি এবং দেখাতে হবে যে আমরা দুর্দান্ত ফর্মে আছি। আমরা দল হিসেবে উন্নত করেছি। আমাদের দৃঢ়তা দেখাতে হবে।'

নিজেদের উন্নতি হলেও রিয়াল মাদ্রিদকেই ফেভারিট মানছেন জাভি। তিনি বলেন, 'আমাকে যদি ফেভারিট বেছে নিতে বলা হয়, আমি বলবো রিয়াল মাদ্রিদ। তারা শীর্ষে আছে এবং তাদের দুর্দান্ত সময় কাটচছে। তবে আমরাও দারুণ সময় কাটাচ্ছি।'

দল দু'টি এল ক্লাসিকোয় খেলতে নামবে লীগে টানা চার জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে। ২৮ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ১৫

টাইগারদের হারিয়ে সমতায় ফিরলো দক্ষিণ আফ্রিকা

ঢাকা, ২০ মার্চ : দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সুযোগ ছিল এক ম্যাচ হাতে রেখেই ওয়ানডে সিরিজ জিতে নেয়ার। কিন্তু জোহানেসবার্গে হার দেখলো টাইগাররা। টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯৬ রান করে বাংলাদেশ। ৩৪ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর আফিফ হোসেন ও মেহেদী হাসান মিরাজের ব্যাটে মান বাঁচে দলের। জবাবে ৭ উইকেটে জয় তুলে নিয়ে সিরিজে সমতায় ফেরে দক্ষিণ আফ্রিকা। ব্রেস্ট ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচটি 'পিংক ডে ক্রিকেট' হিসেবে উদযাপন করে সিএসএ। তবে ব্যাটিংয়ে নেমেই যেন এলোমেলো হয়ে গেলো বাংলাদেশের ব্যাটাররা। শুরুতেই জোহানেসবার্গের উইকেটে আগের ম্যাচের তুলনায় বাড়তি বাউন্স পেয়েছে রাবাদা, তাতে একাই তুলে নিয়েছেন ৫ উইকেট। এটি তার ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় পাঁচ উইকেট শিকার, প্রথমটি ছিল টাইগারদের বিপক্ষেই নিজের অভিষেক ম্যাচে।



জবাব দিতে নেমে অসুস্থতা কাটিয়ে ফেরা কুইন্টন ডি ককের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে কেবল ৪৪ বলে এসেছে উদ্বোধনী জুটির পঞ্চাশ। ৮৬ রানের এই জুটি ভাঙে ইয়ানেমান মালান ২৬ রানে আউট হওয়ার পর। ৯ চার ও ২ ছয়ে ডি কক ৬২ রান করে আউট হলেও ততক্ষণে সহজ জয়ের লক্ষ্য পেয়ে যায় স্বাগতিকরা। তাকে ফেরান সাকিব আল হাসান। এরপর আফিফ হোসেন বিদায় করেন টেম্বা বাভুমাকে। ৫২ বলে তিন চার ও এক ছক্কায় ৩৭ রান করেন তিনি। অন্যদিকে তার সঙ্গী কাইল ভেরেইনা ততক্ষণে ফিফটি তুলে নিয়েছেন। ১৭৬ রানে তিন উইকেট হারানো প্রোটিয়া ব্যাটার আর দলকে বিপদে পড়তে দেননি। তার ব্যাট থেকে আসে ৭৭ বলে অরাপজিত ৫৮ রানের দারুণ ইনিংস।

আগামী ২৩শে মার্চ সেঞ্চুরিয়নে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে দু'দল।

এর আগে ১৯৪/৯ সংগ্রহ নিয়ে ইনিংস শেষ করে বাংলাদেশ। সর্বোচ্চ ৭২ রানের ইনিংস খেলে টাইগারদের লজ্জা থেকে বাঁচান আফিফ হোসেন ধ্রুব। সাত নম্বরে ব্যাট হাতে ১০৭ বলের ইনিংসে আফিফ হাঁকান ৯টি চার। আট নম্বর ব্যাটার মেহেদী হাসান মিরাজ করেন ৩৮ রান। বল হাতে ১০ ওভারের স্পেলে ৩৯ রানে পাঁচ উইকেট নেন প্রোটিয়া পেসার কাগিসো রাবাদা।

জোহানেসবার্গে ৩২ রানে পঞ্চম উইকেট খোয়ানোর পর ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় ছিল বাংলাদেশ। তবে আবারো ওই ২৫ রান করলেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ! দলীয় ৯৪ রানে শামসির বলে খোঁচা দিয়ে লেগ স্লিপে ক্যাচ তুলে সাজঘরে ফেরেন তিনি। এতে ভেঙে যায় বাংলাদেশের আশা জাগানিয়া জুটি। আফিফ হোসেন ও রিয়াদের জুটিতে আসে ৬০ রান। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতেও ২৫ রান করেছিলেন মাহমুদুল্লাহ।

এর আগে টপ অর্ডারদের ব্যর্থতার দিনে দৃঢ় ব্যাটিংয়ে ক্রিজে থাকার চেষ্টা করছিলেন মুশফিকুর রহীম। তবে ব্যর্থতা সঙ্গী হয়েছে মিস্টার ডিপেন্ডেবলেরও। ৩১ বলের ১২ রান করে ফিরেছেন সাজঘরে।

এক ম্যাচের ব্যবধানে এ যেনো অন্য বাংলাদেশ। হাফসেঞ্চুরির পসরা সাজিয়ে বসা টাইগাররা এবার পড়েছে ব্যাটিং ধসে। এরইমধ্যে চার উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। সবশেষ উইকেট হিসেবে ক্রিজ ছেড়েছেন আগের ম্যাচের হাফসেঞ্চুরিয়ান ইয়াসির আলী চৌধুরী।

মাত্র ২৩ রানে তিন উইকেট হারানোর পর থিতু হওয়ার চেষ্টায় মাটি কামড়ে খেলছিলেন ইয়াসির-মুশফিক। ১৪ বলে মাত্র ২ রান করা ইয়াসির সর্বোচ্চ চেষ্টায়ওই হতে পারেননি থিতু। রাবাদার উইকেটে পরিণত হন তিনি।

১২.৩ ওভার শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৩৪ রান। ৩১ বলে ১২ রান নিয়ে ধীরেসুস্থে ইনিংস বড় করার চেষ্টায় মুশফিক রয়েছেন ক্রিজে।

২৩ রানে ৩ উইকেট নেই বাংলাদেশের

আফগান সিরিজে লিটন দাস ছাড়া কেউই ব্যাট হাতে ছিলেন না নিয়মিত। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে শুরুর পাঁচ ব্যাটারের ৪ জনই বড় ইনিংস খেলে দুঃসময় পেছনে ফেলার আভাস দিয়েছিল। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখছে টিম টাইগার্স।

মাত্র ২৩ রানেই তিন উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ।

৮ রানে তামিম-সাকিব সাজঘরে ফেরেন। এরপর লিটন দাসও বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেননি ক্রিজে। ৭.১ ওভারে ১৫ রান করে কাগিসো রাবাদার শিকার হন তিনি।

৭.৪ ওভার শেষে ৩ উইকেটে ২৪ রান বাংলাদেশের।

তামিম ১, সাকিব শূন্য

আফগানিস্তান সিরিজে নিজের ছায়া হয়ে ছিলেন তামিম ইকবাল। ঘরের মাঠে রান খরায় ভোগা টাইগার অধিনায়কের ব্যাট দক্ষিণ আফ্রিকায় হেসেছে। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৪১ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলে বাংলাদেশের জয়ে রাখেন বড় ভূমিকা। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে ফের ব্যর্থ হলেন তামিম। মাত্র ১ রানে ফিরলেন সাজঘরে। তামিমের পর ডাক মারেন সাকিব আল হাসান।

টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ধীরে-সুস্থে করেন দুই ওপেনার তামিম ও লিটন। তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারলেন না তামিম। দলীয় ৭ রানে প্রথম উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। ২.২ ওভারে লুঙ্গি এনগিডি বলে ক্যাচ তুলে দেন তামিম।

তামিমের বিদায়ের পর সাকিবও হন ব্যর্থ। ৫টি বল খেলে রানের খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফেরেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার।

৩.৩ ওভার শেষে ২ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৮ রান।

টসে জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

২০ বছরের আক্ষেপ মোচন হয়েছে বাংলাদেশের। সাকিব-মিরাজদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতেছে টাইগাররা। এবার জোহানেসবার্গে সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে প্রোটিয়াদের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। ইতোমধ্যেই টসে জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন টাইগার অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

বাংলাদেশ একাদশ: তামিম ইকবাল (অধিনায়ক), লিটন দাস, সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহীম (উইকেটরক্ষক), ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি, আফিফ হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান।

দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ: জানেমান মালান, কুইন্টন ডি কক (উইকেটরক্ষক), টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), কাইল ভেরেইন্নে, রাসি ভ্যান সেন, ডেভিড মিলার, ওয়েইন পারনে, কাগিসো রাবাদা, কেশভ





স্মার্টফোনের বিকল্প আসছে

(প্রথম পাতার পর)

সমাধান দিলেন মার্কিন পুঁজিপতি বিল গেটস। তিনি এবার এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরেছেন যা এর আগে কেউ কখনো বলতে পারেনি। বিল গেটস জানান, স্মার্টফোনের বিকল্প নতুন প্রযুক্তির নাম ইলেক্ট্রনিক ট্যাটু। খবর ব্লুমবার্গের।

বিল গেটস জানান, চাওটিক মুন নামে একটি সংস্থার প্রস্তুতকারী নতুন প্রযুক্তি ইলেক্ট্রনিক ট্যাটু একটি বায়োটেকনোলজি ভিত্তিক কৌশল। এর মাধ্যমে মানবদেহের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা যাবে। এ ট্যাটু মূলত প্রাথমিক চিকিৎসা ও ক্রীড়া বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে। তিনি আরও জানান, এর মাধ্যমেই রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন। পাশাপাশি এই ট্যাটুর মাধ্যমে শারীরিক কর্মক্ষমতাকে উন্নত করাও সম্ভব হবে। স্মার্টফোনের বিকল্প নিয়ে নিয়ে এখন বিস্তর গবেষণা চলছে। এই নতুন প্রযুক্তি প্রস্তুতকারী সংস্থা জানিয়েছে, এটি ত্বকে অস্থায়ীভাবে ছোট সেন্সর এবং ট্র্যাকারগুলো নিয়ে কাজ করবে। যা একটি বিশেষ কালির মাধ্যমে তথ্য পাঠাবে ও গ্রহণ করবে।

তবে ইলেক্ট্রনিক ট্যাটুর প্রাথমিক বাস্তবায়নকে বিল গেটস যথেষ্ট বলে মনে করছেন না। তিনি ভবিষ্যতে এ ডিভাইসকে আজকের স্মার্টফোনের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

অ্যামনেস্টি অ্যাওয়ার্ডস পাচ্ছে

(প্রথম পাতার পর)

সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। ১১ টি ক্যাটাগরিতে প্রতি বছর উক্ত পুরস্কার প্রদান করে সংস্থাটি। এ বছর ইনভেস্টিগেশন্স ক্যাটাগরিতে মনোনীত হয়েছে কাতার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক টিভি চ্যানেল আল জাজিরার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন্ধঅল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস ম্যান্ন।

এক বিবৃতিতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে- পুরস্কার ঘোষণার জন্য বিচারক প্যানেলের মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাজ্যের হাই-প্রোফাইল সাংবাদিকবৃন্দ, অতীতে উক্ত পুরস্কার বিজয়ীরা এবং অ্যামনেস্টির প্রতিনিধিরা। ০৪ মে ২০২২, তারিখে লন্ডনে এক অনুষ্ঠানে এ বছরের পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে।

উল্লেখ্য, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস গুরুত্বপূর্ণ সব মানবাধিকারের গল্প বলার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা সাংবাদিক ও সম্পাদকদের সাহস ও সংকল্পের প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে মানবাধিকার সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠত্ব উদযাপন করে থাকে।

র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা

(প্রথম পাতার পর)

আলোচনা হয়েছে, আরো আলোচনা হবে। নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী ৩ মাসে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রমে যে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে সেই অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (নন-পেপার) যুক্তরাষ্ট্রকে শেয়ার করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, এ নিয়ে আগামী দিনে বিভিন্ন বৈঠকে কথা হবে। তিন মাসের অগ্রগতিতে যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট কি-না? এমন প্রশ্নে অবশ্য তিনি নীরব থেকেছেন। রোববার বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের অষ্টম অংশীদারি সংলাপ শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। বৈঠকে অস্ত্র বিক্রির পথ সুগম করতে জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট (জিসোমিয়া)-এর খসড়া বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড জানান, ইন্দো প্যাসিফিকের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে পাশে চায়। এর আগে সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অংশীদারি সংলাপে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ। মাসুদ বিন মোমেন বলেন, গণতান্ত্রিক চর্চা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, শ্রম অধিকার এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির মতো বিষয়েও আমরা আমাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছি। তাছাড়া বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর সম্ভাব্য সহযোগিতা গভীর করার বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।।

‘রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেয়াই ছিল আমার

(প্রথম পাতার পর)

উভয় পক্ষের সম্মতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ছিলেন। তার সুদক্ষ নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ধারায় ফেরে বাংলাদেশ। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তাকে রাষ্ট্রপতি করা হয়। তিনি রাষ্ট্রপতি থাকাকালে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে পরাজিত হয়। এরপর আওয়ামী নেতাদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন সাহাবুদ্দীন আহমদ। এ ঘটনায় দীর্ঘসময় নিশ্চুপ থাকার পর সাহাবুদ্দীন আহমদ একটি সুলিখিত বিবৃতি দেন গণমাধ্যমে। যার সূত্র ধরে ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে সাহাবুদ্দীন আহমদের একটি সাক্ষাৎকার নেন যুগান্তরের তৎকালীন প্রধান প্রতিবেদক বর্তমান সম্পাদক সাইফুল আলম। ২০০২ সালের ১২ জানুয়ারি সাক্ষাৎকারটি যুগান্তরে প্রকাশিত হয়। উৎসুক পাঠকের কথা বিবেচনায় নিয়ে সাক্ষাৎকারটি আজ আবার প্রকাশ করা হলো :

বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ

চাপা ক্ষোভ, ক্ষোভ নয় গভীর দুঃখবোধ নিয়েই প্রায় ৭০ মিনিট কথা বললেন ছোটখাটো মানুষটি। দেখতে ছোটখাটো কিন্তু প্রজ্ঞা, মননশীলতা ও অভিজ্ঞতায় বড় মাপের এ মানুষটি সংবাদপত্রে রেড লেটারের শিরোনামে ঝড় তুললেন। এ যেন পৌষের শান্ত সাগরে হঠাৎ ঊর্মিমুখর ঝঞ্ঝা। বলছি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কথা। সাবেক রাষ্ট্রপতির কথা। দীর্ঘদিন ধরে আক্রমণের শাণিত তূণে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি। অবশেষে আক্রমণের তীরগুলো তিনি দারুণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন প্রতিপক্ষকে। প্রতিপক্ষ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমানে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। বিশ্বাসঘাতক, বেইমান, ষড়যন্ত্রকারী-নানা বিশ্লেষণে বিশেষিত সাবেক রাষ্ট্রপতি অস্বীকার করলেন তার বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ। বললেন, সবকিছু ওদের মনের মতো হলে আমি দেবতুল্য, না হলে নরাধম। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাবেক রাষ্ট্রপতির দীর্ঘ বিবৃতিতে রয়েছে অনেক না-বলা কথার আভাস।

কী সেই না-বলা কথা সাবেক রাষ্ট্রপতির, যা তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে গোপন করে রেখেছেন? জানা যাবে কি সেই না-বলা কথা? যোগাযোগ করা হলো বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সঙ্গে। শুরুতে ঈষৎ আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত দেখা করতে রাজি হলেন তিনি।

ছবির মতো সাজানো সুরম্য সুরক্ষিত ‘বঙ্গভবন’ ছেড়ে লালমাটিয়ার যে বাড়িতে সাবেক রাষ্ট্রপতির এখন বসবাস তাও সুরক্ষিত। সেনাসদস্য, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, পুলিশ, এনএসআই ঘিরে রয়েছে লালমাটিয়ার বাড়ি। তবে বঙ্গভবনের সবুজ ঘাসের গালিচা নেই, গাছগাছালি নেই- নেই পাখির কলগুঞ্জন, সুশীতল ছায়া।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের লালমাটিয়ার দোতলা বাড়ির মূল ফটকে ‘যুগান্তর’-এর সিনিয়র রিপোর্টার পীর হাবিবুর রহমান, আলোকচিত্র সাংবাদিক নজরুল ইসলামসহ আসতেই নিরাপত্তা কর্মীদের শশব্যস্ততা চোখে পড়ল। পূর্বনির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্টের খবর আগেভাগে জানা থাকলেও তারা সাবেক রাষ্ট্রপতির আর একদফা অনুমতি নেওয়ার পর আমাদের ভেতরে প্রবেশ করতে দিল। একেবারে সাধারণ ড্রইংরুম। অতি সাধারণ কার্পেট, সোফা, অন্যান্য আসবাবপত্র। দীর্ঘ বিলম্ব করতে হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দোতলা থেকে ধীর পদক্ষেপে নেমে এলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ।

ব্যক্তিগত কুশল বিনিময়ের পর নানা আলাপচারিতা। শুরুতেই নিদারুণ হোঁচট খেলাম। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন বললেন, আমি কিন্তু সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি না। ‘বঙ্গভবন’ ছাড়ার পর অনেক সাংবাদিকই আমার সাক্ষাৎকার নিতে চেয়েছেন, বিশেষ করে আমার সাম্প্রতিক বিবৃতির সূত্র ধরে অনেক সাংবাদিক কথা বলতে চেয়েছেন। অনেক হয়েছে, আর নয়; তাই কারও সঙ্গে কথা বলতে রাজি হইনি। আপনারা বড় নাছোড়বান্দা, তাই এড়াতে পারছি না। তবে একটি কথা, আমি সাক্ষাৎকার দিচ্ছি না। তর্কবির্তক, ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এমন কিছু পত্রপত্রিকায় লেখা হোক তা আমি আর চাই না।

সাবেক রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রায় ৭০ মিনিট কথা হলো। নানা প্রসঙ্গে খোলামেলা কথা বললেন তিনি। ’৯১-এর নির্বাচন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসাবে দায়িত্ব পালন, প্রধান বিচারপতি পদে আবার ফিরে যাওয়া। ’৯৬-এর নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ, ২০০১-এর নির্বাচন, নির্বাচন-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নানা ঘটনা-আলাপচারিতায় কোনো প্রসঙ্গই বাদ গেল না। কথা বলতে বলতে সাবেক রাষ্ট্রপতি স্মরণ করিয়ে দিলেন, এই যে বললাম-এ কথা লেখার জন্য নয়। লিখবেন না কিন্তু। মন খারাপ হয়ে গেল। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন এমন সব কথা বলেছেন, যা রীতিমতো চাঞ্চল্যকর। কিন্তু লেখা যাবে না।

বিধিনিষেধের ফাঁকফোকর দিয়ে আলাপচারিতায় বেশ কিছু কথা বেরিয়ে এলো। সাবেক রাষ্ট্রপতি জানালেন, তার জীবনকথা লেখার ব্যাপারে একাধিক লোক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি তিনি। তার সঙ্গে কথাবার্তায় মনে হলো- অন্য কাউকে দিয়ে নয়, নিজের জীবনকথা তিনি সম্ভবত নিজেই লিখবেন।

আওয়ামী লীগ নেতাদের অবিরাম শানিত আক্রমণের মুখে দীর্ঘদিন নিশ্চুপ থাকার পর সাবেক রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত সাম্প্রতিক বিবৃতির কথা আলোচনায় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। সাবেক রাষ্ট্রপতির সুলিখিত বিবৃতিটি কে লিখেছেন? এ নিয়ে নানা লোকের নানা মন্তব্য। অনেকে বলেছেন, কোনো অভিজ্ঞ সাংবাদিক বিবৃতি লিখে দিয়েছেন। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের নামও উঠেছে এ প্রসঙ্গে। এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন স্পষ্টভাবেই জানালেন, বিবৃতিটি কেউ লিখে দেননি। বিবৃতির আদ্যোপান্ত তার নিজেরই লেখা। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন বললেন, তার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের উত্থাপিত অভিযোগের যে জবাব দিয়েছেন তিনি, তা কারও পরামর্শে নয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তিনি বিবৃতি দিয়েছেন এ জন্য যে, একতরফা অভিযোগের কোনো জবাব দেওয়া না হলে এ কথা মনে হতে পারে যে, উত্থাপিত অভিযোগগুলো সত্য।

কেমন কাটাবেন অখ- অবসরের দিনগুলো? প্রশ্ন করেছিলাম সাবেক রাষ্ট্রপতিকে। সাহাবুদ্দীনের জবাব- খুব একটা ভেবে দেখিনি। সাবেক রাষ্ট্রপতিকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে সম্প্রতি বিএনপি মহাসচিব ও এলজিআরডি মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া যে মন্তব্য করেছেন তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন বলেন, এ ধরনের বক্তব্য দেওয়া ঠিক হয়নি।

সাবেক রাষ্ট্রপতি চান, সংসদ সত্যিকার অর্থে সব কর্মকা-ের কেন্দ্রবিন্দু হোক। তিনি চান, দুই নেত্রীর মধ্যকার শীতল সম্পর্কের অবসান হোক। দুজনের রেষারেষির অবসান হলে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হবে। তিনি বর্তমান সংসদের প্রথম অধিবেশনে তার ভাষণের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন, নিয়মানুযায়ী মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত ভাষণই তিনি পড়েছেন। সংসদে যাওয়ার আগে ভাষণটি তিনি পড়েননি। রাষ্ট্রপতির ভাষণ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করার বিধান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করেছেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন অন্য অনেকের মতোই মনে করেন, ‘একলা চলার নীতিই’ গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের প্রধান কারণ। তবে তিনি এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, একক দল হিসাবে আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘গণভবন’ বরাদ্দ দেওয়া সম্পর্কে সাবেক রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাকে তখন শেখ হাসিনা জিজ্ঞাসা করলে ‘গণভবন’ বরাদ্দ না নেওয়ার জন্যই পরামর্শ দিতাম।

কথা বলতে বলতে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ কখনো উচ্ছ্বসিত হয়েছেন, বেদনায় ম্রিয়মাণ হয়েছেন। অবশেষে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলেছেন, জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল শেখ হাসিনার অনুরোধে ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেওয়া। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব না নিলে প্রধান বিচারপতি হিসাবে অবসর নিয়ে নিভৃত জীবনযাপন করতাম। সামান্য সমাজসেবা করতে পারতাম। শেষ বয়সে কী এক অনাকাঙ্ক্ষিত, দুঃখজনক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছি। এ বিষয় নিয়ে আর কোনো লেখালেখি হোক চাই না। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন কথাগুলো বললেন সামনের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে! দৃশ্যত মনে হলো স্থির, শান্ত। তবে নিশ্চিত বুঝতে পারলাম-৭২ বছর বয়সি সাবেক রাষ্ট্রপতির হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

সাইফুল আলম : সম্পাদক, যুগান্তর





বর্ণাঢ্য আয়োজনে ব্রঙ্কসে বারী সুপার

(শেষের পাতার পর)

গড়ে তুললেন কমিউনিটির পরিচিতি মুখ, বিশিষ্ট হোম কেয়ার ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক আসিফ বারী টুটুল। ১৪১২ ক্যালেহীর এভিনিউ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠান চারটি হচ্ছে বারী সুপার মার্কেট, বারী হোম কেয়ার, বারী রেষ্টুরেন্ট এবং বারী পার্টি হল। শুক্রবার অপরাহ্নে পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিলো বিশেষ দোয়া, ফিতা কেটে আর বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন, প্রীতি ভোজ প্রভৃতি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম ইয়াহিয়া। অপরদিকে মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে আর এক গুচ্ছ রংবেরংএর বেলুন উড়িয়ে প্রতিষ্ঠান চারটির উদ্বোধন করেন ষ্টেট সিনেটর লুইস সেপুলভেদা। এসময় মূলধারার রাজনীতিক সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মূলধারার রাজনীতিক ছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাবাজার জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. সবুর, জেবিবিএ'র একাংশের সভাপতি গিয়াস আহমেদ, অপরাংশের সভাপতি হারুন ভূইয়া ও সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, কমিউনিটি নেতা আব্দুস শহীদ, এন মজুমজার, জামাল হোসাইন, এএফ মিসবাহউজ্জামান, প্রিমিয়াম রেষ্টুরেন্টের কর্ণধার বাবু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহীন প্রমুখ। আরো ছিলেন আসিফ বারী টুটুলের স্ত্রী মুনমুন বারী সহ কন্যা ও পুত্রদ্বয়।

এদিকে বারী সুপার মার্কেটের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ১০০ ডলারের বাজার করলে ১০ ডলার ছাড় দেয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ক্রেতা মার্কেটটিতে ভীড় করেন।

এদিকে আসিফ বারী টুটুলের মালিকানাধীন চারটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রাস্তার পাশে টেবিল-চেয়ার রেখে ব্যতিক্রমী আয়োজনে অতিথিদের অ্যাপায়িত করানো হয়।





কানাডায় মসজিদে কুড়াল নিয়ে হামলার চেষ্টা

(শেষের পাতার পর)

সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে এমনটি বলা হয়েছে। পুলিশের বরাত দিয়ে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, টরন্টোর মিসিসাওগা শহরতলিতে অবস্থিত দার আল-তাওহিদ ইসলামিক সেন্টার মসজিদে শনিবার ওই হামলার ঘটনা ঘটে। ওই ইসলামবিদ্বেষী যুবক মুসলিদের ওপর ভালুক তাড়ানো স্প্রে ছিটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। খবর পেয়ে দ্রুত মসজিদে পুলিশ গিয়ে ওই উগ্রবাদী যুবককে গ্রেপ্তার করে। তবে মুসল্লিরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আটক করায় হামলায় কেউ গুরুতর আহত হয়নি। গ্রেপ্তার ওই ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ মইজ ওমর। তাঁর বিরুদ্ধে ছয়টি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ জানিয়েছে, এটি সংঘবদ্ধ কোনো সন্ত্রাসী গ্রুপের হামলা নয়। তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকেই এই হামলা করা হয়েছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কানাডায় এ ধরনের ধর্মীয় বিদ্বেষের স্থান নেই।

হাসির সৌন্দর্য, হাসির কদর্য

(শেষের পাতার পর)

সামনে এগিয়ে যাওয়ার। শর্ত হলো হাসিটি হতে হবে সুন্দর ও কোমল।

বিপরীতে একটি কর্কশ ও রূঢ় হাসি মানুষের হৃদয়ে বিভীষিকার অন্ধকার সৃষ্টি করতে পারে। ইসলাম মানুষের হাসি স্নিগ্ধ ও মনোরোম করার নির্দেশ দেয়। সুন্দর হাসিকে রাসুলুল্লাহ (সা.) সদকা আখ্যা দিয়ে বলেন, 'তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সদকাস্বরূপ।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১৯৫৬)

আল্লাহ, তাঁর নবী-রাসুল (আ.), সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন মুসলিম উম্মাহর আদর্শ। তাঁদের হাসিতেই প্রকাশ পেয়েছে হাসির সৌন্দর্য।

আল্লাহর হাসি: বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত মহান আল্লাহও হাসেন। যদিও তাঁর হাসি আমাদের মতো নয়, তাঁর হাসি অকৃত্রিম এবং তা আল্লাহর শান ও মর্যাদার অনুরূপ। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ হাসেন। যারা একে অপরকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে। একজন তো এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীর তওবা কবুল করেছেন। ফলে সেও আল্লাহর রাস্তায় শহীদ বলে গণ্য হয়েছে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৮২৬)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাসি: হাদিসের বর্ণনা অনুসারে নবীজি (সা.) অন্য সব বিষয়ের মতো হাসিতেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। তিনি বেশির ভাগ সময় মুচকি হাসি দিতেন, কখনো কখনো অনুচ্চ শব্দে হাসতেন। যে শব্দ তার নিকটবর্তী লোকেরাই শুনতে পেত, দূরের লোকেরা শুনতে পেত না। আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) সব সময় মুচকি হাসতেন।' (শামায়েলে তিরমিজি, হাদিস : ১৬৯)

নবী-রাসুলের হাসি: অন্যান্য নবী-রাসুল (আ.)-ও সুন্দর ও মার্জিত হাসির অধিকারী ছিলেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'অতঃপর সে (সুলাইমান আ.) পিপীলিকার কথা শুনে মুচকি হাসলেন।' (সুরা : নামল, আয়াত : ১৯)

নবী পরিবারের হাসি: পারিবারিক পরিমন্ডলে হাসিমুখ জীবনকে আনন্দময় করে। পবিত্র কোরআনে ইবরাহিম (আ.)-এর স্ত্রী সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, 'আর তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল এবং সে হেসে ফেলল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাক ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম।' (সুরা : হুদ, আয়াত : ৭১)

সাহাবিদের হাসি: আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর সাহাবিরা কি হাসতেন? তিনি বলেন, 'হ্যাঁ। তবে তাঁদের অন্তরে ঈমান ছিল পাহাড়ের চেয়ে বড়।' (আল-মাউসুয়াতুল কুবরা : ৩১/১৯৩)

জান্নাতিদের হাসি: পরকালে জান্নাতের মুখেও থাকবে আনন্দের হাসি। ইরশাদ হয়েছে, 'বহু মুখমন্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে, সহাস্য ও প্রফুল্ল।' (সুরা : আবাসা, আয়াত : ৩৮-৩৯)

অন্যের মন ভালো করতে হাসি: কখনো কখনো মানুষের হাসি অন্যের মনোবল বৃদ্ধির কারণ হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ধন-সম্পদ দান করার দ্বারা তোমরা ব্যাপকভাবে লোকদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে না; কিন্তু মুখমন্ডলের প্রসন্নতা ও প্রফুল্ল এবং চারিত্রিক মাধুর্য দ্বারা ব্যাপকভাবে তাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে।' (বুলুগুল মারাম, হাদিস : ১৫৩৪)

হাসির কদর্য: ইসলাম মানুষকে হাসি-খুশি থাকতে এবং অন্যের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতে বললেও কিছু হাসির নিন্দাও করেছে। যেমন-

১. উদাসীনতার হাসি: যে হাসি মানুষের দায়িত্ববোধ, ইহকালীন ও পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে উদাসীনতার প্রতীক তা থেকে মহানবী (সা.) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তবে তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কান্না করতে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪৮৫)

২. দ্বিন নিয়ে বিদ্রুপের হাসি: আল্লাহ এই শ্রেণির মানুষকে হুঁশিয়ার করে বলেন, 'তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করছ! এবং হাসি-ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ না? তোমরা তো উদাসীন।' (সুরা : নাজম, আয়াত : ৫৯-৬১)

৩. মুমিনদের নিয়ে ঠাট্টার হাসি: পবিত্র কোরআনে মুমিনদের নিয়ে বিদ্রুপের হাসি হাসতে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ বলবেন, তোরা হীন অবস্থায় এখানে থাক্ এবং আমার সঙ্গে কোনো কথা বলিস্ না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন ও দয়া করুন। আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদের নিয়ে তোমরা এত ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।' (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ১০৮-১১০)

৪. লোক হাসানোর জন্য মিথ্যা বলা: মিথ্যা কথা বলে মানুষকে হাসানো নিষিদ্ধ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে মানুষদের হাসানোর জন্য কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে। সে ধ্বংস হোক, সে ধ্বংস হোক।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৩১৫)

৫. নিয়ন্ত্রণহীন হাসি: ইসলাম মানুষকে অসংযত ও নিয়ন্ত্রণহীন হাসি থেকে নিষেধ করেছে। কেননা তাতে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তুমি বেশি পরিমাণ হেসো না। নিশ্চয়ই অধিক পরিমাণ হাসি অন্তরকে মৃত করে দেয়।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪১৯৩)

আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে সবাইকে সহাস্য ও আনন্দময় জীবন দান করুন। আমিন।

চার নবী ও তাঁদের স্ত্রীদের কবর
১৭০টি মসজিদ নবীদের শহর হেবরন

হাবিব রহমান জেরুজালেম থেকে: যারা হজ্ব অথবা ওমরাহ করেছেন তারা নিশ্চয়ই কাবা ঘরের সামনে মাকামে ইব্রাহিম বা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর পায়ের ছাপ দেখেছেন। নবী ইব্রাহিম এই সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে এমনটি বলা হয়েছে। পুলিশের বরাত দিয়ে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, টরন্টোর মিসিসাওগা শহরতলিতে অবস্থিত দার আল-তাওহিদ ইসলামিক সেন্টার মসজিদে শনিবার ওই হামলার ঘটনা ঘটে। ওই ইসলামবিদ্বেষী যুবক মুসলিদের ওপর ভালুক তাড়ানো স্প্রে ছিটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। খবর পেয়ে দ্রুত মসজিদে পুলিশ গিয়ে ওই উগ্রবাদী যুবককে গ্রেপ্তার করে। তবে মুসল্লিরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আটক করায় হামলায় কেউ গুরুতর আহত হয়নি। গ্রেপ্তার ওই ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ মইজ ওমর। তাঁর বিরুদ্ধে ছয়টি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ জানিয়েছে, এটি সংঘবদ্ধ কোনো সন্ত্রাসী গ্রুপের হামলা নয়। তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকেই এই হামলা করা হয়েছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কানাডায় এ ধরনের ধর্মীয় বিদ্বেষের স্থান নেই।

পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কাবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। আমরা অনেকেই জানিনা নবী ইব্রাহিমের শেষ সময়গুলো কোন শহরে কেটেছে বা তার সমাধি ই বা কোথায়!

এগুলো জানতে আমি আপনাদের নিয়ে যাবো ফিলিস্তিনের প্রাচীনতম নগরী হেবরনে। হেবরন নামটি এসেছে হিবরু ভাষা থেকে। এর অর্থ হলো বন্ধু। শহরটির আরবি নাম-আল খলিল। আর নবী ইব্রাহিমের পদবী হলো খলিলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু।

হেবরন শহরটির অবস্থান ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে। পবিত্র নগরী জেরুজালেম থেকে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে। শহরটি চার হাজার বছরের পুরনো। এটি একটি মুসলিম অধ্যুসিত এলাকা। প্রায় দুই লক্ষাধিক মুসলমানের বসবাস এই শহরটিতে। এখানে আছে ১৭০টি মসজিদ। মক্কা, মদীনা, আল-আকসার পর হেবরনে মুসলমানদের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহাসিক স্থান।

নবী ইব্রাহিম (আঃ) জন্মগ্রহন করেন সিরিয়ার প্রাচীন নগরী উরফা নামক স্থানে। যেখানে ছিল নমরুদের প্রাসাদ। নমরুদ কর্তৃক আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তিনি হিজরত করেন। তিনি মূর্তির বিরোধিতা করতেন বলে তাঁর পিতা তাঁকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, '(হজরত ইবরাহিমের পিতা তাঁকে বলেছেন) হে ইবরাহিম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ-নাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। ইবরাহিম বললেন, তোমার ওপর শান্তি হোক (আমি চলে গেলাম)..... ।' (সুরা : মারইয়াম, আয়াত : ৪৬-৪৭)

এর পর নবী ইব্রাহিম আল্লাহর নির্দেশে ফিলিস্তিনের হিবরন শহরে এসে বসবাস শুরু করেন। সেখান থেকে বিবি 'সারা'-এর বংশজাত নবীদের মাধ্যমে আশপাশে দ্বিনের দাওয়াত প্রচারিত হয়। তাঁর অন্য স্ত্রী হাজেরার পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.)-এর মাধ্যমে মক্কা, বায়তুল্লাহ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় একত্ববাদের বাণী প্রচারিত হয়। অবশেষে এখানেই শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন ঘটে।

এক পর্যায়ে সেখান থেকে আল্লাহর নির্দেশেই তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরা ও শিশু সন্তান ইসমাইল (আঃ) সহ মক্কায় রেখে আসেন। হজরত ইবরাহিম (আ.) দুধের শিশু ইসমাইল ও বিবি হাজেরাকে এক মশক পানি এবং একটি থলেতে সামান্য কিছু খেজুর দিয়ে গেলেন। হাজেরা (আ.) মক্কার নির্জন ভূমিতে কয়েকদিন পর্যন্ত ওই পানি ও খেজুর খেলেন এবং ইসমাঈলকে বুকের দুধ পান করালেন। কিন্তু এক সময় মশকের পানি ও খেজুর ফুরিয়ে এল। তিনি তখন এক চরম অসহ-ায়তার মধ্যে নিপতিত হলেন। তার শিশু সন্তানটিও ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতে লাগলো। হজরত হাজেরা (আ.) তখন আদরের দুলালকে দুধ পানে সমর্থ হলেন না। এমতাবস্থায় তৃষ্ণাকাতর মা পানির খোঁজে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দ্রুতবেগে দৌড়াতে লাগলেন। পরপর সাতবার দৌড়ানোর পরও কোনো পানি না পেয়ে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। আল্লাহতায়ালা মা হাজেরার দোয়া কবুল করেন। তখন পুত্রের কাছে গিয়ে দেখলেন আল্লাহর কুদরতে তার দুই পায়ের নিচে একটি পানির ফোয়ারা জেগে উঠেছে এবং তা ক্রমশ উথলে উঠছে ও প্রবাহিত হতে চাচ্ছে। হজরত হাজেরা (আ.) তখন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং চারদিকে পাড় বেঁধে পানি থামানোর চেষ্টা করলেন। তিনি পানিকে থামার নির্দেশ দিয়ে উচ্চস্বরে বলছিলেন 'জমজম' অর্থাৎ থেমে যাও। হজরত হাজেরার উচ্চারিত সে শব্দেই পৃথিবীর সবচাইতে পবিত্র এ কূপের নাম হয়ে যায় 'জমজম'। সে এক অন্য ইতিহাস যা অন্য কখনও বলা যাবে।





এই হেবরন শহরটিতে আছে একটি মসজিদ যা। হাজার বছরের পুরনো। নাম মসজিদে খলিল। এটাকে ঠিক মসজিদ বলা যাবেনা-এটি একটি সমাধি। এখানে আছে চারজন নবী এবং তাদের পত্নীদের কবর। তাঁরা হচ্ছেন নবী হযরত ইব্রাহিম (আঃ), নবী হযরত ইসহাক (আঃ), নবী হয়রত ইয়াকুব (আঃ) এবং নবী হযরত ইউসুফ (আঃ)। এখানে নবী ইব্রাহিমের প্রথম স্ত্রী সারা (আঃ) এবং নবী ইসহাক (আঃ) এর স্ত্রী রিসফা (আঃ) এর কবরও রয়েছে।

উল্লেখ্য, নবী ইব্রাহিম (আঃ) এর স্ত্রী সারা (রাঃ)-কে বলা হয় আদি মাতা বিবি হাওয়ার পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী। তিনি ১২৭ বছর বয়সে হেবরনে মৃত্যুবরণ করেন।

মসজিদে খলিল কে "টম্ব অব দ্য প্যাট্রিয়ার্ক" বা আদি পিতাদের সমাধি বলেও আখ্যা দেয়া হয়। এই শহরটিকে "ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' বা 'বিশ্ব ঐতিহ্য' বলে ঘোষণা দিয়েছে ইউনেস্কো। এর বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ইসরাইল। ইউনেস্কোর এ সিদ্ধান্তকে ফিলিস্তিনের কূটনৈতিক বিজয় হিসেবে দেখছে অনেকে। ইসরাইলের দখলদারিত্ব ও বসতি স্থাপনে এটি একটি আঘাত। এ সিদ্ধান্তের ফলে ভবিষ্যতে তাদের নতুন বসতি স্থাপন বাধাগ্রস্ত হবে।

ইউনেস্কো একই সঙ্গে এই জায়গাটিকে বিপন্ন ঐতিহ্যের একটি তালিকায়ও অন্তর্ভুক্ত করেছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সালের এক চুক্তির অধীনে হেবরনকে ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ইসরাইল শহরটির ৮০ শতাংশ এলাকা থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে। তবে, শহরের পুরোনো অংশ এবং টম্ব অব দ্য প্যাট্রিয়ার্ক ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে।

ফিলিস্তিনীরা অভিযোগ করে আসছে, ইসরাইল সেখানে আন্তর্জাতিক আইন এবং রীতিনীতি লংঘন করে বিভিন্ন ঐতিহ্য ধ্বংস করছে, বাড়িঘরের ক্ষতি করছে। তারা এই শহরের ইসলামি ঐতিহ্যও ধ্বংস করে ফেলতে চাইছে।

টম্ব অব দ্য প্যাট্রিয়ার্ক এখন ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেখানকার পরিস্থিতি তারা প্রতি বছর পর্যালোচনা করবে এবং এটি সংরক্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেবে।

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় হজরত ইবরাহিম (আ.) ছিলেন হজরত নুহ (আ.)-এর ১১তম অধস্তন পুরুষ। উভয়ের মধ্যে ছিলো প্রায় ২০০০ বছরের ব্যবধান। হজরত সালেহ (আ.)-এর প্রায় ২০০ বছর পর হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর আগমন ঘটে। তাঁর প্রপৌত্র ও হজরত ইসহাক (আ.)-এর পুত্র ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধররা 'বনি ইসরাইল' নামে পরিচিত। হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর অন্য স্ত্রী হাজেরার (প্রকৃত নাম হলো হাজের) পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশে জন্ম নেন বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর অনুসারীদের 'উম্মতে মুহাম্মদি' বা 'মুসলিম উম্মাহ' বলা হয়।

নবী হযরত ইব্রাহিমকে বলা হয় আবুল আম্বিয়া বা নবীদের পিতা। তাঁর স্ত্রী বিবি সারা (আঃ) কে বলা উম্মুল আম্বিয়া বা নবীদের মাতা। ইবরাহিম (আ.) ছিলেন ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পিতা। কেননা আদম (আ.) থেকে ইবরাহিম (আ.) পর্যন্ত ১০-১২ জন নবী ছাড়া প্রায় সব নবীই ছিলেন ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধর।

মহান আল্লাহ আমাদের সামর্থবান সকলকে নবী ইব্রাহিম সহ অন্যান্য নবীদের কবর জিয়ারতের তৌফিক দিন। আমিন!

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

জিম জিনারোর ক্ষমা প্রার্থণা



(শেষের পাতার পর)

জ্যামাইকায় 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ'র নামফলক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশৃংখলা পরিবেশ এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অপমানিত হওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি কমিউনিটির কাছে দু:খ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থণা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশী-আমেরিকানরা আমরা বন্ধু। আমরা মিলেমিশে কাজ করে কমিউনিটি সহ সিটিকে আরো শক্তিশালী করতে চাই।

গত ১৩ মার্চ রোববার জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে আয়োজিত জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্যকালে তিনি ২১ ফেব্রুয়ারীর ঘটনার জন্য দু:খ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি ছিলেন ঐ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি।

সিরিজ জয়ের জন্য 'ফাইনালের'

(শেষের পাতার পর)

পেল বাংলাদেশ দল। শুধু বছরের হিসাবেই নয়, আফ্রিকার মাঠে স্বাগতিকদের বিপক্ষে জয় পেতে খেলতে হয়েছে ২০ ম্যাচ। বিশ ম্যাচ পর অধরা সেই জয়ের দেখা পেল টাইগাররা। এখন অপেক্ষা সিরিজ জয়ের। কাঙ্খিত সেই জয় কবে ধরা দেবে তা সময়ই বলে দেবে।

শুক্রবার (১৮ মার্চ) সেঞ্চুরিয়নে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে জয়ের পর থেকেই সিরিজ জয়ের স্বপ্নে বিভোর টাই-গাররা। রোববার (২০ মার্চ) জোহানেসবার্গে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জয়ের টার্গেটে ব্যাটিংয়ে নেমে চরম বিপর্যয়ে পড়ে যায় তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন দলটি।

১২.৪ ওভারে মাত্র ৩৪ রানেই টপঅর্ডার ৫ ব্যাটসম্যান তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, লিটন দাস, ইয়াসির আলী ও মুশ-ফিকুর রহিমের উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে কার্যত ছিটকে যায় বাংলাদেশ দল। দলের এমন কঠিন মুহূর্তে হাল ধরেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও আফিফ হোসেন। এই জুটি স্কোর বোর্ডে জমা করে ৬০ রান। এরপর মেহেদি হাসান মিরাজকে সঙ্গে নিয়ে ৮৭ রানের জুটি গড়েন আফিফ। তাদের এই জুটিতেই দুইশ ছাড়িয়ে আড়াইশর কাছাকাছি রান সংগ্রহের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

কিন্তু কাগিসো রাবাদার করা ৪৬তম ওভারের তৃতীয় ও পঞ্চম বলে দুই সেট ব্যাটসম্যান আফিফ ও মিরাজ আউট হওয়ার পর লেজের ব্যাটসম্যানরা দলকে সেভাবে টানতে পারেননি। যে কারণে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯৪ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ।

সহজ টার্গেট তাড়ায় কুইন্টন ডি কক ও কাইল ভারানির অনবদ্য ব্যাটিংয়ে ৭৬ বল হাতে রেখেই ৭ উইকেটের জয় নিশ্চিত করে দক্ষিণ আফ্রিকা। দলের জয়ে ৬২ ও ৫৮ রান করেন ডি কক ও ভারানি।

সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে বুধবার সেঞ্চুরিয়নে। অঘোষিত সেই 'ফাইনালে' যে দল নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে পারবে তারাই সিরিজ জিতবে।

বাঁধনের যে সংলাপে উচ্ছসিত

(শেষের পাতার পর)

অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। চলে আসেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এবার ভারতের কেরালা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হলে সিনেমাটি। শুক্রবার (১৮ মার্চ) কেরালা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সিনেমাটি দেখানো হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী বাঁধনও।

বিষয়টি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন বাঁধন জানালেন, বিশেষ একটি মুহূর্তের কথা তিনি ভুলবেন না কখনো। সেটি হলো - রেহানার একটি সংলাপ শুনে কেরালার হাজার দর্শক হাততালি দিয়েছিলেন।

গণমাধ্যমকে কেরালা থেকে এই অভিনেত্রী বলেন, 'তিন হাজারের বেশি দর্শক, সমালোচক ও অন্যরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। আমি ইচ্ছা করেই সিনেমাটি দর্শকদের সঙ্গে দেখেছি। সিনেমা শুরুর আগে থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত পুরো দুই ঘণ্টা সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। মাঝেমধ্যে তালি দিচ্ছিলেন। সিনেমার একটি জায়গায় সংলাপ আছে 'ছেলেদের খেলা মেয়েদের খেলা কী, খেলা তো খেলাই'। এ সংলাপ শুনে একসঙ্গে সবাই হাততালি দিয়ে উঠলেন। তখন নিজেকে সার্থক মনে হচ্ছিল। সরাসরি এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম হলো আমার। আমি মুগ্ধ।'

বাঁধন আরো বলেন, 'কেরালার দর্শক রেহানাকে এতটা সম্মান দেবেন, ভাবতেই পারিনি। বাংলাদেশের কালচারের একটি সিনেমাকে এভাবে ভিন্ন দেশের কালচারের মানুষের ভালোবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এতটা কষ্ট করে এসেছি, সেটা সার্থক হয়েছে।'

২০২১ সালের মার্চে মুক্তি পায় 'রেহানা মরিয়ম নূর' সিনেমাটি। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ। ৩৭ বছর বয়সি একজন সহকারী অধ্যাপকের জীবন সংগ্রামের গল্প নির্মিত করা হয়েছে এ সিনেমা।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com







ইয়েলো সোসাইটির অভিষেক অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

ভোটে নির্বাচিত সভাপতি সালমান জাহিদ জুয়েলের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিনা প্রতিদ্বান্দ্বতায় নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান (সিদ্দিক)।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ঐক্যবদ্ধভাবে ইয়োলো সোসাইটিকে আরো শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। উল্লেখ্য, গত ১ মার্চ সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: সহ সভাপতি- মাসুদ চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ মাসুদ রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক- একেএম রশীদ, কোষাধ্যক্ষ- শাহেদুল হক (রওশন), সহ কোষাধ্যক্ষ- হাবিবুর রহমান তুহিন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মোহাম্মদ এম রহমান, প্রচার সম্পাদক- মোহাম্মদ আমিনুর রহমান খোকন এবং দপ্তর সম্পাদক- মুন্সী মোহাম্মদ হোসেন। তবে সোসাইটির ক্রীড়া সম্পাদক পদটি শূন্য রয়েছে। এই পদে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার পর তা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় পদটি শূন্য রয়েছে।

হাঁটুর ব্যথা কমাতে...

(শেষের পাতার পর)

একাধারে বসে কাজ করা এসব থেকে তরুণ-তরুণীদের হাঁটু ব্যথা হতে পারে। হাঁটু ব্যথা করলেই অনেকে ব্যথার ওষুধ খেয়ে নিচ্ছেন। এ ব্যথার ওষুধ শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ওষুধ না খেয়ে বরং প্রতিদিনের জীবনযাপনে কিছু পরিবর্তন করে নিন, যা অনেকটাই কষ্ট কমিয়ে দেবে। নিয়মিত হাঁটু ব্যথা হলে যা করতে হবে তা হলো–

১. হাঁটুর ব্যথার ধরন বুঝুন। এটা কী কোথাও ব্যথা পাওয়ার কারণে হচ্ছে নাকি আর্থ্রাইটিস। বেকায়দায় লেগে গিয়ে হাঁটু ব্যথা হলে বিশ্রাম জরুরি। কয়েকটি দিন টানা বিশ্রাম নিন। কম নড়াচড়া করুন। ব্যথা ধীরে ধীরে কমে যাবে।

২. হাঁটু ব্যথায় বিশ্রামের সময় পা একটু উঁচু স্থানে রাখুন। দ্রুত ব্যথা কমবে।

৩. কোথাও পড়ে গিয়ে হাঁটুতে ব্যথা পেলে বরফ লাগিয়ে রাখুন। একটি আইস ব্যাগে বরফ নিয়ে ব্যথার স্থানে অনেকটা সময় রেখে দিন। এরপর হাঁটুটি শক্ত করে ক্রেপ ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখুন। নড়াচড়া করবেন না।

৪. ওজন বেড়ে গেলেও হাঁটু ব্যথা হতে পারে। শরীরের ভার যত বাড়বে, হাঁটুর ওপর তত চাপ পড়বে। ওজন কমানোর চেষ্টা করুন। ব্যথাও কমে যাবে।

৫. ব্যথা কমার জন্য কিছু ব্যায়াম করতে পারেন। এতে ব্যথার অংশটি নমনীয় থাকবে। হাঁটাহাঁটি, সাইকেল চালানো কিংবা যোগব্যায়াম করতে পারেন। তবে এর আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৬. যখনই হাঁটু ব্যথা করবে ঠান্ডা-গরম সেঁক দিলে আরাম হবেই। তবে কখনোই সরাসরি বরফ দেয়া ঠিক নয়। ঠান্ডা সেঁক দেয়ার পর হালকা কোনো ব্যথার মলম লাগিয়ে রাখুন। ৭. গোসলের সময় হালকা গরম পানি ব্যবহার করুন। ব্যথার অংশে পানি ঢালুন। খুব আরাম দেবে। ব্যথা কমবে।



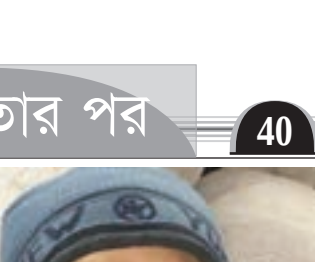
প্রবাস জীবনের ইতি টেনে স্বদেশে চলে যাচ্ছেন মোবারক হোসেন

(শেষের পাতার পর)

স্বদেশ চলে যাচ্ছেন কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সজ্জন ব্যক্তিত্ব মোবারক হোসেন অঞ্জন। খবর ইউএ-নএ'র।

মোবারক হোসেন অঞ্জনের দেশে চলে যাওয়া উপলক্ষে তার বন্ধু মহল ও শুভাকাঙ্খীদের উদ্যোগে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন মিলনায়তনে গত ১৬ মার্চ বুধবার সন্ধ্যায় এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন লুৎফুর রহমান বাবু। সারোয়ার খান বাবুর পরিচালনায় সভায় উপস্থিত সকলে বিদায়ী অতিথির দীর্ঘ ২৫ বৎসরের প্রবাস জীবনের স্মৃতিচারণ তার সুস্থ্য ও সুন্দর জীবন কামনা করেন। বক্তারা বাংলাদেশে তার বাকি জীবন নিরাপদ এবং ভালোভাবে যেনো অতিবাহিত হয় সেই প্রত্যাশা করেন। সভায় বিশেষ দোয়াও করা হয়।

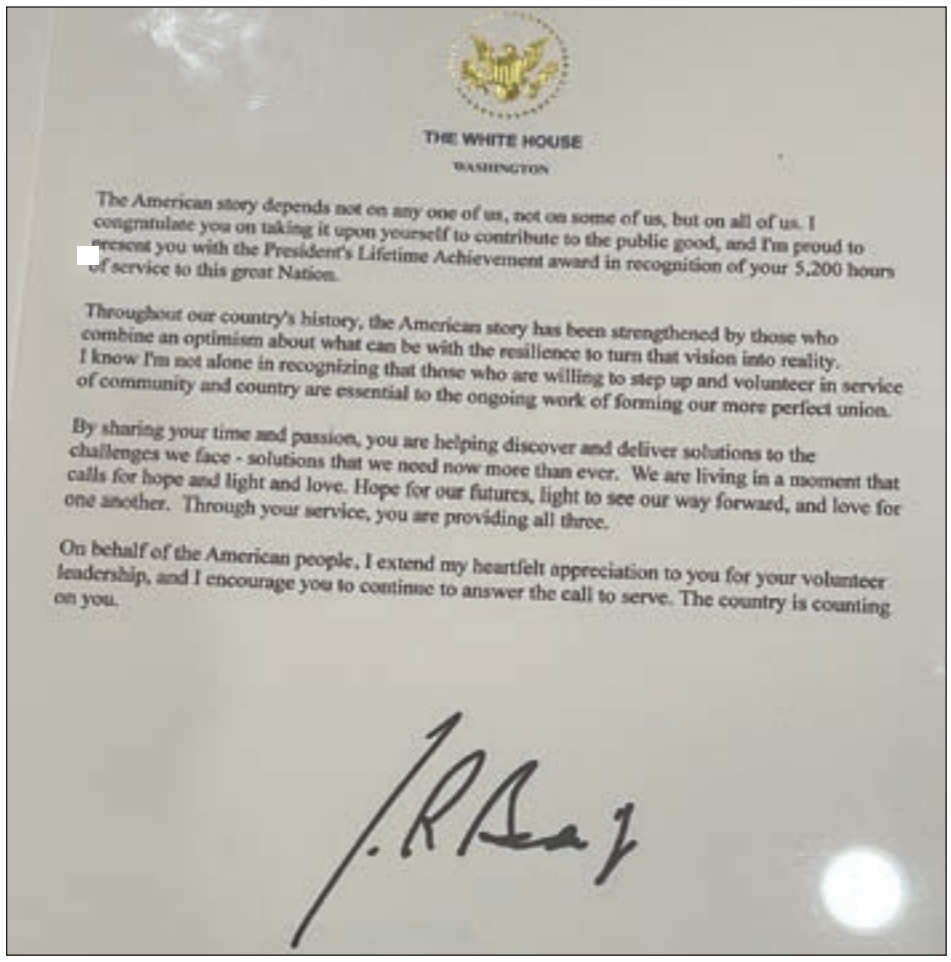
সভায় বিদায়ী অতিথি মোবারক হোসেন অঞ্জন ছাড়াও মনির দেওয়ান, রিমন ইসলাম, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, শ্যামল, আব্দুল মালেক, বক্সার সেলিম, আনোয়রুল ইসলাম, শাহাদৎ হোসেন, একেএম রফিকুল ইসলাম ডালিম, কামরুজ্জামান বকুল প্রমুখ।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



THE WHITE HOUSE
WASHINGTON

The American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us. I congratulate you on taking it upon yourself to contribute to the public good, and I'm proud to present you with the President's Lifetime Achievement award in recognition of your 5,200 hours of service to this great Nation.

Throughout our country's history, the American story has been strengthened by those who combine an optimism about what can be with the resilience to turn that vision into reality. I know I'm not alone in recognizing that those who are willing to step up and volunteer in service of community and country are essential to the ongoing work of forming our more perfect union.

By sharing your time and passion, you are helping discover and deliver solutions to the challenges we face - solutions that we need now more than ever. We are living in a moment that calls for hope and light and love. Hope for our futures, light to see our way forward, and love for one another. Through your service, you are providing all three.

On behalf of the American people, I extend my heartfelt appreciation to you for your volunteer leadership, and I encourage you to continue to answer the call to serve. The country is counting on you.



ইউএস প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড পেলেন শেফ খলিলুর রহমান

(শেষের পাতার পর)

আমেরিকাকে গড়ার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাদের এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তিনি প্রেসিজেন্ট জো বাইডেনের নামে "বাইডেন বিরিয়ানী" নামে একটি সুস্বাদু বিরিয়ানী চালু করেও কমিউনিটিকে আলোচিত হন।

গত ১৯ মার্চ শনিবার ১ ইউএন প্লাজায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পক্ষে তার হাতে সার্টিফিকেট এবং পদক তুলে দেন জাতিসংঘে আমেরিকান কর্মকর্তা ড. সীমা কাতনায়া। অনুষ্ঠানে ড.কাতনায়া বলেন, এটা দেশের একটি সর্বোচ্চ সম্মান জনক পদক। আমরা তার হাতে এটি তুলে দিতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত।

এদিকে খলিলুর রহমানের প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলা পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমান, ব্রঙ্কস বাংলাবাজার বিজন্যাস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জাকি চৌধুরি, বিসিএ এর সভাপতি এডভোকেট এন মজুমদার, কমিউনিটি নেতা আবদুস শহীদ, বিবিএর সাবেক সভাপতি এ ইসলাম মামুন, ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গার্ডেনের প্রেসিডেন্ট মো. কামরুজ্জামান প্রমুখ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

লেখক সাংবাদিক দিলারা হাশেমের ইন্তেকাল

(৪৬ পাতার পর)

অন্য উন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে- একদা এবং অনন্ত, স্তব্ধতার কানে কানে, আমলকীর মৌ, বাদামী বিকেলের গল্প, কাকতালীয়, মুরাল, শঙ্খ করাত, অনুক্ত পদাবলী, সদর অন্দর, সেতু, মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলো।

তার গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে- হলদে পাখির কান্না, সিন্ধু পারের কান্না, নায়ক। তার একমাত্র কাব্যগ্রন্থের নাম ফেরারি। সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ১৯৭৬ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন।



ইমাম আবশ্যক

সানিসাইড উডসাইড জামে মসজিদের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (হফেজ-এ-কোরআন ও ইংরেজীতে পারদর্শী)

একজন ইমাম আবশ্যক

যোগাযোগ: 917-400-4415, 917-602-5397, 917-834-6274

Please Send Your RESUME to:
swjamemasjid@gmail.com

SUNNYSIDE WOODSIDE JAME MASJID
Institution of Islamic Education and Daily Prayer Services (Non Profit Organization)
45-18 48 Avenue, Woodside, NY 11377, Telephone: 718-482-7364



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get 25% Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশনের নিকটে ৩৫ এভিনিউ ও ৭১ স্ট্রীটে নিরিবিলি পরিবেশে প্রাইভেট হাউজে একটি আলাদা রুম ১/২ জন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৬৪৬-৭৩৩-৭২৭৯
মা-০৭/১৪

কন্ডোমনিয়াম ভাড়া বা বিক্রয়

৩ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম বিক্রয় অথবা ভাড়া হবে। ১৫৯৪ মেট্রোপলিটান এভিনিউ, পার্কচেস্টার, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২. মসজিদ, সুপারমার্কেট সাবওয়ে কাছে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪০-২৪৬৩, ৩৪৭-৫৬৭-৮৭১০

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ের কাছে সিঙ্গেল ওয়ার্কিং কর্মজীবী তরুনদের কাছে দুটি আলাদা রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৩৫০ ও ৪০০ ডলার। গ্যাস ও বিদ্যুত বিল আলাদা। কোন ভিজিটর আসতে পারবে না।
যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এ্যা-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ ষ্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-২৪/৩১

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

বিউটি শপ বিক্রয়

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ওভাল সংলগ্ন (১৫০৬ মেট্রোপলিটন এভিনিউ) এর উপর চালু অবস্থায় 'নিউ বিউটি সাপ্লাই হেয়ার এন্ড গিফ্ট শপ' বিক্রয় হবে। সিরিয়স ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। মুল্য আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগঃ রাজ/আলম। ফোন: ৭১৮-৮২৯-৯৭৩৭ (দোকান) অথবা ৩৪৭ ৭০১ ৮৯৬৩
জা-৩১/ফে-০৮

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি





জাবেদ উদ্দিনের নবজাতক কন্যার ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট, মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ এবং এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন এর নবজাতক কন্যা ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। এই মৃত্যু সংবাদে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এস্টোরিয়ায় বসবাসকারী জাবেদ উদ্দিন জানান, বৃহস্পতিবার (১৭ মার্চ) সকাল সোয়া ৯টায় ম্যানহাট্টানাস্থ মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে তার দ্বিতীয় কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জন্মগ্রহণের ১৫ মিনিট পর তার কন্যার মৃত্যু ঘটে। তিনি জানান, চিকিৎসকদের পরামর্শে নির্ধারিত সময়ের এক সপ্তাহ আগেই সিজার করতে হয় এবং কন্যা জন্মের ১৫ মিনিট পর মারা যায়। জন্মের সময় তার কন্যার ওজন হয়েছিলো ৬ পাউন্ডের উপর। তার কন্যার নামাজে জানাজা শুক্রবার (১৮ মার্চ) সকাল ১১টায় এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদে অনুষ্ঠানের পর ঐদিন বিকেলে নিউজার্সীর মার্লবরো কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাজা নামাজে ইমামতি করেন এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদে ইমাম মওলনা লুৎফর রহমান চৌধুরী।

জাবেদ উদ্দিন তার নিষ্পাপ কন্যা ও স্ত্রীর শারীরিক সুস্থ্যতার জন্য সকল প্রবাসীর দোয়া কামনা করেছেন। উল্লেখ্য, নবাজতক কন্যাটি ছিলো তার দ্বিতীয় সন্তান। তার এক পুত্র সন্তান রয়েছে। এছাড়াও তার কন্যার নামাজে জানাজা ও দাফন কাজে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের প্রতি জাবেদ উদ্দিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

প্রয়াত অধ্যাপক আকরাম আলী স্মরণে সভা

(শেষের পাতার পর)

অবস্থানরত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। গত ১৩ মার্চ রোববার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজের সাবেক ভিপি শাহাব উদ্দীন ও সভা পরিচালনা করেন জগদীশ চৌধুরী। অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উদীচী যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা কলামিস্ট সুব্রত বিশ্বাস, অধ্যাপক আতিকুর রহমান চৌধুরী, সাবেক ভিপি ও কমিশনার মারুফ আহমদ, প্রবীণ সাংসাদিক ঠিকানা সম্পাদক ফজলুর রহমান, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ইমাদ আহমদ, অধ্যাপিকা হোসনে আরা বেগম, শাহীন ইবনে দিলওয়ার, সৈয়দ মামুনুর রশীদ, মামুন আহমদ, সৈয়দ আজিজুর রহমান, শেখ আতিকুল ইসলাম, সৈয়দ মোশতাক আহমদ, আব্দুল কাদির, আপ্তাব আলী, আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী মিশু প্রমুখ। সভার শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত ও মোনাজতের মাধ্যমে মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন ওলিউর রহমান। গীতা পাঠ করেন কাজল ভট্টাচার্য।

সভায় বক্তা ও আলোচকবৃন্দ অধ্যাপক আকরাম আলীর বর্ণাঢ্যা জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বক্তারা বলেন, মরহুম আকরাম আলী মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত একজন দেশপ্রেমিক আদর্শিক শিক্ষাবীদ ছিলেন। তিনি শুধু শিক্ষার আলো ছড়াননি, আলোকিত মানুষই গড়েননি, নিজ পেশার পাশাপাশি একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সমাজকে আলোকিত করে গেছেন। অনগ্রসর সমাজকে আলোকিত ও অগ্রসর করে নিতে অবদান রেখেছেন, নিজেকে নিবেদিত করে গেছেন। এলাকার মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থেকে সাহায্য সহযোগিতায় সদা কাজ করে গেছেন।

বক্তারা আরও বলেন, মরহুম আকরাম আলী একটি সমাজকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ নীতিবান ব্যক্তি হিসেবে সত্যের প্রতি ছিলেন একনিষ্ঠ। কলেজে এবং কলেজের বাইরে তার কর্মজীবনে ন্যায়ের প্রতি ছিলেন অবিচল, কখনো দুর্নীতি এবং অন্যায় তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। ন্যায় ও সততার প্রতি ছিলেন আপোসহীন একজন আদর্শিক শিক্ষক ও সমাজহিতৌষী। তারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শাহ খুররম ডিগ্রী কলেজ, উত্তর বিশ্বনাথ কলেজ, হাজী আব্দুস সাত্তার হাইস্কুল সহ বহু স্কুল, কলেজ ও মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সমাজে প্রভুত অবদান রেখেছেন।

সভায় নিউইয়র্ক সহ আশেপাশে বসবাসরত অধ্যাপক আকরাম আলীর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। তারা অধ্যাপক আকরাম আলীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি প্রয়াত অধ্যক্ষ কৃষ্ণ কুমার পাল চৌধুরী, উপাধ্যাক্ষ আব্দুস শহীদ এবং উপাধ্যক্ষ প্রণব কুমার সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। তাদের অক্লান্ত ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মদন মোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারী সিলেটে এই প্রবীণ শিক্ষাবীদ জনাব আকরাম আলী মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, ৩ ছেলে, দুই কন্যা সহ অগণিত গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে সমাজ এক বহুমুখী প্রতিভার আলোকবর্তিকাকে হারালো। এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়। স্মরণসভা উপলক্ষে অধ্যাপক আকরাম আলীর জীবনী, কবিতা ও প্রবন্ধ নিয়ে একটি ক্রোড়পত্র বের করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ষ্টেট সিনেটর লুইসের উদ্যোগে বিল

(শেষের পাতার পর)

কমিউনিটির মানুষরাও উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশীদের জন্য প্রায় ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পাশ হওয়া বিলে যা আছেঃ

১. নিউইয়র্ক স্টেটে বসবাসরত বাংলাদেশীদের জন্য প্রায় ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এইতহবিল থেকে মুলত যারা করোনাকালে বাসা ভাড়াদিতে পারেন নি তাদেরও দেয়া হবে।

২. নাইচার অধিনে যারা বাসা বরাদ্দ পেয়েছেন তাদের জন্য এই বিলে রাখা হয়েছে প্রায় পাচ'শ মিলিয়ন ডলার। এতে করে সেখানকার মানুষদের জীবন মানের উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

৩.বরাদ্দ আছে কাগজপত্রহীন মানুষদের জন্য। এখাতে বরাদ্দ করা অর্থ মূলত স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচীতে ব্যয় করা হবে।

৪. বিলে শিশু কিশোরদের জন্য দেয়া হয়েছে প্রায় ৪ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার। এখাতের বরাদ্দ তাদের স্বাস্থ্যপরিচর্যাসহ বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ কাজেব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

প্রস্তাবটি ষ্টেট সিনেটে বিপুল ভোটে পাশ হয়।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

পেশাদারিত্বে মধ্যমে কমিউনিটিকে আরো

(শেষের পাতার পর)

এসাইনমেন্ট এডিটর রাসেল বুম।

অনুষ্ঠানে বক্তারা পেশাদারী সাংবাদিকতার মধ্যমে কমিউনিটিকে আরো শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব কমিউনিটি বিনির্মাণ সহ মূলধারার সাথে কমিউনিটির যোগসূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে এবং এই ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। বক্তারা বলেন, এথিনিক মিডিয়া হিসেবে বাংলা ভাষার মিডিয়াগুলো বাংলাদেশী কমিউনিটির খবর মূলধারায় তুলে ধরছে। যা প্রশংসার দাবী রাখে। তারা প্রেসক্লাবের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের ইভেন্ট পার্টনার বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস-এর কর্নধার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ নিউইয়র্কে বাংলাদেশী সাংবাদিকদের স্থায়ী ঠিকানা/ভবন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এজন্য তার পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান সহ কমিউনিটিকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য প্রবীণ সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ-কে 'ফাজলে রশীদ সম্মাণনা' এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য মুশফিকুল ফজল আনসারী-কে 'প্রেসক্লাব সম্মাণনা' প্রদান করা হয়। তার হাতে প্ল্যাক তুলে দেন নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু।

অভিষেক আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে অভিষিক্ত নতুন কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং ফুল দিয়ে বরণ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও প্রেসক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা মনজুর আহমদ। এসময় প্রেসক্লাবের নব নির্বাচিত সভাপতি অবু তাহের, সাবেক সভাপতি মাহফুজুর রহমান ও সাবেক সহ সভাপতি তাসের মাহমুদ, আমন্ত্রিত অতিথি আবু জাফর মাহমুদ, শাহ নেওয়াজ ও এটর্নী মঈন চৌধুরী মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি আবু তাহের। এই পর্বের শুরুত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ ছাড়াও আন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড খ্যাত' বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের একাংশের সভাপতি ও সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্দ সাঈদ, প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, অ্যাসাল-এর চেয়ারম্যান মাফ মিসবাউদ্দিন, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আব্দুর রহীম হাওলাদার, সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ আলী, ডা. বর্ণালী হাসান, হাফেজ আব্দুল্লাহ আল আরীফ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আশা হোম কেয়ারের সিইও আকাশ রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আবুল কাশেম, মাজেদা উদ্দিন, সাইফুর রহমান খান হারুন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক আজকাল-এর সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকো, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, ইয়র্ক বাংলা সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণ এবং জেমিনি ও পরিবর্তন সম্পাদক বেলাল আহমেদ সহ বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক এবং সর্বস্তরের কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ করে প্রবাসের বাংলাদেশী সম্পাদক ও সাংবাদিকদের উপস্থিততে অনুষ্ঠানটি সাংবাদিকদের মিলন মেলায় পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্ব উপস্থানায় ছিলেন প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম এবং সদস্যদ্বয় ও নিউজ প্রেজেন্টার দিমা নেফারতিতি ও সাদিয়া খন্দকার। অনুষ্ঠানটি উপলক্ষে 'ভয়েস-২' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানটির ইভেন্ট পার্টনার ছিলো বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস।

ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ার

(শেষের পাতার পর)

করোনার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসতে ইচ্ছুক ইমিগ্র্যান্টদের স্বজনরা উদ্বিগ্ন সময় পার করছেন। তিনি বলেন, এজন্য ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ার গতি তরান্বিত করা হবে। সেই সাথে সিনেটর তার বক্তব্যে আবারো বাংলাদেশী কমিউনিটির কর্মকান্ড ও মূলধারায় অংশগ্রহনের ভূয়ষী প্রশংসা করেন।

নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব, নিউ আমেরিকান উইমেন ফোরাম ও নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরাম এনওয়াই এই তিনটি সংগঠন আয়োজিত বার্ষিক ডিনারে সিনেটর চাক শুমার উপরোক্ত কথা বলেন। গত ১৮ মার্চ শুক্রবার নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়টের বল রুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ও আমেরিকান জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশেনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠন। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিউ আমেরিকান ডেমেক্রেটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইউএস কংগ্রেসম্যান টম সুয়াজি, ষ্টেট সিনেটর লিরয় কমরি, অ্যাসেম্বলি মেম্বার ভিভিয়ান কুক, অ্যাসেম্বলি মেম্বার জোরান মান্দানি, অ্যাসেম্বলি মেম্বার ক্যাটালিনা ক্রুজ, অ্যাসেম্বলি মেম্বার জেফ অরবি, কুইন্স বুরো প্রেসিডেন্ট ডোনাভান রিচার্ডস, সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণ, কাউন্সিলওম্যান লিন্ডা লি, কাউন্সিলওম্যান সান্দ্রা উং, ডিস্ট্রিক্ট লিডার এহুনী লিমা, মোফাজ্জল হোসাইন, এমটিএ ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট টনি উটানো, ষ্টেট কমিউনিটিম্যান ড. জিন ফেলাপস প্রমুখ। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দর মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফখরুল আলম, গিয়াস আহমেদ, শাহ নেওয়াজ, মোহাম্দ আলী, মিলন রহমান, মাজেদা উদ্দিন প্রমুখ। এছাড়াও নতুন প্রজন্মের পক্ষে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অনুভা শাহীন। আয়োজক সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন নিউ অ্যামেরিকান ইয়ুথ ফোরামের প্রেসিডেন্ট আহনাফ আলম, নিউ আমেরিকান উইমেন ফোরামের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট শিরিন কামাল।

অনুষ্ঠানে সিনেটর চাক শুমার নিজেকে বাংলাদেশ কমিউনিটির একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, একদিন এই কমিউনিটির মানুষ চিন্তা করবে, ভাববে আমি তাদেরই একজন ছিলাম। বাংলাদেশ কমিউনিটিকে শক্তিশালী কমিউনিটি উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের প্রয়োজনে সম্ভব সবকিছুই করব। এ সময় করোনাকালে নাগরিকদের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির কথা তিনি তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষ এসব সুযোগ পেয়েছে বলেও তিনি মনে করেন।

কংগ্রেসম্যান টম সুয়াজি বলেন, শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্র বিনির্মাণে বাংলাদেশ কমিউনিটি যথাযথ ভূমিকা পালন করছে। তিনি সুন্দর এই আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু বলেন, দিন দিন বাংলাদেশ কমিউনিটির কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিটি কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ, কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট ফেডারেল জাজ সোমা সাঈদের নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই কমিউনিটি নির্বাচিত প্রতিনিধি পেয়েছে। তিনি বলেন, এটা কেবল শুরু। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কমিউনিটি অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

মোর্শেদ আলম বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটিকে মুলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করতে বিগত ৩০ বছর ধরে কাজ করে চলেছি। এখন আমরা আমাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে শুরু করেছি।

আহনাফ আলম বলেন, তিনটি সংগঠনের এই আয়োজন দশম বছরে পদার্পণ করেছে। এই আয়োজনে মুলধারার রাজনীতিবিদদের সঙ্গে বাংলাদেশী কমিউনিটির সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। আমি মনে করি আমাদের তিনটি সংগঠন দুই কমিউনিটির মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করছে। আমাদের এ অগ্রযাত্রায় সকলের অকুণ্ঠ সমর্থন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

শিরিন কামাল বলেন, বাংলাদেশ কমিউনিটির নারীদের মুলধারার রাজনীতিতে এগিয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমাদের সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাOা নারীর অধিকার নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতেও আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

অনুষ্ঠানে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজ। দেশী-বিদেশী অথিথিদেও উপস্থিততিতে অনুষ্ঠানটি ছিলো জমজমাট।

উবার এবং লিফট'র কাছ থেকে বিলিয়ন ডলার আদায়ের উদ্যোগ

(শেষের পাতার পর)

ফান্ড এবং সারচার্জ এর বিপরীতে বড় অংকের এই তহবিল চুরির অভিযোগ প্রতিষ্ঠান দুটি'র বিরুদ্ধে। বিগত ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত যারা উবার লিফট চালিয়েছেন তারাই তাদের প্রাপ্য বুঝে পাননি কোম্পানী দুটির কাছ থেকে। এই অনাদায়ের বিষয়টি গড়িয়েছে আদালতে। প্রমানিত হয়েছে অর্থ চুরির বিষয়। তবে মাত্র ২ ভাগ অর্থ হিসেবে ৯৬ হাজার ডলার পরিশোধ করতে রাজি উবার এবং লিফট, বাকী ৮ ভাগ অর্থ অপরিশোধিত রয়ে গেছে। এই সব কিছু সম্ভব হয়েছে ঐতিহাসিক হায়দার হলাম উবার/লিফট মামলার ফলে।

নিউইয়র্কে ট্যাক্সি চালকদের সেবায় নিয়োজিত এবং অধিকার আদায়ে সোচ্চার সংগঠন নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ারকার এলায়েন্স চুরির এই অর্থ আদায়ের জন্য শক্ত অবস্থান নিয়েছে। আইনী লড়াইরত এই সংগঠন রাজপথে আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্যাম্পেইন অব্যাহত রেখেছে। পরিবহন এলায়েন্স-এর সংগঠক টিপু সুলতান বলেন, ২ ভাগ প্রতিশ্রুত অর্থ দেয়নি এখনো কোম্পানী দুটি। এদের কাছ টাকা আদায়ের জন্য আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই। চালকদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন চালকরা আরো সচেতন হলে এবং আন্দোলনে তাদের অংশ গ্রহন বাড়লে বিলিয়ন ডলার আদায়ের সহজ হবে, চালকরা তাদের হারিয়ে যাওয়া অর্থ দ্রুত পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হবে। চালকদের ক্যাম্পেইনে অংশ নেয়া এবং আন্দোলনে শরীক হওয়ার আহবান জানিয়েছেন তিনি।

সুন্দর ভবিষ্যত নির্মাণ, নিজেদের অর্থ ফেরত পাওয়া সরবোপরী নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই অব্যাহত রাখবেন চালকরা এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন টিপু সুলতান।



চিটাগাং এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক **কার্যকরী কমিটির সভা** গত ১৪ মার্চ সোমবার সন্ধা ৭ ঘটিকায় ব্রুকলীন ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউর মধুবন রেঁস্তোরার মিলনাতয়নে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের আগামী দিনের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা হয়। সংগঠনের সভাপতি হাজী মনির আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন মীর রাসেল। সভায় বক্তব্য রাখেন চিটাগাং এসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোঃ হাসান চৌধুরী, নির্বাচন কমিশনার আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, নির্বাচন কমিশনার সাঈদ মুরশেদ রেজবী চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আরিফুল ইসলাম, কোষাধক্ষ রবিউল হোসেন চৌধুরী, কার্যকরী সদস্য মোঃ আবু তাহের, মীর রাসেল, মাকসুদ এইচ চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় উপস্থিত সকলের মতামতে আগামী ২৭ মে মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হবে। আগামী ১০ এপ্রিল রোববার পবিত্র রমজানের ইফতার রাধুনী রেঁস্তোরায় অনুষ্ঠিত হবে এবং বার্ষিক বনভোজন, ঈদ পূণর্মিলনী, চট্টলা পথ বৈশাখী মেলা ও বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান পালন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আগামী ১০ এপ্রিল রোববার পবিত্র মাহে রমজান ইফতার পার্টিকে সুন্দর ও সাফল করার জন্য সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আরিফুল ইসলামকে আহবায়ক ও কোষাধক্ষ রবিউল হোসেন চৌধুরীকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। চিটাগাং এসোসিয়েশনের সকল সদস্য ও প্রবাসী চট্টলাবাসীকে রমজানের ইফতার পার্টি উপলক্ষে রাধুনী রেঁস্তোরায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য সভাপতি হাজী মনির আহমেদ ও সাধারন সম্পাদক মোঃ সেলিম সকলের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। আগামীতে যথাক্রমে সকল অনুষ্ঠান চিটাগাং এসোসিয়েশন উৎযাপন করবে। তারা প্রবাসী চট্টলাবাসীর কাছে সকল প্রকার সহযোগিতা কামনা করেন। প্রবাসী চট্টলা ভাই-বোনদের জন্য আনন্দমূলক ও ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরিশেষে করোনা ও শারীরিক অসুস্থায় যারা মৃত্যুবরণ করেন তাহাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা কওে শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

লেখক সাংবাদিক দিলারা হাশেমের ইন্তেকাল



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লেখক ও সাংবাদিক দিলারা হাশেম ইন্তেকাল করেছেন। শনিবার (১৯ মার্চ) বিকেলে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। দিলারা হাশেম বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। তিনি ১৯৩৬ সালের ২১ আগস্ট যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তার প্রথম উপন্যাস 'ঘর মন জানালা' ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৭৩ সালে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। ১৯৭৬ সাল থেকে তিনি ভয়েস অফ

ওয়াশিংটনে পিঠা উৎসবে প্রবাসীদের মিলনমেলা





জাহিদুর রহমান, ওয়াশিংটন ডিসি থেকেঃ কথায় বলে, বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাদেশ। বিশেষ করে শীতের সময় চারদিকে একটা উৎসব আর আনন্দের আমেজে মেতে উঠে। পিঠা খাওয়া আর বনভোজনের ধুম লাগে। এমন দৃশ্য বাংলাদেশের খুবই চিরচিনা। তবে, শুধু দেশের গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি এই উৎসব, ছড়িয়ে পড়েছে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যেও। তাইতো যুক্তরাষ্ট্রে বসে দেশকে খুব মনে পড়ছে। মনে পড়ে পিঠা খাওয়ার দিনগুলো। আর তারই ধারাবাহিকতায় ওয়াশিংটনে ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির (আবু রুমি) উদ্যোগে পিঠা উৎসব পালন করেছে। অনুষ্ঠানটি যেন একচিলতি বাংলাদেশে পরিণত হয়। উদ্দেশ্য ছিল সবাই একে অপরকে জানব, আনন্দ করব আর পিঠা খাব।

গত ১৩ মার্চ রোববার বিকেল থেকে রাতভর ওয়াশিংটন ফ্রিডম হাইস্কুল মাঠে চলে এই অনুষ্ঠান। নানা ব্যস্ততা ফেলে ছুটে আসে দুই হাজারের অধিক প্রবাসী এই মিলনমেলায়। একদিনে হরক রকম পিঠার স্বাদ গ্রহণ। ভাপা পিঠা, নুনাশ পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, তেল পিঠা, দুধ পিঠা, ফুলঝুরি ছাঁচের পিঠা, পাকন পিঠা, ঝাল পিঠা, নারকেল পুলি পিঠা ইত্যাদি। একইসাথে চলে দীর্ঘদিনের জমা থাকা মনের খোরক গল্প বা আড্ডা। এর মাঝে চলে পিঠা খাওয়া আর পিঠার ফটোসেশন।

পিঠা উৎসবে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে নোয়াখালী পিঠা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান যথাক্রমে অর্জন করেছে সিলেট ও ঢাকা পিঠা ঘর। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির অন্যতম আবু রুমি।

অনুষ্ঠানে শুধু খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ষোলা কলা পূর্ণ করে গানের পরিবেশনা। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান রোকেয়া হায়দার। অতিথি শিল্পী ছিলেন রাজীব ও তৃণীয়া হাসান। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী প্রয়াত লতা মঙ্গেশকারের স্মরণে ক্ষুদে গানরাজ শিল্পী নিয়নতি, ইষাল, পিউলি, আপসারা, অনিকা গান পরিবেশনা করেন। এছাড়াও সানতানু বরুয়া, স্বপন, সোহেব, অথোই, মায়া ও মেট্রে বাউলের দল মন মতানো গান শুনান। মনোজ্ঞ এই অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন বিপুল গানজালেভ ও রুম্পা বরুয়া। সাউন্ড সিস্টেমে ছিলেন সানতনু বরুয়া ও লাইটে প্রান্তিক বিশ্বাস।

করোনা পরবর্তী ওমিক্রনের ঢেউয়ের পরে এমন আয়োজনের মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে খুশি প্রবাসীরা। কৃতজ্ঞতা জানান আয়োজক আবু রুমির প্রতি। স্বতস্ফূর্তভাবে পিঠা উৎসবে অংশ নেওয়ায় আগত অতিথিদের সবাইকে ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান আবু রুমি।





নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে বঙ্গবন্ধু'র জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক: 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস- ২০২২ উদযাপনের লক্ষ্যে গত ১৭ মার্চ নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল দিনব্যাপি কর্মসূচী গ্রহণ করে।

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মি-নরুল ইসলাম কনস্যুলেটের সদস্যগণসহ সম্মিলিতভাবে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। কনসাল জেনারেল তার স্বাগত বক্তব্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদান ও ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান যেসব উন্নতি ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। এর পরপরই বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত নিউ-ইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভিডিও বার্তার মাধ্যমে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করে। জাতির পিতার বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মের উপরে নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শাহাদাতবরণকারী অন্যান্য সদস্যসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধি ও প্রগতির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

একই দিন বিকালে এ বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ও কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরী-এর যৌথ উদ্যোগে কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে "ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন ওয়ার অনার" পদকপ্রাপ্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনকারী বাংলাদেশের বন্ধু মি. লিয়ার লেভিন প্রধান অতিথি ছিলেন।

মি. লেভিন তার বক্তব্যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা স্মরণ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখতে পেরে সম্মানিত বোধ করেন বলে মি. লেভিন মন্তব্য করেন। প্রয়াত তারেক মাসুদ ও তার স্ত্রী ক্যাথরিন মাসুদ পরিচালিত 'মুক্তির গান' চলচ্চিত্রে লেভিন এর ধারনকৃত চিত্র ও ভিডিও ফুটেজ ব্যবহার করায়ও তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। তিনি বাংলাদেশের জনগণের ভালবাসা ও আতিথেয়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মি-নরুল ইসলাম ও কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক বোরন। অনুষ্ঠানে ভারত, ভুটান, নেপাল ও তুরস্কের কনসাল জেনারেলসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটির শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা হয়। এরপর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণান্তে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। কেক কাটার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ১০২ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আমিনুল শিকদার (বা থেকে দ্বিতীয়)। ছবি: নিহার সিদ্দিকী



টাঙ্গাইল: প্রবাসীর বাড়ীতে হামলার দৃশ্য। সিসি ক্যামেরা থেকে সংগৃহীত

প্রবাসীর পৈতৃক জমি দখলের চেষ্টা ও সন্ত্রাসী হামলা প্রতিকারে

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কপ্রবাসী আমিনুল সিকদারের পৈতৃক জমি দখলের চেষ্টা ও সন্ত্রাসী হামলা প্রতিকারে তিনি অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশ প্রধানসহ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের টাঙ্গাইল-২ (গোপালপুর-ভুয়ারপুর) আসনের এমপি তানভীর হাসান ছোট মনিরের মদদপুষ্ট টাঙ্গাইলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা টাঙ্গাইল জেলা শহরের আশেকপুরে ঐ প্রবাসীর জমি দখল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় ৬০ বছর ধরে ৭০ শতাংশ জমিতে তারা বসবাস করছেন। বর্তমানে ঐ জমির আনুমানিক মূল্য ৫/৬ কোটি টাকা। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্থ ইটসজি রেষ্টুরেন্টে সোমবার (১৪ মার্চ) সন্ধ্যায় আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে প্রবাসী আমিনুল সিকদার উপরোক্ত অভিযোগ করেন। এসময় সময় তিনি তাদের বাড়ী দখল নিতে সন্ত্রাসীদের কর্মকান্ডের ভিডিও সাংবাদিকদের সামনেও তুলে ধরেন। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় 'চর দখলের মতো' সন্ত্রাসী কায়দায় প্রকাশ্যে প্রবাসীর পৈত্রিক বাড়ী দখলের অপচেষ্টা চলছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আমিনুল সিকদার বলেন, আমি একজন নিউইয়র্কপ্রবাসী বাংলাদেশী। আমার পৈত্রিক বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার আশেকপুর। পৈত্রিক সূত্রে আমার বাবা ও পরিবারের সব সদস্যরা দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে টাঙ্গাইল পৌরসভার আশেকপুর মৌজায় অবস্থিত নিজ বসতবাড়ির মালিকানা ভোগ দখল করে আসছি। কিন্তু দীর্ঘদিনের পূর্ব শত্রুতা জের ধরে এলাকার ও এলাকার বাইরের তথা টাঙ্গাইল জেলার চিহ্নিত সন্ত্রাসী অনেক দিন ধরে আমাদের পৈত্রিক বাড়ি বেদখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এরই জের ধরে গত ৩ মার্চ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে দেশীয় ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোটায় সুসজ্জিত হয়ে সন্ত্রাসীরা আমার বাড়িতে প্রবেশ করে টিনের বাউন্ডারি বেড়া, লোহার গেট, ৮টি সিসি টিভি ক্যামেরা ভেঙে ট্রাকে তুলে লুট কওে নিয়ে যায়। এ সময় বাধা দিতে গেলে আমার বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে মারধর করে গুরুতর আহত করা হয়। ঘটনার সিসি টিভি ফুটেজ সংরক্ষিত আছে। এ ঘটনায় মামলা করলে আমাকে খুন ও লাশ গুমের হুমকি দেয় দুর্বৃত্তরা।

আমিনুল সিকদার বলেন, 'এই বিষয়ে গত ৮ মার্চ টাঙ্গাইল সদর মডেল থানায় আমার বড় ভাই ঠান্ডু মিয়া একটি মামলা দায়ের করলে সেদিন রাত ১টার দিকে একই চিহ্নিত সন্ত্রাসী অস্ত্রবাজ বাহিনী আবারও আমাদের বাড়ি বেদখল ও হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। হামলার ঘটনার সিসি টিভির ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, গোপালপুর-ভুয়াপুর আসনের সংসদ সদস্য তানভীর হাসান ছোট মনিরের মদদপুষ্ট টাঙ্গাইলের চিহ্নিত সন্ত্রাসী কিশোর গ্যাংয়ের প্রধান মো. হোসেন সাদাব অন্তু (মনি) নেতৃত্বে এই হামলা চালানো হয়। গত ৩ মার্চ পূর্বপরিকল্পিতভাবে অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা আমার বাড়িতে হামলা ও জোরপূর্বক প্রবেশ করে, বাধা দিতে গেলে আমার স্ত্রীকে মারধর করে গুরুতর রক্তাক্ত আহত করা হয়। ঘটনার সিসি টিভি ফুটেজ সংরক্ষিত আছে। এ ঘটনায় মামলা করলে আমাকে খুন ও লাশ গুমের হুমকি দেয় দুর্বৃত্তরা।'

উল্লেখ্য, এর আগেও ২০২০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল-২ আসনের সংসদ সদস্য তানভীর হাসান ছোট মনিরের মদদপুষ্ট চিহ্নিত সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে আমার বড় ভাইকে অস্ত্রের মুখে নিজ বাড়ি হতে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায় এবং সংসদ সদস্য নিজমুখে জমি ছাড়ার নির্দেশ অন্যথায় হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলা হবে বলে হুমকি দেন।

গত ৩ মার্চের হামলার ঘটনায় আমাদের পক্ষ হতে দায়েরকৃত মামলার আসামিরা হলো: মো. আলী হোসেন (৬৫), মো. আব্দুল (৫৭), মো. সবদুল মিয়া (৫৫), মো. তায়েব আলী (৫০), মো. আরিফ (৪০), শহিদুল ইসলাম (৩০), ফিরোজ মিয়া (৩৪), সোহাগ (২৮), মো. আমিনুল ইসলাম (২৭), মো. রফিকুল ইসলাম (৬০), মো. সাহেদ পারভেজ (৫০), শাহজামাল (৪০), মো. শামছুদ্দোহা জোয়াদ্দার (৫০), মো. রফিকুল ইসলাম (মনির) (৪০), রাসেল পারভেজ (৬৫), মো. রফিকুল ইসলাম (৪৫), নাজমুল হুদা আকন্দ (৪০) ও হজরত আলী (৫৫)।

হামলাকারী ও এই মামলার আসামিদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন যারা আমার বাবার হত্যা মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ করেছেন। আমার বাবাকেও একই সন্ত্রাসী গ্রুপের কিছু ব্যক্তি এই বাসার দখল করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ১৯৮১ সালে খুন করে। আমরা এখনও আমার বাবার হত্যার বিচার পাইনি। উপরন্তু আবারও তারা আমাদের বাড়ি দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই জমি ছেড়ে না দিলে আমার সব ভাইয়ের পরিণতিও আমার বাবার মতো হবে বলে হুমকি দেয়া হচ্ছে বারবার।

লিখিত বক্তব্যে আমিনুল সিকদার অভিযোগ করে আরো বলেন যে, আমরা বারবার অনুরোধ করা সত্বেও পুলিশ আসামিদের গ্রেফতার না করায় পুনরায় হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনায় যে কোনও সময় বড় ধরনের সংঘর্ষ, আইন-শৃঙ্খলার অবনতির ও আমার পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছি। ফলে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশ প্রধানসহ জেলাপ্রশাসন ও পুলিশ সুপারস সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছি। গত ১২ মার্চ এই ঘটনা সাংবাদিকদের জানানোর জন্য ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)-তে আমার বড়ভাই শাহানুর ইসলাম ঠান্ডু সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেই খবর সন্ত্রাসীদের কানে পৌঁছালে তারা ওই দিনই আবারও আমাদের আশেকপুরের বাড়িতে দ্বিতীয় দফায় হামলা ও ভাঙ্গচুর চালায়।

আমিনুল সিকদার বলেন, আমরা বিচার না পেয়ে সন্ত্রাসীদের কাছে অসহায় হয়ে এই প্রবাসে বসে আপনাদের (সাংবাদিক) সাহায্যর জন্য হাত বাড়িয়েছি। আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে যদি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন হয় তাহলে আমরা সুবিচার পাবো বলে আশা করি। একই সাথে আপনাদের লেখনীর কারণে সন্ত্রাসীরা গ্রেফতার হলে আমরা নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবো বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমিনুল সিকদার তার বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন, 'একজন প্রবাসী হিসেবে আমি আমার পৈত্রিক বাড়ি রক্ষায় আপনাদের সহানুভূতি আশা করছি। আপনারা চাইলে সন্ত্রাসীরা কারো বাড়ি বা ভুমি দখল করতে পারবে না। একই সাথে নিউইয়র্কের কন্সুলেট জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। যাতে তার হস্তক্ষেপে আমার মতো একজন প্রবাসীর বাড়ি বেদখলের অপচেষ্টার সংবাদটি তিনি যথাস্থানে অবহিত করেন এবং বাড়িটি রক্ষার ব্যবস্থা করেন। সংবাদ সম্মেলনে সংশ্লিস্ট জমির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে নিউইয়র্ক প্রবাসী আমিনুল সিকদার জানান, টাঙ্গাইল পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের আশেকপুর মৌজায় পৈত্রিক সূত্রে দীর্ঘ প্রায় ৬০ বছর ধরে বসবাস করছি। এই মৌজায় বাবার কাছ থেকে ১৯৬৭ সালে ৪৭৮৬ নং সাব-কবলা দলিলে ১৭ শতাংশ জামি পাই। যার এস এখতিয়ান নং-১৭৮, এসএ দাগ নং-২৪৬/৩০৩। পরে একই বছরের ১২ ডিসেম্বর বায়নাপত্র মূলে আদালতের ডিক্রি প্রাপ্ত হয়ে ৪৮ শতাংশভূমি ২৪/০৯/১৯৭৮ নং ডিক্রি জারি মোকদ্দমা মূলে ১৯৭৮ সালের ২৭ নভেম্বর নালিশীভূমি রেজিস্ট্রেশন হয়। এরপর ১৯৮০ সালে ওই ভূমি আদালতের মাধ্যমে দখল পেয়ে স্বপরিবারে ভোগ দখল করছি। হাল জরিপে নালিশী সিএস দাগনং ৯১/৯১, এর ১/১ খতিয়ানে রেকর্ড হয়; ওই রেকর্ড সংশোধনের জন্য টাঙ্গাইলের ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইবুন্যালে ১২৩৮/২০১৬ নং রেকর্ড সংশোধনের মোকদ্দমা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

পরে আমিনুল সিকদার উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।



TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

বাংলাদেশীদের সমাবেশে চাক শুমার

ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ার গতি তরান্বিত করা হবে

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের ম্যাজরিটি লিডার, নিউইয়র্কের জনপ্রিয় সিনেটের চাক শুমার বলেছেন, করোনায় স্থবির হয়ে পড়া ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া আরও বেশি গতিশীল করতে উদ্যোগ নেবে বাইডেন প্রশাসন। কারণ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

প্রয়াত অধ্যাপক আকরাম আলী স্মরণে সভা

নিউইয়র্ক: সিলেট মদন মোহন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক আকরাম আলীর স্মরণে নিউইয়র্কে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জিম জিনারোর ক্ষমা প্রার্থণা

বিশেষ প্রতনিধি: নিউইয়র্ক সিটির অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ এর নির্বাচিত কাউন্সিলম্যঅন জিম এফ জিনারো অবশেষে বাংলাদেশী কমিউনিটির কাছে দু:খ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থণা করেছেন। বিগত ২১ ফেব্রুয়ারী তার উদ্যোগে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

প্রবাস জীবনের ইতি টেনে স্বদেশে চলে যাচ্ছেন মোবারক হোসেন অঞ্জন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): দীর্ঘ ২৫ বৎসর যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী জীবনের ইতি টেনে জন্মভূমির টানে জীবনের বাকি সময়টুকু পরিবারের সাথে কাটানোর জন্য আগামী ৩০ মার্চ স্থায়ীভাবে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বর্ণাঢ্য অয়োজনে অভিষিক্ত নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি

পেশাদারিত্বের মধ্যমে কমিউনিটিকে আরো শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ



বক্তব্য রাখছেন কংগ্রেমওম্যান গ্রেস মেং

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বর্ণাঢ্য অয়োজনে অভিষিক্ত হলেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটির কর্মকর্তারা। নব নির্বাচিত সভাপতি, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের এবং পুন: নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সাপ্তাহিক আজকাল-এর বিশেষ প্রতিনিধি মনোয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটি শনিবার সন্ধ্যায় ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত হন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউএস কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির কম্পট্রোলার ব্যান্ড ল্যন্ডার, ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু। মূল বক্তা ছিলেন এ্যামি অ্যাওর্ডপ্রাপ্ত ছিলেন মূলধারার বিশিষ্ট সাংবাদিক, স্পেকট্রাম নিউজ-এর (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

কানাডায় মসজিদে কুড়াল নিয়ে হামলার চেষ্টা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কানাডার একটি মসজিদে নামাজের সময় কুড়াল নিয়ে হামলার চেষ্টা করেছিলেন এক উগ্রবাদী যুবক (২৪)। পরে ওই ব্যক্তিকে আটকের পর পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছেন মুসল্লিরা। স্থানীয় সময় শনিবার এই ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

ইউএস প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড পেলেন শেফ খলিলুর রহমান

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেলেন বিশিষ্ট রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী, খলিল বিরিয়ানী হাউসের সত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান। কমিউনিটিতে অবদান রাখা, মূলত যারা (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন শেফ খলিলুর রহমান



ষ্টেট সিনেটর লুইসের উদ্যোগে বিল পাশ

প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য ১.৬ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভেদার উদ্যোগে নিউইর্য়ক আইনসভা একটি ঐতিহাসিক বিল পাশ করেছে। আশা করা হচ্ছে বিলটির মাধ্যমে এই ষ্টেটের মধ্যম ও নিম্ন আয়ের মানুষদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে সহায়ক হবে। সিনেটর লুইস সিপুলভেদা উত্থাপিত ঐ বিলে নিউইর্য়কে বসবারত সকল কমিউনিটির বাসিন্দাদের জীবন মানের উন্নয়নসহ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির এই সময়ে কিছুটা স্বস্থি দিবে। বিলটির মাধ্যমে বাংলাদেশী (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

উবার এবং লিফট'র কাছ থেকে বিলিয়ন ডলার আদায়ের উদ্যোগ

এমদাদ চৌধুরী দীপু: অন্তত এক বিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নিয়েছে অ্যাপস ভিত্তিক শীর্ষ দুই কোম্পানি উবার এবং লিফট। চালকদের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে ব্ল্যাক কার (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



বর্ণাঢ্য আয়োজনে ব্রঙ্কসে বারী সুপার মার্কেট উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্বোধন হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন চারটি প্রতিষ্ঠান। একই ছাদের নীচে চারটি প্রতিষ্ঠান (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

ইয়েলো সোসাইটির অভিষেক অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বর্ণাঢ্য আয়োজনে অভিষিক্ত হলেন বাংলাদেশী ক্যাবীদের প্রথম সংগঠন ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক এর নব নির্বাচিত কর্মকতারা। গত ১৫ মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিটির উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুস সালাম। সদস্যদের (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)



হাসির সৌন্দর্য, হাসির কদর্য

আতাউর রহমান খসরু

হাসি আনন্দ, সন্তোষ ও স্নিগ্ধ মনের পরিচায়ক। একটি সুন্দর হাসি পাল্টে দিতে পারে মানুষের জীবনের গতিপথ। অনুপ্রেরণা হতে পারে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

খেলার খবর

সিরিজ জয়ের জন্য 'ফাইনালের' অপেক্ষা

স্পোর্টস ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকায় মাত্র একটি জয় পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ২০ বছর। দীর্ঘ অপেক্ষার পর চলতি সফরে আফ্রিকার মাঠে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয় (বাকি অংশ ৩৭

হেলথ টিপস

হাঁটুর ব্যথা কমাতে...

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একটু বয়স বাড়লেই শুরু হয় হাঁটু ব্যথা। ক্যালসিয়ামের অভাবে অল্প বয়সীদেরও এখন হাঁটু ব্যথা হয়। দৌড়াদৌড়ি, খেলাধুলা, সিঁড়িতে ওঠা-নামা, কম্পিউটারে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

বিনোদন

বাঁধনের যে সংলাপে উচ্ছসিত ভারতীয়রা

বিনোদন ডেস্ক: 'রেহানা মরিয়ম নূর' সিনেমায় অভিনয় করে ব্যাপক প্রশংসা পান সিনেমার (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ASHIF CHAWDHURY
Licensed Realtor
Buy Rent Sell
Cell: 917-741-5308
e-mail: ashif.choudhury@gmail.com
169-24 Hillside Ave. 2Fl
Jamaica, NY 11432
www.EXITPrimeNY.com
Fax : 718-262-0254
Office : 718-262-0254
Each office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com